বায়হাকী আবুল জওযা থেকে এবং তিনি ইবনে মসউদ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, আমি জিন-রজনীতে হুযূর (সাঃ)-এর সঙ্গে গেলাম। তিনি হুজূন নামক স্থানে পৌঁছলেন এবং আমার সামনে একটি রেখা টানলেন। এরপর তিনি জিনদের উদ্দেশ্যে চলে গেলেন। জিনরা তাঁর চারদিকে সমবেত হলো। তাদের বেরদান নামীয় সরদার আরয করলঃ আমি এই জিনদেরকে আপনার দিকে চালনা করব। হুযূর (সাঃ) বললেনঃ আল্লাহ্ আমাকে সর্বাবস্থায় রক্ষা করবেন।

বায়হাকী আবূ ওছমানের মধ্যস্থতায় ইবনে মসউদ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, ইবনে মসউদ কোন এক রাস্তায় জংলী মানুষকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেনঃ এ কে? জওয়াব দিলঃ জংলী মানুষ। ইবনে মসউদ (রাঃ) বললেনঃ এর অনুরূপ আমি জিন-রজনীতে জিনদেরকে দেখেছি। তারা একে অপরের পিছনে যাচ্ছিল।

আবূ নয়ীম হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, যে রাতে জিনদের একটি দল হুযূর (সাঃ)-এর কাছে আগমন করে, আমি তখন তাঁর সঙ্গে ছিলাম। এক জিন আগুনের একটি হলকা নিয়ে হুযূর (সাঃ)-এর দিকে অগ্রসর হয়। জিবরাঈল (আঃ) বললেনঃ হে আল্লাহর রসূল! আমি আপনাকে কিছু কলেমা শিখিয়ে দিচ্ছি। এগুলো পাঠ করলে জিনদের অগ্নিশিখা নিভে যাবে এবং তারা উপুড় হয়ে পড়ে যাবে। কলেমাগুলো এইঃ

أَعُوْذُ لِوَجْهِ اللّٰهِ الْكَرِيْمِ وَبِكَلِمَاتِهِ النَّافِعَةِ الَّتِيْ لَا
يُجَاوِزُهُنَّ وَلَا فَاجِرٌ مِّنْ شَرِّ مَا أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ
فِيْهَا وَمِنْ شَرِّ مَا ذَرَءَ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ فِيْهَا وَمِنْ شَرِّ طَوَارِقِ
اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِلَّا طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَارَحْمٰنُ ٥

বায়হাকী ও আবূ নয়ীম আবূ লাতাহ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, আবদুর রহমান ইবনে খনীশ (রাঃ)-কে প্রশ্ন করা হলঃ জিনরা যখন নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে আগমন করল, তখন আপনি কি করলেন? তিনি বললেনঃ জিনেরা পাহাড় এবং মরুভূমি থেকে হুযূর (সাঃ)-এর কাছে আসে। তাদের একজনের হাতে আগুনের শিখা ছিল। সে হুযূর (সাঃ)-কে পুড়িয়ে দেয়ার দূরভিসন্ধি আঁটছিল।

ইতিমধ্যে জিবরাইল (আঃ) তাঁর কাছে এলেন এবং বললেনঃ পড়ুন–

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ الَّتِيْ لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَّلَا فَاجِرٌ
مِنْ شَرِّ خَلْقٍ وَذَرَاءٍ وَبَرٍّ وَمِنْ شَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمِنْ كُلِّ
طَارِقٍ إِلَّا طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمٰنُ

হুযূর (সাঃ) এই কলেমাগুলো পাঠ করলেন। দুষ্ট জিনদের হাতের আগুন নিভে গেল এবং আল্লাহতায়ালা তাদেরকে তাড়িয়ে দিলেন।

আবূ নয়ীম ও তিবরানী আবূ যায়দের মধ্যস্থতায় রেওয়ায়েত করেছেন যে, ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ মক্কায় হুযূর (সাঃ) সাহাবায়ে-কেরামের একটি দলকে বললেনঃ তোমাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি আমার সঙ্গে চল। সে যেন এমন ব্যক্তি না হয়, যার মনে কণা পরিমাণ কলুষতা আছে। আমি তাঁর সঙ্গে একটি মশক নিয়ে রওয়ানা হলাম, যার মধ্যে পানি আছে বলেই আমি মনে করতাম। যখন আমরা মক্কার উপরিভাগে পৌঁছলাম, তখন আমি সেখানে অনেক লোকজনকে সমবেত দেখলাম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার জন্যে একটি রেখা টেনে বললেনঃ আমার ফিরে আসা পর্যন্ত তুমি এখানে অবস্থান কর। আমি তাই করলাম। হুযূর (সাঃ) জিনদের কাছে চলে গেলেন। আমি দেখলাম জিনরা তাঁর কাছে ভিড় করছে। তিনি রাতভর তাদের সাথে কথাবার্তা বললেন এবং প্রত্যুষে আমার কাছে ফিরে এলেন। তিনি বললেনঃ ইবনে মসউদ! তুমি স্বস্থানেই বসে ছিলে না? আমি বললামঃ আপনিই তো আমাকে স্বস্থানে বসে থাকতে বলেছিলেন। এরপর তিনি আমার কাছে ওযূর পানি চাইলেন। আমি মশক খুলতেই দেখি, তার মধ্যে "নবীয" (খেজুর ভিজানো রস) রয়েছে। আমি আরয করলামঃ আল্লাহর কসম, আমি পানি আছে মনে করেই মশকটি এনেছিলাম। কিন্তু এ তো দেখছি নবীয। তিনি বললেনঃ তাতে কি হয়েছে, تَمَرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طُهُوْرٌ খেজুর পবিত্র ও তার পানি পাক। তিনি তা দিয়ে ওযূ করলেন। তিনি যখন নামায পড়তে দাঁড়ালেন, তখন দু'জিন এল এবং বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের বাসনা আপনি আমাদের ইমামতি করুন। তিনি তাদেরকে নিজের পিছনে সারিবদ্ধ করলেন; অতঃপর নামায পড়ালেন। সেখান থেকে ফিরে আসার পর আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ এরা কারা ছিল? তিনি বললেনঃ এরা নছীবাইনের জিন। তাদের পারস্পরিক অনেক বিষয়ে বিবাদ ছিল। আমার কাছে মিমাংসার জন্যে এসেছিল। তারা আমার কাছে পাথেয় চেয়েছিল। আমি তাদেরকে তা দিয়ে দিলাম।

ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ আমি হুযূর (সাঃ)-কে প্রশ্ন করলাম, তাদেরকে কি পাথেয় দিলেন? তিনি বললেনঃ গোবর এবং গোবর জাতীয় যে কোন বস্তুকে তারা খেজুরের মত ব্যবহার করতে পারবে এবং যে শুকনা হাড্ডি তাদেরকে দিলাম, তা গোশ্‌তপূর্ণ হাড্ডির ন্যায় ব্যবহার করতে পারে। সেমতে এরপর থেকে হুযূর (সাঃ) শুকনা গোবর ও হাড্ডি দ্বারা এস্তেঞ্জা করতে মানা করে দিলেন।

আবূ নয়ীম আবূ ইয়ালা থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন– নবী করিম (সাঃ) হিজরতের পূর্বে একদিন মক্কার পার্শ্ববর্তী এলাকায় চলে গেলেন এবং আমার জন্যে একটি রেখা টেনে বললেন ঃ আমার না আসা পর্যন্ত কোন কথা বলবে না। কোন কিছু দেখে ভয় পাবে না। এরপর তিনি কিছুদূর অগ্রসর হয়ে বসে গেলেন। হঠাৎ দেখলাম, বেদুঈনদের ন্যায় কিছু মানুষ সেখানে উপস্থিত আছে। এটা দেখে আমি তাঁর কাছে যাওয়ার ইচ্ছা করলাম, যাতে তাদেরকে দূরে সরিয়ে দেই। কিন্তু পরক্ষণেই রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আদেশ মনে পড়ে গেল। তাই সেখানেই রয়ে গেলাম। অতঃপর তারা সেখান থেকে প্রস্থান করল। আমি শুনলাম তারা বলছিল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাদের সফর অনেক দূরের। অতএব আপনি আমাদেরকে পাথেয় দিন। তিনি বললেন ঃ তোমাদের জন্যে গোবর ও হাড্ডি রয়েছে। তোমাদের জন্যে হাড্ডি গোশতে পরিণত হবে এবং গোবার খেজুর হবে। তারা যখন চলে গেল, তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ এরা কারা? তিনি বললেন ঃ এরা নছীবাইনের জিন।

আবূ নয়ীম আবূ যুবইয়ান থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন– নবী করীম (সাঃ) আমাকে সঙ্গে নিয়ে একটি প্রশস্ত ময়দানে পৌছলেন। তিনি আমার জন্যে একটি রেখা টেনে বললেন ঃ আমার ফিরে আসা পর্যন্ত তুমি এখানেই থাকবে। তিনি সকাল পর্যন্ত এলেন না। সকালে এসে বললেন ঃ আমি জিনদের কাছে গিয়েছিলাম। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ কি সব আওয়াজ শুনা যাচ্ছিল? তিনি বললেন ঃ তারা আমাকে বিদায় করার সময় সালাম বলছিল। সেই আওয়াজই তুমি শুনেছ।

তিবরানী ও আবূ নয়ীম আবূ আবদুল্লাহ জদলী থেকে বর্ণনা করেন যে, ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন ঃ হুযূর (সাঃ) জিন-রজনীতে আমাকে সঙ্গে নিয়ে যান। মক্কার উপরিভাগে পৌছে তিনি আমার জন্যে একটি রেখা টেনে বললেন ঃ তুমি এখানেই থাক। বাইরে যেয়ো না। অতঃপর তিনি দ্রুতগতিতে পাহাড়ে চলে গেলেন। আমি দেখলাম পাহাড়ের চূড়া থেকে অনেক লোক তাঁর দিকে নেমে আসছে। তারা এত বেশি সংখ্যক ছিল যে, আমার মধ্যে ও হুযূর (সাঃ) -এর মধ্যে অন্তরাল হয়ে গেল। এটা দেখে আমি তরবারি কোষমুক্ত করলাম এবং মনে মনে বললাম ঃ এদেরকে মেরে মেরে হুযূর (সাঃ)-কে এদের কবল থেকে ছাড়িয়ে নিব। এরপরই

তাঁর আদেশ আমার মনে পড়ে গেল। তাই সেভাবেই রয়ে গেলাম। ভোরের আলো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। হুযূর (সাঃ) আগমন করলেন এবং বললেন ঃ তুমি সারারাত এভাবেই কাটিয়েছ? আমি বললাম ঃ যদি আমাকে এক মাসও থাকতে হত, তবুও আমি আপনার আসা পর্যন্ত এখান থেকে সরতাম না। এরপর আমি যে ইচ্ছা করেছিলাম, তা তাঁকে বললাম। তিনি বললেন ঃ যদি তুমি এই রেখার বাইরে চলে যেতে, তবে কিয়ামত পর্যন্ত আমাদের দেখা হত না। অতঃপর তিনি আপন অঙ্গুলিসমূহ আমার অঙ্গুলিতে রেখে বললেন ঃ আমাকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে যে, জিন ও মানব সকলেই আমার প্রতি ঈমান আনবে। মানুষ তো ঈমান এনেছেই, জিনদেরকেও তুমি দেখে নিলে।

তিবরানী ও আবূ নয়ীম আমর বাক্কালী থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন ঃ হুযূর (সাঃ) আমাকে সঙ্গে নিলেন। আমরা অমুক অমুক স্থানে পৌছলাম। এরপর তিনি একটি রেখা টেনে বললেন ঃ এর মধ্যে থাকবে এবং বাইরে যেয়ো না। এর বাইরে গেলে বিপদে পতিত হবে। আমি রেখার মধ্যেই রইলাম এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ) একদিকে চলে গেলেন। ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন যে, তারা ছিল বেদুঈন ধরনের লোক। তাদের দেহে কোন কাপড় ছিল না। আবার গুপ্ত অঙ্গও দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না। লম্বাটে লোক ছিল। শরীরে মাংস খুব কম ছিল। তারা এভাবে একত্রিত হল, যেন হুযূর (সাঃ)–এর উপর পতিত হয়ে যাবে। হুযূর (সাঃ) তাদের সামনে কোরআন তেলাওয়াত করলেন। জিনরা আমার কাছে আসত এবং আমার চারদিকে বসে যেত। আমি খুব ভয় পেলাম। সকাল হলে তারা যেতে লাগল। এরপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) এসে আমার কোলে মাথা রাখলেন। এরপর কিছু সংখ্যক সাদা পোশাকধারী লম্বাটে লোক এল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তখন নিদ্রামগ্ন ছিলেন। তাদের দেখে আমি আগের চেয়ে বেশি ভয় পেলাম। তাদের একজন অপরজনকে বলল ঃ আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ) -এর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করব। একজন বলল ঃ তুমি দৃষ্টান্ত বল, আমি তার ব্যাখ্যা বলব। কিংবা আমি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করব, তুমি ব্যাখ্যা দিবে। একজন বলল ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) -এর দৃষ্টান্ত এরূপ ঃ কোন সরদার একটি মজবুত দালান নির্মাণ করল। এরপর সে মানুষকে ভোজের দাওয়াত দেয়ার জন্যে এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করল। যে কেউ সরদারের ভোজের দাওয়াতে আসবে না, সরদার তাকে কঠোর শাস্তি দিবে। এই দৃষ্টান্ত শুনে অপরজন বলল ঃ সরদার হচ্ছেন রব্বুল আলামীন আল্লাহ্‌, দালানের অর্থ দীনে ইসলাম এবং খাদ্য জান্নাত ও প্রেরিত দাওয়াত দাতা হচ্ছেন নবী করীম (সাঃ)। যে তাঁর অনুসরণ করবে, সে জান্নাতে যাবে এবং যে অনুসরণ করবে না, তার উপর আযাব নাযিল হবে। এরপর হুযুর (সাঃ) জাগ্রত হয়ে গেলেন। তিনি বললেন ঃ হে ইবনে উম্মে আবদ! তুমি কি দেখেছ? আমি বললাম ঃ এরূপ এরূপ দেখেছি। তিনি

বললেন ঃ তাদের কথাবার্তা আমার অজানা নয়। তারা ছিল ফেরেশতাদের একটি দল।

আবূ নয়ীমের রেওয়ায়েতে আবূ রেজা বলেন ঃ আমরা সফরে একটি জলাশয়ের কিনারায় অবতরণ করে এবং তাঁবূ সন্নিবেশ করলাম। অতঃপর আমি দ্বিপ্রহরের বিশ্রামের জন্যে গেলাম। হঠাৎ আমি একটি সাপকে তাঁবূতে প্রবেশ করে ছট্ফট্ করতে দেখলাম। আমি লোটা হাতে নিয়ে সাপের উপর পানির ছিটা দিলাম। এতে সে একটু শান্ত হল। কিন্তু ছিটা দেয়া বন্ধ করতেই সে আবার ছট্ফট করতে লাগল। আছরের নামাযের সময় সাপটি মারা গেল। আমি পুটলা থেকে সাদা কাপড় বের করে মৃত সাপটিকে কাফন দিলাম এবং গর্ত খনন করে দাফন করে দিলাম। এরপর আমরা সারা দিন ও সারারাত সফর করলাম। প্রত্যুষে আর একটি জলাশয়ের কিনারায় অবতরণ করে, তাঁবু গাড়লাম। অতঃপর বিশ্রামের জন্যে গেলাম। সেখানে এই আওয়াজ শুনতে পেলাম ঃ তোমার প্রতি সালাম, একবার, দু'বার, দশবার, একশ' বার আরও বেশি বার সালাম। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ তুমি কে? সে বলল ঃ আমরা জিন। আল্লাহ তোমার প্রতি বরকত নাযিল করুন। তুমি আমাদের সাথে সদাচরণ ও অনুগ্রহ করেছ। এর বদলা দেয়ার শক্তি আমাদের নেই। আমি প্রশ্ন কালাম ঃ আমি কি অনুগ্রহ করেছি? উত্তর হল ঃ যে সাপটি তোমার কাছে মরেছিল, সেই জিনদের মধ্যে সর্বশেষ জিন ছিল, যারা নবী করীম (সাঃ) -এর হাতে বয়াত হয়েছিল। বর্ণিত আছে, মুয়ায ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মোয়াম্মার বলেন ঃ আমি হযরত ওছমান (রাঃ)-এর কাছে বসা ছিলাম। এক ব্যক্তি এসে বলল ঃ আমিরুল মুমিনীন! জঙ্গলে দু'টি বক আমার সম্মুখে এল। একটি এক জায়গা থেকে এবং অন্যটি অন্য জায়গা থেকে। তারা উভয়েই লড়তে শুরু করল। এরপর উভয়েই বিছিন্ন হয়ে গেল এবং মরে গেল।

রাবী বর্ণনা করেন, আমি উভয়ের লড়াই করার জায়গায় পৌছে সাপ জাতীয় কোন বস্তু দেখলাম, যা আমি কখনও দেখিনি। এদের একটির মধ্যে আমি মেশকের সুগন্ধি অনুভব করলাম। আমি এগুলোকে ওলট পালট করে দেখতে লাগলাম যে, কোন্টি থেকে সুগন্ধি আসছে। অবশেষে অনুভব করলাম যে, সুগন্ধি সেই সাপ থেকে আসছে, যেটি সরু ও হলদে রঙের ছিল। আমি মনে করলাম, এই সাপের মধ্যে কোন পুণ্যের কারণেই এই খোশবূ আসছে। সেমতে আমি সাপটিকে একটি পাগড়ীতে জড়িয়ে দাফন করে দিলাম। এরপর আমি যখন যাচ্ছিলাম, তখন এক আওয়াজ দাতা বলছিলঃ হে আবদুল্লাহ! তুমি কি করলে? আমি যে অবস্থা দেখেছিলাম, তা বললাম। সে বলল ঃ তুমি হেদায়াত পেয়েছ। এই উভয় সাপ শুয়াইয়ান ও বনী-আঙ্কইয়ামের জিন ছিল। তুমি যাকে নিয়েছ, সে শহীদ হয়েছে। যারা রসূলুল্লাহর (সাঃ)-পবিত্র জবান থেকে কোরআনের বাণী শুনেছিল, সে ছিল তাদের একজন।

আবূ নয়ীম ইবরাহীম নখয়ী থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত আবদুল্লাহর ভক্তগণের একটি দল হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। তারা পথিমধ্যে এক জায়গায় একটি সাদা রঙের সাপকে কুণ্ডলী পাকাতে দেখলেন। তার কাছ থেকে মেশকের মত সুগন্ধি ভেসে আসছিল। আমি সঙ্গীদেরকে বললাম ঃ তোমরা চলতে থাক। আমি এই সাপের পরিণতি দেখার জন্যে এখানে থাকব। কিছুক্ষণ পরেই সাপটি মারা গেল। আমি একটি সাদা কাপড়ে সাপটিকে জড়িয়ে রাস্তা থেকে আলাদা জায়গায় দাফন করে দিলাম। এরপর সঙ্গীদের সাথে মিলিত হলাম। আমরা এক জায়গায় বসাছিলাম, এমন সময় চারজন মহিলা পশ্চিম দিক থেকে আগমন করল। তাদের একজন বলল ঃ তোমাদের কোন্ ব্যক্তি আমার সাপরূপী পিতাকে দাফন করেছে? আমি জওয়াব দিলাম ঃ আমি দাফন করেছি। মহিলা বলল ঃ শুন, তুমি এমন ব্যক্তিকে দাফন করেছ, যে খুব রোযাদার ও নামাযী ছিল। আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান পালন করার জন্যে সে অন্যকে আদেশ দিত। সে তোমাদের নবীর প্রতি ঈমান এনেছিল। সে তোমাদের নবীর আবির্ভাবের চারশ' বছর পূর্বে তোমাদের নবীর গুণাবলী আসমানে শুনেছিল। একথা শুনে আমরা আল্লাহতায়ালার প্রশংসা করলাম। এরপর আমরা হজ্ব পালন করলাম।

রাবী বলেন ঃ এরপর আমি মদীনায় হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে সাপের ঘটনা বর্ণণা করলাম। তিনি বললেন ঃ এই মহিলা ঠিকই বলেছে। আমি হুযূর (সাঃ) -থেকে শুনেছি- সে আমার আবির্ভাবের চারশ' বছর পূর্বে আমার প্রতি ঈমান এনেছিল এবং সে ছিল ঐ দলের সর্বশেষ জিন।

হাকেম, তিবরানী ও ইবনে মরদুওয়াইহি সফওয়ান ইবনে মুয়াত্তাল থেকে বর্ণনা করেন যে, আমরা হজ্বের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যখন আরাজ নামক স্থানে পৌছলাম, তখন একটি সাপকে ছটফট করতে দেখলাম। কিছুক্ষণ পরেই সেটি মারা গেল। এক ব্যক্তি সেটিকে কাপড়ে জড়িয়ে দাফন করে দিল। এরপর আমরা মক্কায় পৌছলাম। আমরা যখন মসজিদে-হারামে ছিলাম, তখন অকস্মাৎ এক ব্যক্তি এসে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে গেল এবং বলল, তোমাদের মধ্যে আমর ইবনে জাবেরের সঙ্গী কে? আমরা বললাম, আমরা আমর ইবনে জাবেরকে চিনি না। সে বলল, তোমাদের মধ্যে কে একটি সাপ দাফন করেছে? লোকেরা একজনকে দেখিয়ে বলল, সে। লোকটি বলল, হুযূর (সাঃ)-এর খেদমতে যে নয়জন জিন কোরআন শুনতে এসেছিল, এই সাপটি ছিল তাদের মধ্যে সর্বশেষ জিন।

আবূ নয়ীম ও ইবনে মরদুওয়াইহি ছাবেত ইবনে কাতবা থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি ইবনে মসউদ (রাঃ)-এর কাছে এসে বলল, সফররত অবস্থায় আমরা এক নিহত ও রক্তাক্ত সাপের কাছ দিয়ে গমন করলাম। আমরা সাপটিকে দাফন করে দিলাম। কাফেলা এক জায়গায় অবতরণ করলে আমাদের কাছে কয়েকজন

নারী পুরুষ এসে জিজ্ঞাসা করল, আমরের দাফনকারী কে? আমরা প্রশ্ন করলাম, আমর কে? তারা বলল, আমর সেই সাপটির নাম, যেটিকে তোমরা গতকাল দাফন করেছ। সে ছিল সেই দলের একজন, যারা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পবিত্র মুখ থেকে কোরআন শুনেছিল। আমরা প্রশ্ন করলাম, সে কিরূপে মারা গেল? তারা বলল, জিনদের মুশরিক ও কাফের দু'গোত্রের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল। এই যুদ্ধে সে নিহত হয়। তোমরা ইচ্ছা করলে আমরা এই দাফন কার্যের বিনিময় দিয়ে দিব। আমরা বললাম, না, দরকার নেই।

আবূ নয়ীম উবাই ইবনে কা'ব থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, একটি দল হজ্বের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হল। রাস্তা ভুলে তারা যখন মৃত্যুর সম্মুখীন হল, তখন কাফন পরিধান করে মৃত্যুর জন্যে শুয়ে পড়ল। ইত্যবসরে এক বৃক্ষের মধ্য থেকে একটি জিন বের হয়ে এল। সে বলল, আমি সেই দলের অবশিষ্ট ব্যক্তি, যারা নবী করীম (সাঃ) থেকে কোরআন শুনেছিল। আমি তাঁকে একথা বলতে শুনেছি যে, মুমিন মুমিনের ভাই ও তার পথ প্রদর্শক। সে তার ভাইকে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেয় না, লাঞ্ছিতও করে না। দেখ, এই পানি এবং এই পথ। এরপর সেই জিন তাদেরকে পানির সন্ধান দিল এবং রাস্তা বলে দিল।

বায়হাকী ও আবূ নয়ীম কয়েকটি মধ্যস্থতায় হযরত ওমর (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেন, আমরা হুযুর (সাঃ)-এর সাথে মক্কার একটি পাহাড়ে উপবিষ্ট ছিলাম। হঠাৎ সামনে এক বৃদ্ধ আগমন করল। তার হাতে ছিল একটি লাঠি। সে নবী করীম (সাঃ)-কে সালাম করল। তিনি জবাব দিলেন। অতঃপর জিনদের মত আওয়াজে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে? সে বলল, আমি হামা ইবনে মীম ইবনে আকইয়াম ইবনে ইবলীশ।

হুযূর (সাঃ) বললেন, তোমার ও ইবলীশের মধ্যে মাত্র দুই পুরুষের ব্যবধান আছে। তুমি দুনিয়াতে কতকাল অতিবাহিত করেছ?

হামা বলল, দুনিয়ার গোটা বয়সই আমি ফানা করেছি কিছুকাল বাদে। এই কিছুকাল সেই কাল, যাতে কাবিল হাবিলকে হত্যা করেছিল। আমি তখন কয়েক বছরের বালক ছিলাম। তবে কথাবার্তা বুঝতাম এবং টিলার উপরে হাঁটতে পারতাম। আর মানুষকে ঝগড়া বিবাদ ও পরস্পর হানাহানির জন্য প্ররোচনা দিতাম।

হুযূর (সাঃ) বললেন, যে বৃদ্ধ এহেন কুকর্মের তালাশে থাকে, তার এই কর্ম অতিশয় মন্দ এবং সেই যুবকও অত্যন্ত নিন্দার পাত্র। একথা শুনে হামা বলল, মাফ করবেন, এহেন কুকর্ম থেকে আমি তওবা করেছি। নূহ (আঃ)-এর কওমের মধ্যে যাঁরা তার প্রতি ঈমান এনেছিল, আমি তাদের সাথে মসজিদে ছিলাম। হযরত নূহ (আঃ) তাঁর কওমের জন্যে যে বদ দোয়া করেছিলেন, আমি সে জন্যে তাঁকে

তিরস্কার করতাম। অবশেষে তিনিও কাঁদেন এবং আমাকেও কাঁদান। তিনি বলেন, আমি এজন্যে অনুতপ্ত। আমি আল্লাহতায়ালার আশ্রয় প্রার্থনা করি যেন জাহেলদের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে যাই। আমি নূহ (আঃ)-এর কাছে আবেদন করলাম, যারা হাবীল ইবনে আদমের হত্যাকাণ্ডে শরীক ছিল, আমি তাদের সঙ্গে ছিলাম। আপনি কি এরূপ কোন অবকাশ দেখেন যে, আমি পরওয়ারদেগারের কাছে তওবা করি? হযরত নূহ (আঃ) বললেন, হামা, পরিতাপের পূর্বে কল্যাণ ও মঙ্গলের ইচ্ছা কর এবং তদনুযায়ী কাজ কর। আমার কাছে আল্লাহতায়ালার নাযিলকৃত বিষয়সমূহের মধ্যে আমি পড়েছি যে, বান্দা সীমাহীন গোনাহ্ করার পরও আল্লাহতায়ালার কাছে তওবা করলে আল্লাহ তার তওবা কবুল করে নেন। কাজেই তুমি উঠ, ওযু কর এবং দু'টি সিজদা কর। আমি তৎক্ষণাৎ তা করলাম। নূহ (আঃ) আমাকে ডেকে বললেন, তুমি মাথা তোল। আসমান থেকে তোমার তওবা নাযিল হয়ে গেছে। আমি এক বছর পর্যন্ত আল্লাহতায়ালার সামনে সিজদায় পড়ে রইলাম। হুদ (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিল, আমি তাদের সাথে তাদের মসজিদে ছিলাম। তাঁর বদ-দোয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আমি তাঁকে তিরস্কার করতাম। অবশেষে হযরত হুদ (আঃ) স্বজাতির দুরবস্থার জন্যে কাঁদলেন এবং আমাকেও কাঁদালেন। আমি এয়াকূব (আঃ)-এর সাথে প্রায়ই সাক্ষাৎ করতাম। ইউসূফ (আঃ)-এর সাথে সেই গৃহে মওজুদ ছিলাম যেখানে তিনি পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন। ইলিয়াস (আঃ)-এর সাথে বনে জঙ্গলে সাক্ষাৎ করতাম এবং এখনও করি। আমি মূসা (আঃ)-এর দেখা পেয়েছি। তিনি আমাকে তওরাত শিখিয়েছেন এবং বলেছেন, যদি হযরত ঈসা (আঃ)-এর সাথে তোমার সাক্ষাৎ হয়, তবে আমার সালাম পৌঁছে দিবে। সেমতে ঈসা (আঃ)-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে এবং তাঁকে মূসা (আঃ)-এর সালাম পৌঁছে দিয়েছি। হযরত ঈসা (আঃ) আমাকে বলেছিলেন, যদি হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর সাথে তোমার সাক্ষাৎ হয়, তবে আমার সালাম তাঁকে পৌঁছিয়ে দিয়ো।

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, একথা শুনে হুযুর (সাঃ)-এর চক্ষু অশ্রুসজল হয়ে উঠল। তিনি কাঁদলেন এবং বললেন, দুনিয়া যতদিন কায়েম থাকে, ততদিন ঈসা (আঃ)-এর প্রতি সালাম। হে হামা! আমানত পৌঁছিয়ে দেয়ার কারণে তোমার প্রতিও সালাম। হামা আরয করল, ইয়া রসূলাল্লাহ! হযরত মূসা (আঃ) যেমন আমাকে তওরাত শিখিয়েছিলেন, তেমনি আপনিও কোরআন শিখিয়ে দিন।

সেমতে হুযূর (সাঃ) হযরত হামাকে সূরা ওয়াক্বেয়া, সূরা মুরসালাত, আম্মা ইয়াতাসাআলূন, সূরা তকভীর, সূরা ফালাক ও সূরা নাস শিক্ষা দিলেন। অতঃপর বললেন, হামা! যখনই তোমার কোন প্রযোজন হয়, আমাকে বলবে। আমার সাথে সাক্ষাৎ ত্যাগ করবে না।

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) দুনিয়া থেকে চলে গেলেন এবং হামার মৃত্যুর খবর আমরা পাইনি। আমি জানি না সে মারা গেছে, না জীবিত আছে।

বায়হাকীর রেওয়ায়েতে ওসায়দ (রাঃ) বলেন, ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (রহঃ) মক্কা যাওয়ার পথে এক মরুভূমিতে একটি সাপকে মৃত দেখে বললেন, গর্ত খননের হাতিয়ার আন। অতঃপর তিনি গর্ত খনন করে সাপটিকে একটি কাপড়ে জড়িয়ে দাফন করে দিলেন। হঠাৎ এক আওয়াজকারী অদৃশ্য থেকে বলল, হে সরক! তোমার প্রতি আল্লাহর রহমত নাযিল হোক। আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি- হে সরক! তুমি কোন মরুভূমিতে মারা যাবে এবং আমার উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তোমাকে দাফন করবে। একথা শুনে হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ জিজ্ঞাসা করলেন, আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন, তুমি কে?

সে বলল, আমি একজন জিন। এই মৃত সাপটির নাম ছিল সরক। যে সকল জিন নবী করীম (সাঃ)-এর হাতে বয়াত করেছিল, তাদের মধ্যে সেও ছিল এবং আমিও ছিলাম। আমাদের ছাড়া সেই জামাতের এখন আর কেউ জীবিত নেই। উপরোক্ত হাদীস আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মুখ থেকে শুনেছিলাম।

বায়হাকী আবূ রাশেদ থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, একদা ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (রহঃ) আমাদের কাছে অবস্থান করেন। তিনি চলে যাওয়ার ইচ্ছা করলে আমার প্রভু আমাকে বলল, তুমি হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজের সাথে সওয়ার হয়ে যাও এবং তাঁর সাথে থাক। আমি তাঁর সাথে সওয়ার হয়ে গেলাম। এক মরুভূমিতে পৌঁছে আমরা পথের মাঝখানে একটি মৃত সাপ দেখলাম। তিনি নিচে নেমে সাপটি রাস্তা থেকে সরিয়ে দাফন করে দিলেন। এরপর আমরা গমন পথে এক অদৃশ্য আওয়াজকারীকে "ইয়া খারকা, ইয়া খারকা" বলতে শুনলাম। ডানে বামে তাকিয়ে আমরা কিছুই দেখতে পেলাম না। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ বললেন, হে আওয়াজকারী! আমি তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, যদি তুমি আত্মপ্রকাশকারীদের অন্তর্ভুক্ত হও, তবে আত্মপ্রকাশ কর। নতুবা বল, খারকা কে?

সে বলল, খারকা সেই সাপটির নাম, যাকে আপনি অমুক স্থানে দাফন করেছেন। আমি নবী করীম (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি একদিন খারকাকে বলছিলেন, তুমি এক মরুভূমিতে ইন্তেকাল করবে। সেখানে তখনকার মুমিনদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তোমাকে দাফন করবে।

ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (রাঃ) তাকে বললেন, তোমার উপর আল্লাহর রহমত নাযিল হোক, তুমি কে?

সে বলল, আমি তাদের একজন, যারা এই স্থানে রসূলে করীম (সাঃ)-এর হাতে বয়াত করেছিল। হযরত ওমর (রহঃ) তাকে কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছ থেকে একথা শুনেছিলে? সে বলল, জী।

অতঃপর হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (রহঃ)-এর চক্ষু অশ্রুসজল হয়ে উঠল। আমরা সেখান থেকে ফিরে এলাম।

রোম যুদ্ধ

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন --

الٓمٓ - غُلِبَتِ الرُّوْمُ - فِىْٓ اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ - فِىْ بِضْعِ سِنِيْنَ - لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْۢ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ - بِنَصْرِ اللّٰهِ يَنْصُرُ مَنْ يَّشَآءُ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ - وَعْدَ اللّٰهِ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ -

আলিফ, লাম- মীম, রোমকরা পরাজিত হয়েছে, নিকটবর্তী অঞ্চলে; কিন্তু তারা তাদের এই পরাজয়ের পর শীঘ্রই বিজয়ী হবে, কয়েক বছরের মধ্যেই। অগ্র ও পশ্চাতের ফয়সালা আল্লাহরই। সেদিন মুমিনরা আনন্দিত হবে। আল্লাহর সাহায্যে, তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, দয়ালু। এটা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি। আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি ভংগ করেন না; কিন্তু অধিকাংশ লোক তা অনুধাবন করে না।"

ইমাম আহমদ, বায়হাকী ও আবূ নয়ীমের রেওয়ায়েতে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, পারস্যের বিরুদ্ধে রোমকদের বিজয় মুসলমানদের কাম্য ছিল। কেননা, রোমকরা ছিল কিতাবধারী। আর মুশরিকরা কামনা করত যে, রোমকদের বিরুদ্ধে পারসিকরা বিজয়ী হোক। কেননা, পারসিকরা ছিল মূর্তিপূজারী মুশরিক। মুসলমানরা তাদের বাসনা নিয়ে হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর সাথে আলোচনা করল। হযরত আবূ বকর (রাঃ) নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে বিষয়টি উত্থাপন করলেন। হুযূর (সাঃ) আবূ বকর (রাঃ)-কে বললেন, শীঘ্রই রোমকরা পারসিকদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করবে। হযরত আবূ বকর মুশরিকদের কাছে একথা বর্ণনা করলেন। মুশরিকরা বলল, তোমাদের ও আমাদের মধ্যে একটি সময় নির্ধারণ

কর। এ সময়ের মধ্যে রোমকরা পারসিকদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়ে গেলে তোমরা এই এই পরিমাণ অর্থ পাবে। আর যদি পারসিকরা জয়ী হয়, তবে তোমরা আমাদেরকে এই পরিমাণ অর্থ দিবে। সেমতে হযরত আবূ বকর পাঁচ বছর সময়কাল নির্ধারণ করলেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে এই সময়ের মধ্যে রোমকরা পারসিকদের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন করতে পারল না। হযরত আবূ বকর (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে এ সম্পর্কে কথা বললে তিনি এরশাদ করলেন, তুমি দশ বছরের কম সময়কাল নির্ধারণ করলে কেন? অতঃপর বদর যুদ্ধের দিন রোমকরা পারসিকদের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন করল।

বায়হাকী ইবনে শিহাব যুহরী থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, মুশরিকরা মক্কায় মুসলমানদের সাথে তর্ক করত এবং বলত, রোমকরা কিতাবধারী। তাদের বিরুদ্ধে পারসিকরা বিজয়ী হয়েছে। তোমাদের তো ধারণা এই যে, আল্লাহ যে কিতাব তোমাদের উপর নাযিল করেছেন, তার কারণে তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হবে। এখন তোমাদের বুঝে নেয়া উচিত যে, আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হব, যেমন পারসিকরা রোমকদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতেই আল্লাহতায়ালা উপরোক্ত আয়াত নাযিল করেন। উদ্দেশ্য এই যে, রোমকরা এক নিকটবর্তী অঞ্চলে পরাজিত হয়েছে ঠিক; কিন্তু এই পরাজয়ের পর শীঘ্রই তিন থেকে নয় বছরের মধ্যে বিজয়ী হয়ে যাবে।

ইবনে শিহাব বর্ণনা করেন, ওবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ বর্ণনা করেছেন যে, এ দু'টি আয়াত নাযিল হওয়ার পর আবূ বকর ছিদ্দীক (রাঃ) কোন কোন মুশরিকের সাথে এই শর্তে বাজি রাখলেন যে, পারসিকরা সাত বছরের মধ্যে বিজয়ী হবে। বলাবাহুল্য, তখন পর্যন্ত জুয়া, বাজি ইত্যাদি হারাম ছিল না। এ কথা শুনে হুযূর (সাঃ) বললেন, আবূ বকর এরূপ করল কেন? দশ বছরের কম যত সংখ্যা আছে প্রত্যেকটিকেই بِضْعٌ বলা যায়। বস্তুতঃ পারসিকদের বিরুদ্ধে রোমকরা নয় বছরের মধ্যে বিজয় অর্জন করে। রোমকদেরকে হুদায়বিয়ার বছরে আল্লাহতায়ালা বিজয় দান করেন। কিতাবধারীদের বিজয়ে মুসলমানরা হর্ষোৎফুল্ল হন।

বায়হাকী হযরত কাতাদাহ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, উপরোক্ত আয়াতদ্বয় নাযিল হলে মুসলমানরা বিশ্বাস করে নেয় যে, রোমকরা পারসিকদের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন করবে। অতঃপর মুসলমান ও মুশরিক উভয়পক্ষ পরস্পরে পাঁচটি উটের বাজি রাখে এবং পাঁচ বছরের সময় নির্ধারণ করে। মুসলামানদের পক্ষ থেকে হযরত আবূ বকর (রাঃ) ও মুশরিকদের পক্ষ থেকে উবাই ইবনে খলফ-এর দায়িত্ব গ্রহণ করে। তখন পর্যন্ত এ ধরনের বাজি রাখা নিষিদ্ধ ছিল না। এরপর সময়কাল পূর্ণ হয়ে গেল; কিন্তু রোমকরা বিজয়ী হল না। মুশরিকরা মুসলমানদের

কাছে বাজির উট দাবী করল। সাহাবায়ে-কেরাম এ নিয়ে হুযূর (সাঃ)-এর সাথে আলোচনা করলেন। তিনি বললেন, দশ বছরের কম সময় নির্ধারণ করা উচিত হয়নি। কেননা, তিন থেকে দশ পর্যন্ত সংখ্যার জন্যে بِضْعٌ শব্দ ব্যবহৃত হয়। অতএব তোমরা সময়কাল বাড়িয়ে নাও। সাহাবায়ে কেরাম তাই করলেন। ফলে শর্ত অনুযায়ী নয় বছরের মধ্যে আল্লাহতায়ালা রোমকদেরকে বিজয়ে ভূষিত করলেন। এটা ছিল হুদায়বিয়া থেকে প্রত্যাবর্তন কাল। কিতাবধারীদের বিজয়ে মুসলমানরা হর্ষোৎফুল্ল হলেন। এই বিজয়ের ফলে মুসলমানদের অবস্থান শক্তিশালী হয়।

হযরত যুবায়র (রাঃ) বলেন, আমি পারসিকদের রোমকদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করা, এরপর রোমকদের পারসিকদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হওয়া এবং সবশেষে মুসলমানদের পারসিক ও রোমকদের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন করা এবং সিরিয়া ও ইরাক করতলগত করা দেখেছি। এসব ঘটনা পনের বছরের মধ্যে সম্পন্ন হয়।

পরীক্ষার ছলে কাফেরদের প্রশ্ন করা

ইবনে ইসহাক, বায়হাকী ও আবূ নয়ীম হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, মুশরিক কোরায়শরা নযর ইবনে হারেছ ও ওকবা ইবনে আবী মুয়ীতকে মদীনার ইহুদী আলেমদের কাছে প্রেরণ করল এবং তাদেরকে বলল, তোমরা ইহুদী আলেমদের কাছে মোহাম্মদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে, তার অবস্থা বর্ণনা করবে এবং সে যা যা বলে, তা বলে শুনাবে। কারণ, তারা কিতাবধারী। পয়গাম্বরগণ সম্পর্কে তাদের কাছে যে জ্ঞান ভাণ্ডার আছে, তা আমাদের কাছে নেই। সেমতে নযর ও ওকবা মদীনায় পৌঁছল এবং ইহুদী আলেমদেরকে হুযূর (সাঃ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করল। আলেমরা বলল, তোমরা তাঁকে তিনটি বিষয় জিজ্ঞাসা কর। সঠিক জবাব দিতে পারলে বুঝবে যে, তিনি আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক প্রেরিত নবী, নতুবা একজন বাকপটু ব্যক্তি। বিষয় তিনটি এই ঃ

(১) তোমরা তাকে সেই যুবকদের ঘটনা জিজ্ঞাসা কর, যারা প্রাচীনকালে অতিক্রান্ত হয়েছে। তাদের ঘটনা অত্যাশ্চর্য।

(২) সেই বিশ্ব-পরিব্রাজক দিগ্বিজয়ীর ঘটনা জিজ্ঞাসা কর যিনি পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত অতিক্রম করেছিলেন।

(৩) রুহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর যে, এর স্বরূপ কি?

এই পরামর্শ নিয়ে নযর ও ওকবা মক্কা পৌঁছে কোরায়শদেরকে বলল, আমরা তোমাদের ও মোহাম্মদের মধ্যকার কলহের মীমাংসা নিয়ে এসেছি। অতঃপর তারা নবী করীম (সাঃ)-কে ইহুদী আলেমদের প্রদত্ত তিনটি প্রশ্ন করল। সেমতে হযরত

জিবরাঈল (আঃ) সূরা কাহাফ নিয়ে অবতীর্ণ হলেন, যার মধ্যে তিনটি প্রশ্নেরই জওয়াব বিধৃত হয়েছে।

আহমদ, নাসায়ী, বায়হাকী ও আবূ নয়ীম হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, কোরায়শরা ইহুদীদেরকে বলল, আমাদেরকে এমন কিছু বিষয় বলে দাও, যে সম্পর্কে আমরা মোহাম্মদকে প্রশ্ন করতে পারি। ইহুদীরা বলল, তাকে রুহ সম্পর্কে প্রশ্ন কর। এর পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত নাযিল হল–

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ – قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ

ঃ তারা আপনাকে রুহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বলে দিন - রুহ আমার একটি আদেশ।

আবূ নয়ীম ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, মক্কার কোরায়শরা একটি প্রতিনিধি দল মদীনায় প্রেরণ করল, যাতে তারা ইহুদীদেরকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দাওয়াত, তাঁর গুণাবলী এবং আবির্ভাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তারা সেখানে হুযূর (সাঃ)-এর সঠিক পরিচিতি বর্ণনা করে। তারা বলে যে, প্রেরিত নবী হওয়ার দাবী করে তার নাম আহমদ। তিনি পিতৃহীন ও নিঃস্ব। তাঁর কাধের মধ্যস্থলে-মোহরে নবুওয়ত আছে। ইহুদীরা বলল, আমরা তাঁর প্রশংসা, গুণ ও আবির্ভাবের স্থান তওরাতে পাই। আমরা আরও পাই যে, তাঁর স্কন্ধদেশের মধ্যস্থলে মোহরে-নবুওয়ত থাকবে। তোমাদের বর্ণনা অনুযায়ী তাঁর যদি এসব গুণ থেকে থাকে, তবে নিঃসন্দেহে তিনি প্রেরিত নবী এবং তাঁর দাওয়াত সত্য। কিন্তু তোমরা তাঁকে তিনটি প্রশ্ন করবে। সত্য নবী হলে তিনি এগুলোর সঠিক জবাব দিতে পারবেন এবং তৃতীয় প্রশ্নের জবাব সম্পর্কে অবগত করবেন না। বিষয় তিনটি এই, যুলকারনাইন, আছহাবে-কাহাফ এবং রুহ্।

দলটি মক্কায় ফিরে এল এবং হুযূর (সাঃ)-কে উপরোক্ত তিনটি বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করল। তিনি যুলকারনাইন এবং আছহাবে-কাহাফ সম্পর্কে তাদেরকে অবগত করলেন এবং রুহ সম্পর্কে বললেন যে, এটা আল্লাহর আদেশ। আল্লাহ তায়ালাই এর স্বরূপ জানেন। আমি জানি না। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জবাব যখন ইহুদীদের কথার সাথে মিলে গেল, তখন কোরায়শরা বলতে লাগল, তওরাত ও ইনজীল সবগুলোই যাদু। আমরা কোনটিই মানি না।

তিবরানী ও আবূ নয়ীম বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে সালাম ইহুদী আলেমগণকে বললেন, আমি আমার প্রপিতামহ হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর মসজিদে (কা'বাগৃহে) একটি অঙ্গীকার বর্ণনা করার ইচ্ছা করেছি। সেমতে তিনি মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। হুযূর (সাঃ) তখন মক্কায় অবস্থান করছিলেন।

তিনি যখন মিনায় অনেক লোকের মধ্যে ছিলেন, তখন তাঁর সাথে আবদুল্লাহ ইবনে সালামের সাক্ষাৎ হয়। আবদুল্লাহ ইবনে সালাম লোকেদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে গেলেন। নবী করীম (সাঃ) তাঁকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি আবদুল্লাহ ইবনে সালাম? তিনি বললেন, হাঁ। হুযূর (সাঃ) তাঁকে কাছে আসতে বললেন। তিনি কাছে এলে হুযূর (সাঃ) তাঁকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি তওরাতে আমাকে আল্লাহর রসূল রূপে পাও কি? আবদুল্লাহ বললেন, আপনি আমার কাছে আল্লাহতায়ালার গুণাবলী বর্ণনা করুন। অবিলম্বে জিবরাঈল আগমন করলেন এবং হুযূর (সাঃ)-কে বললেন,

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ – اَللّٰهُ الصَّمَدُ – لَمْ يَلِدْ – وَلَمْ يُوْلَدْ –
وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ–

বলুন, তিনি আল্লাহ এক, তিনি সব কিছুর নির্ভর। তিনি জন্মগ্রহণ করেননি এবং জন্মও দেননি। তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।

হুযূর (সাঃ) সূরা এখলাস তেলাওয়াত করলেন। আবদুল্লাহ বললেন, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া ইন্নাকা রসূলুল্লাহ।

এরপর আবদুল্লাহ ইবনে সালাম মদীনায় ফিরে গেলেন এবং নিজের ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি গোপন রাখলেন। হুযূর (সাঃ) হিজরত করে মদীনায় আগমন করলে তিনি সেসময় খর্জুর বৃক্ষ থেকে খর্জুর আহরণ করছিলেন। তিনি বর্ণনা করেন, আমি বৃক্ষ থেকে লাফিয়ে নিচে পড়ে গেলাম। আমার মা বললেন, তোমার কল্যাণ হোক, তুমি এত পাগলপরা হলে কেন? হযরত মূসা (আঃ) আগমন করলেও তো তুমি বৃক্ষ থেকে লাফিয়ে পড়তে না। আমি বললাম নবী করীম (সাঃ)-এর আগমনে আমি হযরত মূসা (আঃ)-এর চেয়ে বেশী আনন্দিত। কেননা, তিনি হচ্ছেন প্রেরিত নবী।

মুশরিকদের নির্যাতনের সময়কার মোজেযা

বায়হাকী ও আবূ নয়ীমের ওরওয়া থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েতে আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাঃ) বলেন, একদিন কোরায়শরা হাতীমে সমবেত হয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ) সম্পর্কে আলোচনা করল। তারা বলল, মোহাম্মদ সম্পর্কে আমাদের ধৈর্য সত্যিই নযীরবিহীন। সে আমাদের নির্বোধ ঠাওরিয়েছে এবং আমাদের বাপদাদা চৌদ্দগোষ্ঠির নিন্দা করছে। এইসব কথাবার্তা শুনে হুযূর (সাঃ) আপন গৃহে চলে গেলেন। আমরাও তাঁর সঙ্গে চললাম। তিনি বললেন, সুসংবাদ নাও, আল্লাহতায়ালা তাঁর দ্বীনকে বিজয়ী করবেন, স্বীয় কলেমাকে পূর্ণতা দান করবেন এবং ইসলামের

মদদ করবেন। আর এদের কি অবস্থা হবে জান? এদের অধিকাংশকে আল্লাহতায়ালা তোমাদের হাতে যবেহ করাবেন।

হযরত ওছমান (রাঃ) বলেন, আল্লাহর কসম, আমি দেখেছি আল্লাহতায়ালা ওদের অধিকাংশকেই আমাদের হাতে যবেহ করিয়েছেন।

আবূ নয়ীম হযরত জাবের (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, আবূ জহল বলল, মোহাম্মদের ধারণা যদি তোমরা তার আনুগত্য না কর, তবে তাদের হাতে নিহত হবে। একথা শুনে নবী করীম (সাঃ) বললেন, হে আবূ জহল! আমি আরও বলি যে, এই নিহতদের মধ্যে তুমিও থাকবে।"

বদর যুদ্ধের দিন রসূলুল্লাহ (সাঃ) আবূ জহলকে নিহত পড়ে থাকতে দেখে বললেন, পরওয়ারদেগার! তুমি আমাকে যে ওয়াদা দিয়েছিলে, তা পূর্ণ করেছ।"

আহমদ, হাকেম, বায়হাকী ও আবূ নয়ীমের ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্নিত রেওয়ায়েতে হযরত ফাতেমা (রাঃ) বলেন, কোরায়শ মুশরিকরা হাতীমে সমবেত হয়ে পরস্পরে বলল, যখন মোহাম্মদ তোমাদের কাছ দিয়ে গমন করে, তখন তোমাদের সকলেই তাঁকে দারুণভাবে প্রহার করবে। হযরত ফাতেমা (রাঃ) বলেন, আমি একথা শুনে আব্বাজানের কাছে এসে বললাম। তিনি বললেন, মা, চুপ থাক। এরপর তিনি গৃহ থেকে বের হয়ে তাদের কাছ দিয়েই মসজিদে এলেন। ওরা তাঁকে দেখিয়ে বলল ঐ মোহাম্মদ! এরপর দৃষ্টি নত করে নিল এবং চিবুক বুকে ঠেকে গেল। ওরা স্বস্থানে এমন হয়ে গেল যেন তাদের ঘাড়ের রগ কেটে দেয়া হয়েছে। ওরা তাঁর দিকে দৃষ্টি তুলে তাকাল না। তিনি সম্মুখে অগ্রসর হয়ে গেলেন এবং ওদের মাথার কাছে এসে দাঁড়ালেন। অতঃপর তিনি একমুষ্টি মাটি ওদের দিকে নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন, شاهت الوجوه ধ্বংস হও তোমরা। এই মাটি যাদের গায়ে লেগেছিল, তারা সকলেই বদর যুদ্ধে কাফের অবস্থায় নিহত হয়েছে।

বুখারী ও মুসলিম হযরত খাব্বাব (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হলাম। তিনি তখন কা'বাগৃহের ছায়ায় উপবিষ্ট ছিলেন। মুশরিকদের অকথ্য নির্যাতনের প্রেক্ষাপটে আমি আরয করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ, আপনি আমাদের জন্যে দোয়া করেন না? একথা শুনে তার পবিত্র মুখমণ্ডল রক্তিম হয়ে গেল। তিনি বললেন, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের অনেকেরই গোশ্‌ত ও চামড়া লোহার চিরুনী দিয়ে হাড্ডি পর্যন্ত চেঁচে ফেলা হত। কিন্তু এই নির্যাতন ও যন্ত্রণা তাদেরকে স্ব স্ব ধর্ম বিশ্বাস থেকে নিবৃত্ত রাখতে পারত না। তাদের মস্তকে করাত রেখে দ্বিখণ্ডিত করা হত; কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা ধর্ম বিসর্জন দিত না। আল্লাহতায়ালা দ্বীনে ইসলামকে পূর্ণতার চূড়ান্ত সীমায় অবশ্যই

পৌছাবেন। এমন সময় আসবে, যখন একজন উষ্ট্রারোহী সানআ থেকে হাযরামওত পর্যন্ত সফর করবে এবং আল্লাহর ভয় ছাড়া কোন ভয়-ভীতি তার অন্তরে থাকবে না।

বায়হাকী আবূ ইসহাক থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) আবূ জহল ও আবূ সুফিয়ানের কাছ দিয়ে গমন করলেন। তারা উভয়েই উপবিষ্ট ছিল। আবূ জহল বলল, হে বনী-আবদে শামস! সে তোমাদের নবী। আবূ সুফিয়ান বলল, তুমি কি এ জন্য আশ্চর্যবোধ করছ যে, আমাদের মধ্যে নবী হয়েছে?

আবূ জহল বলল, আমার আশ্চর্যবোধ এজন্যে যে, প্রবীণ ব্যক্তিবর্গ বিদ্যমান থাকতে একজন বালক নবী হয়ে যায়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) ওদের এসব কথা শুনছিলেন। তিনি নিকটে এসে বললেন, আবূ সুফিয়ান, তুমি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের উপর উষ্মা প্রকাশ করনি; এবং মূল বিষয়ের সমর্থন করেছ। হে আবুল হাকাম! তুমি হাসবে কম এবং কাঁদবে বেশি।

আবূ জহল বলল, ভাতিজা! তুমি নবুওয়তের আলোকে আমাকে যে প্রতিশ্রুতি দাও, তা অত্যন্ত মন্দ।

বাযযার হযরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, একদল মুশরিক বায়তুল্লাহর চুতর্দিকে বসা ছিল। তাদের মধ্যে আবূ জহলও ছিল। রসূলে আকরাম (সাঃ) আগমন করে তাদের নিকটে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, شاهت الوجوه অমনি সকল মুশরিক মূক হয়ে গেল। তাদের কেউ কথা বলতে পারছিল না। আমি আবূ জহলকে হুযূর (সাঃ)-এর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে দেখলাম। হুযূর (সাঃ) বললেন, আমি তোমা থেকে বিরত থাকব না; এমন কি, তোমাকে হত্যা করব। আবূ জহল বলল, তুমি আমাকে হত্যা করতে পারবে? রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, আল্লাহ তোমাকে হত্যা করবেন।

বুখারী, আবূ নয়ীম ও বায়হাকী হযরত জুবায়র ইবনে মুতয়িম থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেন, আল্লাহতায়ালা যখন নবী করীম (সাঃ)-কে প্রেরণ করলেন এবং মক্কায় তাঁর বিষয়টি প্রকাশ পেল, তখন আমি সিরিয়ার সফরে গেলাম। বুছরায় থাকাকালে একদল খৃষ্টান আমার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি হেরেমের অধিবাসী? আমি বললাম, হাঁ। তারা বলল, যে ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে নবুওয়ত দাবী করেছে, তুমি তাঁকে চিন? আমি বললাম, চিনি। অতঃপর তারা আমার হাত ধরল এবং আমাকে তাদের উপাসনালয়ে নিয়ে গেল। সেখানে অনেক চিত্র ছিল। তারা বলল, দেখ তো এই চিত্রগুলোর মধ্যে সেই নবীর চিত্র আছে কি না? আমি ঘুরে ঘুরে দেখলাম; কিন্তু রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর চিত্র দৃষ্টিগোচর হল না। আমি বললাম,

না, সেই নবীর চিত্র এখানে দেখা গেল না। এরপর তারা আমাকে আরও বড় একটি উপাসনালয়ে নিয়ে গেল। এখানে প্রথম উপসনালয় অপেক্ষা অধিক সংখ্যক চিত্র ছিল। তারা বলল, দেখ, সেই নবীর চিত্র দেখা যায় কি না? আমি দেখলাম। সত্যি সত্যি একটি চিত্রে হুযূর (সাঃ)-এর আকার-আকৃতি দৃষ্টিগোচর হল। হযরত আবূ বকরের (রাঃ) আকার-আকৃতিও তাঁর পিছনে ছিল। তারা আমাকে বলল, তুমি তাঁর চিত্র পেয়েছ? আমি বললাম, হাঁ। তারা সেই চিত্রের দিকে ইশারা করে বলল, এটাই কি সেই নবীর চিত্র? আমি বললাম, আমি সাক্ষ্য দেই যে, নিঃসন্দেহে ইনিই তিনি। এরপর তারা বলল, তাঁর পিছনে যে দাঁড়িয়ে আছে তাকে চিন? আমি বললাম, হাঁ। খৃষ্টানরা বলল, আমরা সাক্ষ্য দেই যে, ইনি তোমাদের নবী, আর ইনি তাঁর পরবর্তী খলিফা।

তিবরানী ও আবূ নয়ীম অন্য সনদ সহকারে হযরত জুবায়র ইবনে মুতয়িম থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেন, কোরায়শরা নবী করীম (সাঃ)-এর প্রতি যে নির্যাতন চালাত, তা আমার কাছে খুব খারাপ লাগত। যখন আমার মনে হল যে, কোরায়শরা তাঁকে খুন করবে, তখন আমি বিদেশে চলে গেলাম এবং খৃষ্টানদের একটি উপাসনালয়ে পৌঁছলাম। তারা আমাকে তাদের প্রধান ব্যক্তির কাছে নিয়ে গেল। এরপর হযরত জুবায়র চিত্রের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আকার আকৃতি চিত্রে দেখে আমার মনে হল যে, কোন বস্তু কোন বস্তুর সাথে এত বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে আমি কখনও দেখিনি। তাঁর উচ্চতা ও উভয় কাঁধের মধ্যবর্তী দূরত্ব হুবহু দেখতে পেলাম। খৃষ্টানরা বলল, তুমি কি আশংকা কর যে, মানুষ তাঁকে খুন করবে? আমি বললাম, আমার মনে হয় ওরা ইতিমধ্যেই তাঁকে খুন করে ফেলেছে। তারা বলল, আল্লাহর কসম, তারা এই নবীকে খুন করতে পারবে না। যে তাকে খুন করার ইচ্ছা করবে, সে নিজেই খুন হয়ে যাবে। তিনি নবী। আল্লাহতায়ালা অবশ্যই তাঁকে বিজয়মাল্যে ভূষিত করবেন।

তিবরানীর রেওয়ায়েতে জুবায়র ইবনে মুতয়িম বলেন, আমি ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে সিরিয়া রওয়ানা হলাম। সিরিয়ার নিকটে পৌঁছলে জনৈক কিতাবধারী আমার সাথে দেখা করে জিজ্ঞাসা করল, তোমাদের দেশে কোন ব্যক্তি নবুওয়ত দাবী করেছে কি? আমি বললাম, হাঁ করেছে। সে বলল, তুমি যখন তাঁর আকার আকৃতি দেখবে, তখন চিনতে পাবে কি? আমি বললাম, অবশ্যই চিনব। লোকটি আমাকে একটি গৃহে নিয়ে গেল। সেখানে নবী করীম (সাঃ)-এর চিত্র ছিল। আমরা যখন সেই চিত্র দেখছিলাম, তখন এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসা করল, তোমরা কি করছ? আমরা বললে সে আমাদেরকে নিজ গৃহে নিয়ে গেল। আমি সেখানে হুযূর (সাঃ)-এর চিত্র দেখলাম। তাঁর পিছনে এক ব্যক্তি দণ্ডায়মান ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এই ব্যক্তি কে? সে বলল, এই ব্যক্তি নবী নয়। তবে তাঁর পরে কেউ নবী হলে সেই হত। কিন্তু তাঁর পরে কোন নবী নেই। সে তাঁর পরে তাঁর খলিফা হবে। জুবায়র বলেন, আমি দেখলাম যে, এটা হযরত আবূ বকরের চিত্র।

আল্লাহতায়ালা মুশরিকদের গালিগালাজ সরিয়ে দেন

ইমাম বুখারী হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেছেন - তোমরা আশ্চর্য হও না যে, আল্লাহতায়ালা কাফেরদের সকল গালিগালাজ ও অভিশাপ আমা থেকে ফিরিয়ে দিয়েছেন? তারা নিন্দিতকে গালি দেয় এবং নিন্দিতকে অভিশাপ করে। আর আমি হলাম মোহাম্মদ।

إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ আমি আপনাকে ঠাট্টা বিদ্রূপকারীদের অনিষ্ঠকারিতা থেকে হেফাযত করি। আল্লাহ তায়ালার এই উক্তির তফসীর প্রসঙ্গে

বায়হাকী ও আবূ নয়ীম হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, ঠাট্টাবিদ্রূপকারীরা ছিল ওলীদ ইবনে মুগীরা, আসওয়াদ ইবনে আবদে ইয়াগুছ, আসওয়াদ ইবনে মুত্তালিব, হারেছ ইবনে আয়তল ও আস্ ইবনে ওয়ায়েল। জিবরাঈল (আঃ) আগমন করলে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর কাছে এদের বিরুদ্ধে নালিশ করলেন এবং ওলীদকে দেখিয়ে দিলেন।

জিবরাঈল (আঃ) ওলীদের ধমনীর দিকে ইশারা করলেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) জিবরাঈলকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি বললেন? জিবরাঈল বললেন, আমি তার জন্যে যথেষ্ট। এরপর হুযূর (সাঃ) আসওয়াদকে দেখিয়ে দিলেন। জিবরাঈল তার চক্ষুর দিকে ইশারা করলেন। হুযূর (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, কি বললেন? জিবরাঈল বললেন, আমি তার জন্যে যথেষ্ট। অতঃপর তিনি আসওয়াদ ইবনে ইয়াগুছকে দেখিয়ে দিলেন। জিবরাঈল তার মাথার দিকে ইশারা করলেন। হুযূর (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, কি বললেন? জিবরাঈল বললেন, আমি তার জন্যে যথেষ্ট। অতঃপর হুযূর (সাঃ) হারেছকে দেখিয়ে দিলেন। জিবরাইল তার পেটের দিকে ইশারা করে বললেন, আমি তার জন্যে যথেষ্ট। আস রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছ দিয়ে গমন করলে জিবরাঈল তার পায়ের তালুর দিকে ইশারা করলেন এবং বললেন, আমি তার জন্যে যথেষ্ট।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, ওলীদের কাছ দিয়ে খোযায়া গোত্রের এক ব্যক্তি গমন করল। সে তীরে পাখা লাগাচ্ছিল। তীর ছুটে গিয়ে ওলীদের ধমনীতে বিদ্ধ হল। ফলে ধমনী কেটে সে মারা গেল। আসওয়াদ ইবনে মুত্তালিব সফরে এক ঝাউ বৃক্ষের নিচ অবতরণ করে পুত্রদেরকে বলল, তোমরা আমার কাছ থেকে একে দূরে সরিয়ে দিবে না? পুত্ররা বলল, কি দূরে সরাব? আমরা তো কিছু দেখছি

না। আসওয়াদ বলতে লাগল, আমি মরে গেলাম রে। আমার চোখে কাঁটা লেগেছে। সে চেঁচামেচি করতে লাগল। অবশেষে তার উভয় চক্ষু অন্ধ হয়ে গেল। আসওয়াদ ইবনে আবদে এয়াগুছের মাথায় ফোঁড়া বের হল এবং এতেই সে মারা গেল। হারেছের পেটে হলদে পানি সৃষ্টি হয়ে অবশেষে তা মুখ দিয়ে বের হতে থাকে এবং এতেই সে মারা যায়। আস গাধার পিঠে সওয়ার হয়ে তায়েফ রওয়ানা হয়। শাবরাকা নামক এক কন্টকযুক্ত বৃক্ষের নিচে অবতণ করলে তার পায়ের তালুতে শাবরাকার কাঁটা বিদ্ধ হয়ে যায়। এই কাঁটাই তার জীবনের অবসান ঘটায়।

আবূ লাহাবের পুত্রের জন্যে বদ দোয়া

বায়হাকী ও আবূ নয়ীম আবূ আকরাব থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, লাহাব ইবনে আবী লাহাব নবী করীম (সাঃ)-এর শানে ধৃষ্টতা প্রদর্শন করতে করতে অগ্রসর হয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, اَللّٰهُمَّ سَلِّطْ عَلَيْهِ كَلْبَكَ হে আল্লাহ! এর প্রতি তোমার কুকুর লেলিয়ে দাও।

রাবী বর্ণনা করেন, আবূ লাহাব পুত্রের হাতে সিরিয়ায় বস্ত্র রফতানী করত। পুত্রের সাথে খাদেম ও রক্ষীদেরকেও প্রেরণ করত। সে বলত, আমি আমার পুত্রের ব্যাপারে মোহাম্মদের বদ-দোয়ার আশংকা করি। সে তার লোকজনের কাছ থেকে পুত্রের যথাযথ দেখাশুনা ও হেফাযতের অঙ্গীকার নিল। সেমতে তারা কোন স্থানে অবতরণ করলে আবূ লাহাবের পুত্রকে প্রাচীরের নিকটে রেখে তাকে আসবাবপত্র ও কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখত। বেশ কিছুকাল পর্যন্ত তারা এরূপ করল। হঠাৎ একদিন এক ব্যাঘ্র এসে আবূ লাহাবের পুত্রের জীবন সাঙ্গ করে দিল।

আবূ লাহাব এ সংবাদ পেয়ে বলল, আমি তো আগেই বলেছিলাম যে, আমি মোহাম্মদের বদ-দোয়ার আশংকা করি।

বায়হাকী কাতাদাহ থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, ওতবা ইবনে আবূ লাহাব হুযুর (সাঃ)-এর প্রতি ধৃষ্টতা প্রদর্শন করলে তিনি বললেন, আল্লাহতায়ালা এর উপর-কোন হিংস্র প্রাণী চাপিয়ে দিন। এরপর ওতবা একদল কোরায়শের সাথে সিরিয়া সফরে বের হয়ে যারকা নামক স্থানে পৌছে। রাতের বেলায় সকলেই সেখানে অবস্থান করল। হঠাৎ একটি সিংহ তাদের দিকে অগ্রসর হল। সিংহকে অগ্রসর হতে দেখে ওতবা বলল, হায় দুর্ভাগ্য! এটা তো সেই বিপদ। মোহাম্মদের বদ-দোয়ার ফলস্বরূপ এটা আমার প্রাণ সংহার করবে। মক্কায় থেকেই সে আমাকে মেরে ফেলেছে। অতঃপর সিংহ তার মাথায় ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তার জীবন সাঙ্গ করে দিল।

বায়হাকী হযরত ওরওয়া থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, সিংহ তার কাছে এসে আবার ফিরে গেল। সকলেই দাঁড়িয়ে গেল এবং ওতবাকে নিজেদের মাঝখানে নিয়ে নিল। কিন্তু কিছুক্ষন পর সিংহ তাদের উপর পা রেখে রেখে ওতবার কাছে পৌছে গেল এবং তার মাথা চিবিয়ে খেয়ে ফেলল।

ইবনে আসাকির ও আবূ নয়ীমের রেওয়ায়েতে ওরওয়া ও হাবা ইবনে আসওয়াদ বর্ণনা করেন - আবূ লাহাব ও তার পুত্র ওতবা সিরিয়ায় পণ্যসামগ্রী নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিল। আমিও তাদের সাথে পণ্য নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিলাম। আবূ লাহাবের পুত্র বলল, আমি অবশ্যই মোহাম্মদের কাছে যাব এবং তাকে নির্যাতন করব। সে তাই করল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, হে আল্লাহ, তুমি তোমার কোন কুকুরকে ওর কাছে প্রেরণ কর। ওতবা ফিরে এলে তার পিতা জিজ্ঞাসা করল, তুমি মোহাম্মদকে কি বলেছ? সে তোমাকে কি জবাব দিয়েছে? ওতবা পিতাকে এ বিষয়ে অবহিত করল। আবূ লাহাব বলল, আমার আশংকা হয় যে, মোহাম্মদের বদ-দোয়া বিফলে যাবে না।

রাবী বর্ণনা করেন - আমরা রওয়ানা হয়ে সারাত নামক স্থানে বিশ্রামের জন্যে অবস্থান করলাম। সারাত ছিল হিংস্র প্রাণী তথা সিংহদের কেন্দ্রস্থল। আবূ লাহাব আমাকে বলল, মোহাম্মদ আমার পুত্রের জন্যে যে বদদোয়া করেছে, আমি সে সম্পর্কে উদ্বিগ্ন। অতএব তুমি নিজের পণ্য সামগ্রী কোন গির্জার ভিতরে একত্রিত করো। অতঃপর ওতবার জন্যে তার উপর বিছানা বিছিয়ে দিও। তোমরা সকলেই তার চতুর্দিকে বিছানা করে নিও।

আমরা তাই করলাম। রাতে পণ্য সামগ্রীর উপরে আবূ লাহাবের পুত্র শয়ন করল এবং আমরা তার চতুর্দিকে রইলাম। গভীর রাতে একটি সিংহ এসে আমাদের মুখের ঘ্রাণ নিল। কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিকে না পেয়ে সিংহ এক লাফে পণ্য সামগ্রীর উপরে চলে গেল। ওতবার মুখের ঘ্রাণ নেয়ার পর সিংহটি ওতবার মাথা চিবিয়ে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিল।

আবূ লাহাব বলল, আল্লাহর কসম, আমি জানতাম যে, মোহাম্মদের বদদোয়া ব্যর্থ হবে না।

এ রেওয়ায়েতটি ইবনে ইসহাক ও আবূ নয়ীম অন্য তরিকায় মোহাম্মদ ইবনে কা'ব কুরযী থেকে বর্ণনা করেছেন। তাতে আরও সংযোজিত হয়েছে যে, এ সম্পর্কে হযরত হাসসান (রাঃ) নিম্নোক্ত কাব্য রচনা করেছেনঃ

"যদি তুমি বনিল-আশকারের কাছে আস, তবে তাদেরকে আবূ ওয়াসে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে ভুলে যেয়ো না।

আল্লাহ তায়ালা আবূ ওয়াসের কবরকে প্রশস্ত না করুন; বরং সংকীর্ণ করুন। সে সেই নবীর সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী, ধর্মের কাজে যাঁর প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে এবং সেই নবী সুউচ্চ নূরের দিকে দাওয়াত দেন।

হিজর নামক স্থানে এই নবীর প্রতি মিথ্যারোপে আবূ ওয়াসে অনেক বাকবিতণ্ডা করেছে।

অতএব এই নবীর পক্ষ থেকে এমন বিষয়ের জন্যে দোয়া করা জরুরী, যা দর্শক ও শ্রোতার জন্যে স্পষ্ট নজীর হয়ে থাকে।

আল্লাহ তাঁর একটি হিংস্রপ্রাণীকে তার উপর লেলিয়ে দিলেন। সে আবূ ওয়াসের দিকে একজন প্রতারকের ন্যায় ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছিল।

অবশেষে সিংহটি আবূ ওয়াসের কাছে তার সঙ্গীদের মাঝখানে এল। আবূ ওয়াসের সঙ্গীরা তখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন ছিল।

সে আবূ ওয়াসের মাথা তালুসহ গ্রাস করে নিল এবং গলদেশও। সে তখন ক্ষুধার্ত বাঘের মত খোলামুখ ছিল।

আবূ নয়ীম তাউস থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) সূরা নজম তেলাওয়াত করলে ওতবা ইবনে আবূ লাহাব বলল, كفرت برب النجم আমি নজমের রবকে অস্বীকার করি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, আল্লাহতায়ালা কোন হিংস্র প্রাণীকে তোর উপর লেলিয়ে দিবেন। সেমতে সে সঙ্গীগণসহ সিরিয়া রওয়ানা হলে পথিমধ্যে এক সিংহের গর্জন শুনে তার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। লোকেরা বলল, তুমি এত ভয় পাচ্ছ কেন? আমরা তো তোমার সঙ্গে আছি।

ওতবা বলল, মোহাম্মদ আমাকে বদদোয়া দিয়েছে। আকাশের নীচে তার চেয়ে অধিক সত্যবাদী আর কেউ নেই।

সন্ধ্যায় সকলেই খেতে বসলে ওতবা হাত গুটিয়ে রাখল। শয়নের সময় সকলেই চারদিকে পণ্য সামগ্রী সাজিয়ে ওতবাকে নিজেদের মাঝখানে রাখল। এরপর সকলেই যখন গভীর নিদ্রামগ্ন, তখন সিংহ ধীরে ধীরে অগ্রসর হল এবং প্রত্যেকের মাথার ঘ্রাণ নিতে লাগল। অবশেষে ওতবার কাছে পৌঁছে তার মাথা মুখের মধ্যে পুরে নিল। ওতবা চীৎকার করে উঠল। কিন্তু পরক্ষণেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল।

আবূ নয়ীম আবুয যোহা থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, আবু লাহাবের পুত্র বলল, আমি সেই সত্তাকে স্বীকার করি না, যে وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى বলেছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, সত্বরই আল্লাহতায়ালা তোর উপর কোন হিংস্র প্রাণীকে লেলিয়ে দিবেন। আবূ লাহাব এই সংবাদ পেয়ে নিজের লোকজনকে বলল, কোন মনযিলে অবস্থান করলে তোমরা ওতবাকে নিজেদের মাঝখানে রাখবে। তারা তেমনি করল। ঘটনাচক্রে এক রাতে আল্লাহ তায়ালা একটি হিংস্র প্রাণীকে প্রেরণ করলেন এবং সে ওতবার প্রাণ সংহার করল।

কোরায়শদের জন্যে দুর্ভিক্ষের বদ দোয়া

বুখারী ও মুসলিম হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, কোরায়শরা যখন ইসলামের বিরোধিতায় কোমর বেঁধে নিল এবং ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করল, তখন নবী করীম (সাঃ) তাদের জন্যে এই দোয়া করলেন-

اللهم اعنى عليهم بسبع كسبع يوسف

হে আল্লাহ! ইউসূফ (আঃ)-এর সাত বছরের ন্যায় তাদের উপর সাত বছরের দুর্ভিক্ষ দিয়ে আমাকে সাহায্য কর। এই বদদোয়ার ফলশ্রুতিতে কোরায়শরা দুর্ভিক্ষে পতিত হল। দুর্ভিক্ষ তাদের সর্বশান্ত করেদিল। শেষ পর্যন্ত বেঁচে থাকার জন্যে তাদেরকে মৃতজন্তুও খেতে হল। তীব্র ক্ষুধার কারণে তারা নিজেদের এবং আকাশের মধ্যে ধূম্রজালের মত অবস্থা দেখতে পেত। তারা দোয়া করল, পরওয়ারদেগার, আমাদের উপর থেকে এই আযাব দূর করে দাও। আমরা ঈমান আনব।

হুযূর (সাঃ)-কে আল্লাহতায়ালার পক্ষ থেকে বলা হল যে, এদের উপর থেকে আযাব দূর করে দেয়া হলে এরা আবার পূর্বাবস্থায় কুফুরিতে ফিরে যাবে। শেষ পর্যন্ত তাই হল। আযাব দূর হওয়ার সাথে সাথে তারা যেমন কাফের ছিল, তেমনি কাফের হয়ে গেল। এরপর বদর-যুদ্ধে এর প্রতিশোধ নেয়া হল। এ সম্পর্কেই আল্লাহ বলেন,

يَوْمَ تَأْتِى السَّمَاءُ - يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرٰى

অর্থাৎ আপনি সেদিনের অপেক্ষায় থাকুন, যেদিন আকাশের দিকে সুস্পষ্ট ধোয়া সৃষ্টি হবে, যা তাদের সকলকে গ্রাস করে নিবে।

বায়হাকী ইবনে মসউদ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) কোরায়শদের ব্যাপক অবাধ্যতা দেখে এই বদদোয়া করলেন ঃ

اللهم سبع كسبع يوسف

সে মতে তারা দুর্ভিক্ষে পতিত হয় এবং অনাহারের কারণে মৃত জন্তু ও হাড্ডি পর্যন্ত খেতে বাধ্য হয়। আবূ সুফিয়ান আরও কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে আসে এবং বলে, আপনি বলেন যে, আপনি রহমতস্বরূপ প্রেরিত হয়েছেন। এখন আপনার কওম অনাহারে মৃত্যুবরণ করছে। তাদের জন্যে আল্লাহর কাছে দোয়া করুন। হুযূর (সাঃ) দোয়া করলেন। বৃষ্টি বর্ষিত হল এবং উপর্যুপরি

সাত দিন পর্যন্ত বৃষ্টি হল। তারা এসে অতিবৃষ্টির অভিযোগ করলে তিনি আবার দোয়া করলেন-

اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَمَا عَلَيْنَا

হে আল্লাহ! আমাদের চুতুষ্পার্শ্বে বৃষ্টি হোক, আমাদের উপর না হোক। সেমতে মক্কার উপর থেকে মেঘমালা সরে গেল এবং চুতষ্পার্শ্বে বৃষ্টি হল।

আবিসিনিয়ায় হিজরত

বায়হাকী হযরত মূসা ইবনে ওকবা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত জা'ফর ইবনে আবী তালেব নির্যাতিত মুসলমানদের জীবন এবং ঈমান হেফাজতের লক্ষ্যেএক দল মুসলমানকে সঙ্গে নিয়ে আবিসিনিয়া রওয়ানা হয়ে যান। এদিকে কোরায়শরা আমর ইবনে আস ও আম্মারা ইবনে ওলীদকে সঙ্গে সঙ্গেই আবিসিনিয়া প্রেরণ করে। তারা উভয়েই নেহায়েত দ্রুতগতিতে সেখানে পৌঁছে যায়। কোরায়শরা তাদের হাতে আবিসিনিয়া সম্রাট নাজ্জাশীর জন্যে অনেক মূল্যবান উপঢৌকনও প্রেরণ করে। আবিসিনিয়া সম্রাট নাজ্জাশী কোরায়শদের উপঢৌকন কুবল করলেন•এবং আমর ইবনে আসকে সসম্মানে সিংহাসনে বসালেন। আমর ইবনে আস বলল, আমাদের কিছু নির্বোধ লোক আপনার দেশে এসেছে। তারা না আপনাদের ধর্ম মানে, না আমাদের ধর্ম। তাই তাদেরকে আমাদের হাতে সমর্পণ করুন।

এ কথা শুনে সভাসদরাও সম্রাটকে বলল, হ্যাঁ তাদেরকে এদের হাতে সমর্পণ করাই ঠিক হবে।

সম্রাট বললেন, সৃষ্টিকর্তার শপথ, তারা কোন্ ধর্মে আছে সেটা তাদের কাছ থেকে না জানা পর্যন্ত আমি কিছুতেই তাদেরকে সমর্পণ করব না।

আমর ইবনে আস বলল, তাঁরা আমাদেরই একজন বিদ্রোহী ব্যক্তির অনুসরণ করে। আমি আপনাকে এমন কতগুলো বিষয় বলব, যেগুলো শুনে আপনি তাদের নির্বুদ্ধিতা আঁচ করতে পারবেন। তাঁরা এ বিষয়ের সাক্ষ্য দেয় না যে, হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহর পুত্র। তারা যখন আপনার দরবারে আসবে, তখন আপনাকে সিজদাও করবে না, যেমন আপনার রাজ্যের প্রত্যেক আগন্তুক তা করে।

অতঃপর সম্রাট হযরত জা'ফর ও তাঁর সঙ্গীদেরকে দরবারে ডাকার জন্যে দূত পাঠালেন। আমর ইবনে আস সিংহাসনেই উপবিষ্ট ছিল। হযরত জা'ফর ও তাঁর সঙ্গীগণকে ডেকে দরবারে আনা হল। কিন্তু তাঁরা সম্রাটকে সিজদা করলেন না; বরং সালামের মাধ্যমে অভিবাদন করলেন। এতে আমর ও আম্মারা বলল, আমরা এদের সম্পর্কে পূর্বেই বলেছিলাম যে, এরা আপনাকে সিজদা করবে না।

সম্রাট মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বললেন, তোমাদের কওমের যারা আমার কাছে আসে, তারা যেভাবে আমার প্রতি তাযীম ও সম্মান প্রদর্শন করে, তোমরা সেভাবে করলে না কেন? বল, তোমরা হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে কি বল? তোমাদের ধর্ম কি? তোমরা কি খৃষ্টান?

হযরত জাফর বললেন, আমরা খৃষ্টান নই।

সম্রাট বললেন, তা হলে তোমরা ইহুদী?

তারা বললেন, আমরা ইহুদী নই?

সম্রাট বললেন, তবে কি তোমরা স্বজাতির ধর্মে কায়েম আছ?

তারা বললেন, আমরা আমাদের কওমের মধ্যেও নই।

সম্রাট বললেন, তা হলে তোমাদের ধর্ম কি?

তারা বললেন, আমাদের ধর্ম ইসলাম।

সম্রাট জিজ্ঞাসা করলেন, ইসলাম কি?

তারা বললেন, আমরা এক লা-শরীক আল্লাহর এবাদত করি। তার সাথে কাউকে শরীক করি না।

সম্রাট প্রশ্ন করলেন, এই ধর্ম তোমাদের কাছে কে এনেছে?

হযরত জা'ফর বললেন, এই ধর্ম আমাদেরই জ্ঞাতি গোষ্ঠির একজন মহান ব্যক্তি এনেছেন, যাঁর ব্যক্তিত্ব ও বংশ মর্যাদা সম্পর্কে আমরা সম্যক ওয়াকিফহাল। তাঁকে আল্লাহতায়ালা এমন শান-শওকত সহকারে আমাদের কাছে প্রেরণ করেছেন, যেমন আমাদের পূর্বে মানুষের কাছে অন্য পয়গাম্বরগণকে প্রেরণ করেছেন। তিনি আমাদেরকে অঙ্গীকার পূরণ করা ও আমানত প্রত্যর্পণ করার শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি প্রতিমার পূজা করতে বারণ করেছেন এবং এক লা-শরীক আল্লাহর এবাদত করার নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা তাঁর সত্যতা স্বীকার করে নিয়েছি এবং আল্লাহর কালামে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি যা কিছু নিয়ে আমাদের কাছে এসেছেন, তা আল্লাহতায়ালার পক্ষ থেকেই। আমরা যখন এসব বিষয়কে সত্য বলে মেনে নিলাম, তখন আমাদের স্বজাতির প্রভাবশালী ব্যক্তিরা আমাদের ঘোর শত্রু হয়ে গেল। তারা এই সত্য নবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে উঠে পড়ে লাগল। এমন কি, তারা তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করল। তারা চায় আমরা তাদের মত প্রতিমাদের এবাদত করি। কিন্তু আমরা কখনও তা করব না। আমরা নিজেদের ধর্ম ও প্রাণের হেফাযতের খাতিরে তাদের কাছ থেকে পলায়ন করে আপনার কাছে এসেছি।

সম্রাট বললেন, সৃষ্টিকর্তার শপথ, এই ধর্ম সেই আলোক বর্তিকা থেকেই নির্গত হয়েছে বলে মনে হচ্ছে, যা থেকে মূসার (আঃ) ধর্ম নির্গত হয়েছিল।

হযরত জা'ফর বললেন, অভিবাদনের বিষয় সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য এই যে, আমাদের নবী (সাঃ) বলেছেন যে, জান্নাতীদের অভিবাদন হচ্ছে "আসসালামু আলাইকুম"। আমাদেরও তিনি এই আদেশই দিয়েছেন। আমরা পরস্পরে যেভাবে অভিবাদন করি, আপনাকেও সেভাবেই করেছি। আর হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহতায়ালার বান্দা ও তাঁর রসূল, আল্লাহর কলেমা, যা মরিয়মকে অর্পিত হয়েছে। তিনি আল্লাহর রুহ এবং কুমারী মাতার পুত্ররত্ন।

এ কথা শুনে সম্রাট মাটির দিকে হাত প্রসারিত করে একটি তৃণখন্ড হাতে তুললেন এবং বললেন,

সৃষ্টিকর্তার শপথ! এই পরিচিতি ছাড়া মরিয়ম-তনয় এই তৃণখণ্ডের মতও বেশী কিছু নন।

এই উক্তি শুনে সভাসদরা বলল, আবিসিনিয়ার জনসাধারণ আপনার এই উক্তি শুনলে আপনাকে গদিচ্যুত করবে।

সম্রাট বললেন, সৃষ্টিকর্তার কসম, এছাড়া ঈসা (আঃ) সম্পর্কে আমি কখনও কোন কথা বলব না।

অতঃপর সম্রাট বললেন, আমর ইবনে আসের উপঢৌকন ফিরিয়ে দাও। এ সম্পর্কে সে যদি আমাকে স্বর্ণের পাহাড়ও ঘুষ প্রদান করে, আমি তা কবুল করব না।

এরপর সম্রাট হযরত জা'ফর ও তাঁর সঙ্গীগণকে বললেন, তোমরা এখানে নিশ্চিন্তে বসবাস কর। তিনি তাদের জন্যে উপযুক্ত রুযী-রোযগারের ব্যবস্থা করারও আদেশ দিলেন এবং বললেন, যে তাদেরকে অন্যায় দৃষ্টিতে দেখবে, সে আমার নাফরমানী করার শাস্তি পাওয়ার উপযুক্ত বিবেচিত হবে।

সম্রাট নাজ্জাশীর কাছে আসার পূর্বে আল্লাহতায়ালা আমর ইবনে আস ও আম্মারার মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। এরপর তারা যখন সম্রাটের কাছে পৌঁছল, তখন পরস্পরে সন্ধি করে নিল, যাতে অভীষ্ট কাজ অর্থাৎ মুসলমানদেরকে ফিরিয়ে নেয়া পূর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু তারা যখন উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হল, তখন শত্রুতা পূর্বের তুলনায় আরও বড় হয়ে মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। আমর চক্রান্তের ছলে আম্মারাকে বলল ঃ আম্মারা! তুমি সুন্দর, সুপুরুষ ও সুঠামদেহী। তুমি সম্রাটের পত্নীর কাছে যাও। সম্রাট যখন বাইরে চলে আসেন, তখন তাঁর পত্নীর সাথে আমাদের ব্যাপারটি নিয়ে আলাপ-আলোচনা কর। এটা আমাদের উদ্দেশ্য সাধনে সহায়ক হতে পারে। সেমতে আম্মারা সরল মনে সম্রাটের পত্নীর সাথে যোগাযোগ করল এবং শেষ পর্যন্ত তার কাছে পৌঁছে গেল। এদিকে আমর সম্রাটের কাছে এসে বলল ঃ আমার সঙ্গী অত্যন্ত নারী পাগল। সে আপনার পত্নীর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেছে। আপনি এর সত্যাসত্য তদন্ত করুন।

সম্রাট দেখার জন্যে একজনকে প্রেরণ করলেন। সে আম্মারাকে সম্রাটের পত্নীর কাছে পেল। এরপর শাস্তির পালা। আম্মারাকে গ্রেফতার করা হল এবং সম্রাটের নির্দেশে তার পুরুষাঙ্গে বাতাস ভরে দেয়া হল। অতঃপর তাকে এক দ্বীপে নির্বাসিত করা হল। সেখানে সে উন্মাদ অবস্থায় জংলী মানুষদের সাথে বসবাস করতে লাগল। আমর একা মক্কায় ফিরে এল। আল্লাহতায়ালা এভাবে তাদের সফরকে ব্যর্থ করে দিলেন। ফলে কোরায়শদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল না।

বায়হাকী ইবনে মসউদ, আবূ মূসা আশাআরী ও উম্মে ছালামাহ্ থেকেও এ ঘটনা পূর্ববৎ রেওয়ায়েত করেছেন।

চুক্তি পত্রের ঘটনায় প্রকাশিত মোজেযা

বায়হাকী ও আবূ নয়ীম মূসা ইবনে ওকবার তরিকায় যুহরী থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, উপরোক্ত ব্যর্থতার পর মুসলমানদের উপর কোরায়শদের নির্যাতনের মাত্রা অনেকগুণ বেড়ে গেল। তারা যখন জানতে পারল যে, আবিসিনিয়া সম্রাট নাজ্জাশী মুসলমানদেরকে অত্যন্ত সম্মান সহকারে গ্রহণ করেছেন এবং আপন রাজ্যে সুখে শান্তিতে বসবাস করার অনুমতি দিয়েছেন, তখন কোরায়শ নেতৃবৃন্দ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে প্রকাশ্যে হত্যা করার প্রশ্নে একমত হয়ে গেল। আবূ তালেব তাদের তৎপরতা লক্ষ্য করে চিন্তিত হলেন। তিনি বনী-আবদুল মুত্তালিবকে সমবেত করে আদেশ দিলেন – তারা যেন নবী করীম (সাঃ)-কে নিজেদের হেফাজতে রাখে এবং যারা তাঁকে হত্যা করার ইচ্ছা করে, তাদেরকে প্রতিহত করে। সে মতে বনী আবদুল মুত্তালিবের মুমিন ও কাফের নির্বিশেষে সকলেই এ ব্যাপারে একমত হয়ে গেল। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হেফাযতে বনী-আবদুল মুত্তালিবের ঐকমত্যের সংবাদ অবগত হয়ে কোরায়শরা সকলেই এক সমাবেশে একত্রিত হল এবং সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব পাস করল যে, বনী-আবদুল মুত্তালিবের সাথে উঠাবসা ও লেনদেন সম্পূর্ণরূপে বর্জন করতে হবে। তাদেরকে কারও গৃহে আসতে দেয়া হবে না যে পর্যন্ত তারা মোহাম্মদকে আমাদের হাতে সমর্পণ না করে। তারা একটি অঙ্গীকারনামা লিখে এ মর্মে প্রতিজ্ঞা করে যে, বনী-হাশেমের সাথে কখনও সন্ধি করা হবে না।

সে মতে বনী হাশেম নিজেদের ঘাটিতে তিন বছর পর্যন্ত অন্তরীণ অবস্থায় ভীষণ দুঃখ-কষ্টের মধ্যে দিনাতিপাত করতে বাধ্য হন। কোরায়শরা বনী-হাশেমের বাজারে আসা-যাওয়া বন্ধ করে দেয়। বাহির থেকে কোন খাদ্য-সামগ্রী মক্কায় এলে কোরায়শরা অগ্রণী হয়ে সেগুলো কিনে নিতে থাকে। তিন বছর পর কোরায়শদের মধ্য থেকে বনী-আবদে মানাফ, বনী-কুছাই এবং বনী-হাশেমের কোরায়শী আত্মীয়বর্গ বুঝতে সক্ষম হয় যে, সত্যকে উপেক্ষা করে বনী-আবদুল মোত্তালেবের

সাথে অন্যায় ও অবিচার করা হয়েছে। সে মতে তারা সম্মিলিত চুক্তি ভঙ্গ করার ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌছে।

এদিকে কা'বা গৃহের ছাদে ঝুলন্ত কোরায়শদের অঙ্গীকারনামাটিতে আল্লাহতায়ালার নির্দেশে উইপোকা লেগে যায়। পোকার আক্রমণে অঙ্গীকারের মূলপাঠটুকু নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আল্লাহতায়ালার "আসমায়ে হুসনা' (সুন্দর নামাবলী) ছাড়া দস্তাবেজে আর কিছু অবশিষ্ট ছিল না। দস্তাবেজের এই দুর্দশা সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা তাঁর রসূলকে অবহিত করলেন। নবী করীম (সাঃ) এ সম্পর্কে আবূ তালেবকে অবহিত করলেন। এই তথ্য অবগত হয়ে আবূ তালেব বললেনঃ তারকারাজির কসম, তুমি মিথ্যা বলনি। অতঃপর আবূ তালেব বনী-মুত্তালিবের কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে মসজিদে হারামে পৌছলেন। মসজিদটি তখন কোরায়শদের দ্বারা জমজমাট ছিল। তারা যখন আবূ তালেবকে সদলে আসতে দেখল, তখন তারা মনে করল যে, বিপদাপদে অতীষ্ট হয়েই নতি স্বীকার করতে আসছে। সে মতে তারা অগ্রসর হয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সমর্পণ করার দাবী জানাল। আবূ তালেব বললেনঃ তোমরা ইতিমধ্যে অনেক কিছু করেছ। আমরা সেগুলো উল্লেখ করব না। তবে তোমাদের লিখিত দস্তাবেজটি নিয়ে আস। সম্ভবতঃ সেটা আমাদের পরস্পরের মধ্যে সন্ধির কারণ হয়ে যাবে। সেমতে তারা গর্বভরে দস্তাবেজটি নিয়ে এল। তাদের এ ব্যাপারে কোন সন্দেহই ছিল না যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে তাদের হাতে সমর্পণ করা হবে। দস্তাবেজটি এনে সকলের মাঝখানে রেখে দেয়া হল।

আবূ তালেব বললেনঃ আমি তোমাদেরকে একটি বিষয় সম্পর্কে অবহিত করতে এসেছি। এতে তোমাদের জন্যে ইনছাফ রয়েছে। আমার ভাতিজা কখনও ভুল তথ্য পরিবেশন করে না— একথা সকলের জানা। সে আমাকে জানিয়েছে যে, যে দস্তাবেজটি তোমাদের কাছে রয়েছে, আল্লাহ তায়ালা সেটি থেকে মুক্ত। তিনি দস্তাবেজ থেকে নিজের নাম ছাড়া সবকিছু মিটিয়ে দিয়েছেন। যদি আমার ভাতিজার কথা সত্য হয়, তবে জেনে রাখ, তাঁকে কখনও তেমাদের হাতে সমর্পণ করা হবে না যে পর্যন্ত আমরা সকলেই মরে না যাই। আর যদি তাঁর কথা ভ্রান্ত হয়, তবে তাঁকে তোমাদের হাতে সমর্পণ করা হবে। এরপর ইচ্ছা করলে তাঁকে হত্যা করবে এবং ইচ্ছা করলে জীবিত রাখবে।

আবূ তালেবের একথা শুনে সকলেই সমস্বরে বললঃ আমরা এতে রাযী। অবশেষে দস্তাবেজটি খোলা হলে দেখা গেল রসূলে করীম (সাঃ)-এর কথাই সত্য। এই বেগতিক পরিস্থিতি দেখে কোরায়শা বলে উঠলঃ এটা নিছক মোহাম্মদের যাদু। আবূ তালেব বললঃ মিথ্যা বর্ণনা ও যাদু আমাদের ছাড়া অন্যদের জন্যে সমীচীন। আমরা ভাল করেই জানি যে, তোমরা আমাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের ব্যাপারে যে ঐকমত্যে পৌছেছিলে, সেটাই ছিল জঘন্য শয়তানী এবং যাদুর অধিক নিকটবর্তী। তোমরা যাদুতে ঐকমত্য না করলে এই দস্তাবেজ বিনষ্ট হত না। কারণ, এটা তোমাদেরই হাতে ছিল। এখন নিজেরাই মীমংসা কর যাদুকর আমরা, না তোমরা? এ সময় আবদে মানাফ ও বনী কুছাই-এর একদল লোক বলে উঠলঃ আমরা সকলেই এই দস্তাবেজ থেকে মুক্ত। এরপর বনী- আবদুল মোত্তালেব ও রসূলুল্লাহ (সাঃ) ঘাটি থেকে বের হয়ে পড়লেন এবং সকলের সাথে বসবাস ও মেলামিশা শুরু করলেন।

ইবনে সা'দ মোহাম্মদ ইবনে ওমরের তরিকায় হাকাম ইবনে কাসেম, যাকারিয়া এবং জনৈক কোরায়শী শায়খ থেকে বর্ণনা করেন যে, কোরায়শরা দস্তাবেজ লেখার পর তিনবছর অতিবাহিত হয়ে গেলে আল্লাহতায়ালা তাঁর নবীকে অবগত করলেন যে, দস্তাবেজে লিখিত জুলুম ও বাড়াবাড়ির কথাগুলো উঁইপোকায় খেয়ে ফেলেছে এবং কেবল আল্লাহর নাম অবশিষ্ট রয়েছে। হুযূর (সাঃ) আবূ তালেবকে একথা জানালেন। আবূ তালেব বললেন, ভাতিজা! তুমি কখনও অসত্য কথা বলনি। এরপর তিনি কোরায়শদের কাছে যেয়ে এ বিষয়ে তাদেরকে অবহিত করলেন। দস্তাবেজটি আনা হলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) যেমন বলেছিলেন, তেমনি পাওয়া গেল। দস্তাবেজটি কোরায়শদের হাত থেকে পড়ে গেল। লজ্জায় তাদের মাথা হেট হয়ে গেল। তখন আবূ তালেব বললেন, কোরায়শ সম্প্রদায়! কেন আমাদেরকে বাধা প্রদান ও অন্তরীণ রাখা হয়? এখন প্রকৃত অবস্থা দিবালোকের মত ফুটে উঠেছে। আসলে তোমরাই আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী, জুলুম ও অন্যায়কারী।

ইবনে আব্বাস, আছেম ইবনে ওমর, আবূ বকর ইবনে আবদুর রহমান, ওছমান ইবনে আবী সোলায়মান সকলেই বর্ণনা করেন যে, যখন কোরায়শরা জানতে পারল যে, নাজ্জাসী হযরত জা'ফর ও তাঁর সঙ্গীদের সাথে অত্যন্ত সহানুভূতি পূর্ণ আচরণ করেছেন এবং তাদেরকে স্বসম্মানে গ্রহণ করেছেন, তখন ওদের প্রতিহিংসা বহুগুণে বেড়ে গেল। তারা বনী-হাশেমের বিরুদ্ধে এই মর্মে একটি দস্তাবেজ লিপিবদ্ধ করল যে, বনী-হাশেমের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ করা হল, কেনাবেচা বন্ধ করা হল এবং সকল প্রকার মেলামিশা মওকুফ করা হল। এই দস্তাবেজের লেখক ছিল মনছুর ইবনে ইকরামা আবদে রাই। দস্তাবেজটি বায়তুল্লাহর মাঝখানে ঝুলিয়ে রাখল। নবুওয়তের সপ্তম সালে মহররমের শুরুভাগে বনী হাশেম আবূ তালেবের ঘাটি নামক একটি সংকীর্ণ উপত্যকায় অন্তরীণ হয়ে গেল। কোরায়শরা তাদের কাছে যাতায়াতকারী ও বাণিজ্যিক কাফেলার সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিল। কেবল হজ্বের মওসুমেই তারা ঘাটি থেকে বের হতে পারত। ফলে তাদেরকে ভীষণ-দুঃখ কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়। কোরায়শদের কারও কারও কাছে এই কার্যক্রম অসহনীয় ঠেকে। তারা পরস্পরে বলাবলি করত, দেখ! মনছুর ইবনে ইকরামা এই অপকর্মের কারণে কেমন বিপদে পড়েছে।

বনী-হাশেম দীর্ঘ তিনবছর কাল ঘাটিতে অবস্থান করল। এরপর আল্লাহতায়ালা স্বীয় নবীকে দস্তাবেজের জীর্ণ দশা সম্পর্কে অবগত করলেন; আরও জানালেন যে, দস্তাবেজের মূল অংশটুকু উঁইপোকায় খেয়ে ফেলেছে। কেবল আল্লাহতায়ালার নাম বাকী রয়ে গেছে।

ইবনে সা'দ ইকরামা ও মোহাম্মদ ইবনে আলী থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, আল্লাহতায়ালা দস্তাবেজের উপর একটি পোকা চড়াও করে দেন, যে আল্লাহর নাম ছাড়া সবকিছু খেয়ে ফেলে। এক রেওয়ায়েতে আছে কেবল بِاسْمِكَ اللّٰهُمَّ (তোমার নামে হে আল্লাহ্) বাক্যটাই শুধু অবশিষ্ট থাকে।

ইবনে আসাকির যুবায়র ইবনে বাক্কার থেকে বর্ণনা করেন যে, আবূ তালেব এই দস্তাবেজ সম্পর্কে এই কবিতা বলেনঃ

"তোমরা জান না যে, দস্তাবেজ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে।
আল্লাহ যা পছন্দ করেন না, তা বিনষ্টই হয়।"

আবূ নয়ীম ওছমান ইবনে আবী সোলায়মান থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, এই দস্তাবেজের লেখক ছিল মনছুর ইবনে ইকরামা আবদে রাই। তার হাত অবশ হয়ে সম্পূর্ণ শুকিয়ে যায়। তার হাত দ্বারা কোন কাজ করা সম্ভবপর ছিল না। কোরায়শরা বলাবলি করত যে, তারা বনী হাশেমের সাথে যে আচরণ করেছে, তা নিশ্চিতরূপেই জুলুম ও অন্যায়। মনছুরের দুর্দশার কারণ এটাই।

মেরাজের ঘটনা

আল্লাহতায়ালা এরশাদ করেনঃ

سُبْحَانَ الَّذِىْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَى الَّذِىْ بَارَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ

ঃ পবিত্র ও মহিমান্বিত তিনি, যিনি তাঁর বান্দাকে তাঁর নিদর্শনাবলী দেখানোর জন্যে রাত্রিকালে ভ্রমণ করালেন মসজিদুল-হারাম থেকে মসজিদুল-আকসা পর্যন্ত যাকে আমি করেছি বরকতময়। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

ইমাম সুয়ূতী বলেন, মে'রাজ প্রসঙ্গে বহু সংখ্যক সাহাবী থেকে বিশদ আকারে ও সংক্ষেপে অনেক রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। সাহাবীগণের মধ্যে রয়েছেন হযরত আনাস ইবনে মালেক, উবাই ইবনে কা'ব, বুরায়দা, জাবের ইবনে আবদুল্লাহ,

হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান, সামুরা ইবনে জুনদুব, সহল ইবনে সা'দ, শাদ্দাদ ইবনে আওস, ছোহায়ব, আবদুল্লাহ ইবনে-আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, ইবনে আমর, ইবনে মসউদ, আবদুল্লাহ ইবনে আসআদ যুরারাহ, আবদুর রহমান ইবনে কুরয, আলী ইবনে আবী তালেব, ওমর ইবনে খাত্তাব, মালেক ইবনে ছা'ছায়া, আবূ ওমামা, আবূ আইউব আনছারী, আবূ হাইয়ান, আবুল হামরা, আবূ যর, আবূ সায়ীদ খুদরী, আবূ সুফিয়ান, ইবনে হরব, আবূ লায়লা আনসারী, আবূ হুরায়রা, আয়েশা, আসমা, উম্মে হানী ও উম্মে সালমা (রাঃ)।

নিম্নে আমি সবগুলো রেওয়ায়েত ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করব।

মুসলিম ছাবেত বানানীর তরিকায় হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, আমার কাছে বোরাক আনা হল। এটি ছিল একটি সাদা লম্বা গাধার চেয়ে বড় এবং খচ্চর অপেক্ষা ছোট চতুষ্পদ জন্তু। এর পা দৃষ্টিসীমায় পতিত হত। এতে সওয়ার হয়ে আমি বায়তুল-মোকাদ্দাসে পৌঁছলাম। যে বৃত্তে পয়গাম্বরগণ সওয়ারী বাঁধতেন, আমিও সেখানে সওয়ারী বেঁধে ভিতরে গেলাম। অতঃপর দু'রাকআত নামায পড়ে বাইরে এলাম। জিবরাঈল এক পাত্রে শরাব এবং এক পাত্রে দুধ নিয়ে এলেন। আমি দুধ পছন্দ করলাম। জিবরাঈল বললেন, আপনি ফিতরাৎ তথা স্বভাবধর্ম বেছে নিয়েছেন। এরপর তিনি আমাকে সওয়ার করিয়ে আকাশ পর্যন্ত নিয়ে গেলেন এবং দরজা খুলতে বললেন। ভিতর থেকে প্রশ্ন করা হল, কে?

জিবরাঈল জওয়াব দিলেন, জিবরাঈল। জিজ্ঞাসা করা হল, আপনার সঙ্গে কে? উত্তর হল, মোহাম্মদ। আবার জিজ্ঞাসা হল, তিনি কি আহূত হয়েছেন? জিবরাঈল বললেন হাঁ, তিনি আহূত হয়েছেন।

দরজা খোলা হলে হযরত আদম (আঃ)--এর সাথে সাক্ষাৎ হল। তিনি "মারহাবা" বললেন এবং শুভ কামনা করলেন। এরপর জিবরাঈল আমাকে দ্বিতীয় আকাশ পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। দরজা খুলতে বলা হলে জিজ্ঞাসা করা হল কে? জওয়াব দেয়া হল, জিবরাঈল। প্রশ্ন হল, আপনার সঙ্গে কে? উত্তরে বলা হল, মোহাম্মদ (সাঃ)। জিজ্ঞাসা করা হল, তাঁকে আসতে বলা হয়েছে কি? জিবরাঈল বললেন, হাঁ, তাঁকে আনার জন্যে আমি প্রেরিত হয়েছিলাম।

দরজা খোলা হলে দু'খালাত ভাই অর্থাৎ হযরত ঈসা (আঃ) ও হযরত এয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া (আঃ)-সাথে সাক্ষাৎ হল। তাঁরা উভয়েই মারহাবা বললেন এবং নেক দোয়া করলেন।

এরপর জিবরাঈল আমাকে তৃতীয় আকাশে নিয়ে গেলেন। সেখানেও পূর্ববৎ প্রশ্ন ও জওয়াব প্রদানের পর দরজা খোলা হলে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর সাথে

সাক্ষাৎ হল। আল্লাহতায়ালা তাঁকে গোটা রূপ সৌন্দর্যের অর্ধেকটাই দান করেছিলেন। তিনি মারহাবা বললেন এবং শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করলেন।

এরপর জিবরাঈল আমাকে চুতর্থ আকাশে নিয়ে গেলেন। সেখানে যথারীতি প্রশ্নোত্তরের পর দরজা খোলা হলে হযরত ইদরীস (আঃ)-এর সাথে মোলাকাত হল। তিনি আমাকে মারহাবা বললেন এবং নেক দোয়া দিলেন। আল্লাহ তায়ালা হযরত ইদরীস (আঃ) সম্পর্কে বলেছেন - وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا আমি তাঁকে সুউচ্চ স্থানে আসীন করেছি।

এরপর আমাকে পঞ্চম আকাশে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানেও একইরূপ প্রশ্নোত্তরের পর দরজা খোলা হলে হযরত হারুন (আঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। তিনি আমাকে মারহাবা বললেন এবং কল্যাণের দোয়া করলেন।

এরপর আমাকে ষষ্ঠ আকাশে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে যথারীতি সওয়াল জওয়াবের পর দরজা খোলা হলে আমি হযরত মূসা (আঃ)-এর যেয়ারত করলাম। তিনি আমাকে মারহাবা বললেন এবং নেকদোয়া করলেন।

এরপর আমাকে সপ্তম আকাশে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানেও পূর্ববৎ প্রশ্নোত্তরের পর দরজা খোলা হলে আমি হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে দেখতে পেলাম। তিনি বায়তুল মামূরে কোমর ঠেস দিয়ে উপবিষ্ট ছিলেন। বায়তুল-মামূরে প্রত্যেহ সত্তর হাজার ফেরেশতা এবাদত করার জন্যে প্রবেশ করে, যাদের পালা এরপর কখনও আসে না।

এরপর জিবরাঈল আমাকে সিদরাতুল-মুন্তাহায় নিয়ে গেলেন। এর পাতা হাতীর কানের মত দেখলাম এবং এর ফল ছিল বড় মটকার মত। আল্লাহতায়ালার নির্দেশ যখন বৃক্ষটিকে ঘিরে নিল, তখন সে এক অপরূপ সাজে সজ্জিত হয়ে গেল। কোন মানুষের সাধ্য নেই সেই সৌন্দর্য বর্ণনা করার। এরপর আল্লাহতায়ালা আমাকে যা দিবার ছিল, দিলেন। তিনি প্রতি দিবারাত্রিতে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করলেন। আমি যখন সেখান থেকে নেমে হযরত মূসা (আঃ)-এর কাছে এলাম, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার প্রতিপালক আপনার উম্মতের উপর কি ফরয করেছেন?

আমি বললাম, পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন।

তিনি বললেন, প্রতিপালকের কাছে যেয়ে আরও হ্রাস করার আবেদন করুন। কেন না আপনার উম্মতের এতটুকু সাধ্য নেই। আমি বনী-ইসরাঈলকে খুব পরীক্ষা করে দেখেছি।

সেমতে আমি প্রতিপালকের কাছে এলাম এবং বললাম, রব্বুল আলামিন! আমার উম্মতের জন্যে নামায আরও হ্রাস করুন। আল্লাহতায়ালা পাঁচ নামায কমিয়ে

দিলেন। আমি মূসা (আঃ)-এর কাছে ফিরে এলাম এবং পাঁচ নামায কমিয়ে দেয়ার কথা বললাম। তিনি বললেন, আপনার উম্মতের এতটুকু পালন করারও শক্তি নেই। আবার যেয়ে হ্রাস করার আবেদন করুন। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন, আমি বারবার এমনিভাবে আপন প্রতিপালক ও মূসা (আঃ)-এর কাছে আসা যাওয়া করলাম। অবশেষে আল্লাহ পাক এরশাদ করলেন, মোহাম্মদ! নামায পাঁচটিই দিবারাত্রির মধ্যে এবং প্রত্যেক নামাযের জন্যে দশ নামাযের ছোয়াব। ফলে সেই পঞ্চাশ নামাযই হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি সৎকাজের ইচ্ছা করবে, এরপর তা আমলে পরিণত করবে না, তার জন্যে একটি নেকী লেখা হবে। আর যে ইচ্ছা করার পর আমলেও পরিনত করে, সে দশটি নেকীর ছোয়াব পাবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মন্দ কর্মের কেবল ইচ্ছা করে- আমলে পরিণত করে না, তার কোন গোনাহ লেখা হবে না। আর যদি ইচ্ছা করার পর আমলেও পরিনত করে, তবে তার জন্যে একটি গোনাহ লেখা হবে। হুযুর (সাঃ) বলেন, এরপর আমি নেমে এলাম এবং হযরত মূসা (আঃ)-এর কাছে গেলাম। তাঁকে অবগত করা হলে তিনি বললেন, আবার প্রতিপালকের কাছে যেয়ে হ্রাস করার আবেদন করুন। আমি বললাম, আমি প্রতিপালকের কাছে অনেকবার গিয়েছি। এখন যেতে লজ্জা লাগছে।

বুখারী ও ইবনে জরীর হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, মে'রাজ রজনী পূর্বে রসূলে করীম (সাঃ)-এর কাছে তিন ব্যক্তি আগমন করে। তিনি তখন মসজিদে হারামে বিশ্রামরত ছিলেন। প্রথম ব্যক্তি বলল, এদের মধ্যে তিনি কে? দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল, এদের মধ্যে যে মাঝারি, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। তৃতীয় ব্যক্তি বলল, যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ, তাকে নিয়ে নাও। এ রাতে নবী করীম (সাঃ) তাদেরকে দেখলেন না। দ্বিতীয় রাতেও তারা এল। তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর চক্ষু নিদ্রিত ছিল; কিন্তু অন্তর নিদ্রিত ছিল না - সবকিছু দেখছিল। পয়গাম্বরগণের এটাই শান। তাঁদের চক্ষু নিদ্রিত হয় এবং অন্তর জাগ্রত থাকে।

আগন্তুকরা তাঁর সাথে কথা না বলে তাঁকে বহন করে যমযম কূপের কাছে নিয়ে এল। তাদের মধ্যে জিবরাঈল রসূলুল্লাহ (সাঃ) -এর ব্যাপারে কর্মকর্তা হলেন। তিনি তাঁর বক্ষ হাসুলী পর্যন্ত বিদীর্ণ করলেন এবং বক্ষ ও পেটের কাজ সমাপ্ত করলেন। জিবরাঈল আপন হাতে রসূলুল্লাহর (সাঃ)-এর হৃদপিণ্ড ও উদর যমযমের পানি দিয়ে ধৌত করলেন। এরপর ঈমান ও প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ থালা আনা হল। রসূলুল্লাহর (সাঃ) বক্ষ এগুলো দিয়ে পরিপূর্ণ করা হল। এমন কি, কণ্ঠনালীর রগও পরিপূর্ণ করা হল। এরপর বক্ষ সমান করে দেয়া হল। এরপর জিবরাঈল তাঁকে দুনিয়ার আকাশ পর্যন্ত নিয়ে গেলেন এবং এক দরজায় কড়া নাড়লেন। ভিতর থেকে জিজ্ঞাসা করা হল, কে? উত্তর হল, জিবরাঈল। দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করা হল, আপনার সঙ্গে কে? উত্তর হল, মোহাম্মদ। তৃতীয়বার প্রশ্ন করা হল, তাঁকে ডাকা

হয়েছে কি? জিবরাঈল বললেন, হাঁ, তাকে ডাকা হয়েছে। আকাশের বাসিন্দারা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে মারহাবা বললেন। তিনি দুনিয়ার আকাশে হযরত আদম (আঃ)-কে পেলেন। জিবরাঈল বললেন, ইনি হচ্ছেন আপনার পিতামহ আদম (আঃ)। হুযূর (সাঃ) তাঁকে সালাম করলেন। হযরত আদম সালামের জওয়াব দিয়ে বললেন, বৎস! মারহাবা। তুমি আমার সর্বোত্তম সন্তান।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) দুনিয়ার আকাশে দু'টি নহর প্রবাহিত হতে দেখলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, জিবরাঈল! এগুলো কেমন নহর? জিবরাঈল বললেন, এগুলো নীল ও ফোরাতের উৎস মূল।

এরপর জিবরাঈল তাঁকে আকাশে নিয়ে গেলেন। সেখানে তিনি একটি মোতি ও জমররদের প্রাসাদবিশিষ্ট নহর দেখলেন। তিনি নহরে হাত রেখে দেখলেন সেটি মেশ্‌ক এর সুগন্ধিযুক্ত। হুযূর (সাঃ) জিবরাঈলকে জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কি? জিবরাঈল বললেন, এটা কাওসার, যা আপনার প্রতিপালক আপনার জন্যে সুরক্ষিত করে রেখেছেন।

এরপর জিবরাঈল আমাকে দ্বিতীয় আকাশে নিয়ে গেলেন। এখানে পূর্ববৎ সওয়াল জওয়াব হল এবং সকলেই আমাকে মারহাবা বলল।

এরপর আমাকে তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম আকাশে নিয়ে যাওয়া হল। প্রত্যেক আকাশে পূর্ববৎ সওয়াল ও জওয়াব হওয়ার পর সকলেই আমাকে মারহাবা বলল। প্রত্যেক আকাশে পয়গাম্বরগণ বিদ্যমান ছিলেন। জিবরাঈল তাঁদের নাম বললেন এবং তাঁদের সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন।

এরপর রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে আরও উপরে নিয়ে যাওয়া হল, যার স্বরূপ আল্লাহতায়ালা ছাড়া কেউ জানে না। অবশেষে তিনি সিদরাতুল মুন্তাহায় উপনীত হলেন। অতঃপর রাবী পূর্ববৎ নামায ফরয হওয়ার কাহিনী উল্লেখ করেছেন।

ইমাম নাসায়ী এয়াযিদ ইবনে মালেক থেকে এবং তিনি আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, আমার কাছে গাধা অপেক্ষা বড় ও খচ্চর অপেক্ষা ছোট একটি চতুষ্পদ জন্তু আনা হল। সে আপন দৃষ্টিসীমার শেষপ্রান্তে পা ফেলে চলত। জিবরাঈল আমার সাথে এতে সওয়ার হলেন। এক জায়গায় পৌঁছে তিনি বললেন, নামুন এবং নামায পড়ুন। আমি নেমে নামায পড়লাম। জিবরাঈল বললেন, আপনি কোথায় নামায পড়লেন জানেন? আপনি তাইয়েবায় নামায পড়েছেন। এখানেই আপনাকে হিজরত করে আসতে হবে। এরপর চলার পথে জিবরাঈল আবার বললেন, নামুন এবং নামায পড়ুন। আমি নেমে নামায পড়লাম। জিবরাঈল বললেন, আপনি কোথায় নামায পড়েছেন জানেন? আপনি তূরে-সিনায় নামায পড়েছেন, যেখানে আল্লাহতায়ালা মূসা (আঃ)-এর সাথে বাক্যালাপ করেছিলেন। এরপর জিবরাইল বললেন, নামুন এবং নামায পড়ুন। আমি তাই করলাম। জিবরাঈল বললেন, আপনি কোথায় নামায পড়ছেন জানেন? আপনি বেথেলহামে নামায পড়েছেন। এখানে হযরত ঈসা (আঃ) জন্মগ্রহণ করেন।

এরপর আমি বায়তুল-মোকাদ্দাসে প্রবেশ করলাম। সেখানে আমার জন্যে পয়গাম্বরগণকে একত্রিত করা হয়েছিল। জিবরাঈল আমাকে অগ্রে বাড়িয়ে দিলেন। আমি সকলের ইমামতি করলাম। এরপর আমাকে দুনিয়ার আকাশ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে হযরত আদম (আঃ) ছিলেন। অতঃপর আমাকে দ্বিতীয় আকাশে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে দু'খালাত ভাই হযরত ঈসা ও হযরত এয়াহইয়া (আঃ) ছিলেন। এরপর জিবরাঈল আমাকে তৃতীয় আকাশে নিয়ে গেলেন। সেখানে ছিলেন হযরত ইউসূফ (আঃ)। এরপর আমি চতুর্থ আকাশে গেলাম। সেখানে হযরত হারূন (আঃ) ছিলেন। এরপর পঞ্চম আকাশে গেলাম। সেখানে ইদরীস (আঃ) ছিলেন। এরপর আমাকে ষষ্ঠ আকাশে নেয়া হয়। সেখানে হযরত মূসা (আঃ) ছিলেন। এরপর আমি সপ্তম আকাশে গেলাম। সেখানে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর দেখা পেলাম। এরপর জিবরাঈল আমাকে সপ্তম আকাশেরও ঊর্ধ্বে নিয়ে গেলেন এবং আমি সিদরাতুল মুন্তাহায় পৌঁছলাম। আমাকে হালকা মেঘমালায় ঘিরে নিল। আমি সিজদায় লুটিয়ে পড়লাম। আমাকে বলা হল, আমি আপনার উপর ও আপনার উম্মতের উপর পঞ্চাশ নামায ফরয করেছি আকাশ ও পৃথিবী সৃজনের দিনে। তাই আপনি এই আদেশের অনুবর্তী হোন এবং উম্মতকেও অনুবর্তী করুন। আমি মূসা (আঃ)-এর কাছে এলাম। তিনি জিজ্ঞাসা কললেন, আপনার প্রতিপালক আপনার উপর ও আপনার উম্মতের উপর কি ফরয করেছেন? আমি বললাম, পঞ্চাশ নামায ফরয করেছেন। হযরত মূসা (আঃ) বললেন, আপনার এবং আপনার উম্মতের মধ্যে এই ফরয পালন করার শক্তি নেই। কেননা, বনী ইসরাঈলের উপর কেবল দুই ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয়েছিল। তারা তা পালন করতে অসমর্থ হয়েছে। তাই বলি আপনি প্রতিপালকে কাছে যেয়ে আরও হালকা করার আবেদন করুন। আমি তাই করলাম এবং প্রতিবারে দশ দশটি করে হালকা করা হল। অবশেষে আল্লাহ রাব্বুল ইযযত বললেন, এই পাঁচ নামায দেয়া হল, যা পঞ্চাশের সমান। অতঃপর আমার বুঝতে বাকী রইল না যে, এই পাঁচ নামাযের আদেশ আল্লাহতায়ালার পক্ষ থেকে অকাট্য। সেমতে আমি আরও হালকা করার জন্যে গেলাম না।

উবাই ইবনে হাকেম এয়াযিদ ইবনে আবূ মালেকের তরিকায় আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, মে'রাজ রজনীতে জিবরাঈল গাধা অপেক্ষা বড় ও খচ্চর অপেক্ষা ছোট একটি চতুষ্পদ জন্তু নিয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর

কাছে আগমন করেন। জিবরাঈল তাঁকে তাতে সওয়ার করালেন। জন্তুটি আপন দৃষ্টিসীমার শেষ প্রান্তে পা ফেলে চলল। বায়তুল-মোকাদ্দাস পৌঁছে জিবরাঈল সেখানকার একটি পাথরে আঙ্গুলি ঢুকিয়ে ছিদ্র করলেন এবং জন্তুটি সেখানে বেঁধে রাখলেন। অতঃপর উভয়েই উপরে আরোহণ করলেন। আঙ্গিনায় পৌঁছে জিবরাঈল বললেন, মোহাম্মদ! আপনি প্রতিপালকের কাছে "হুরেঈন (জান্নাতের ডাগরচোখা হুর) দেখার আবেদন করেছেন কি? হুযূর (সাঃ) বললেন, হাঁ। জিবরাঈল বললেন, তা হলে তাদেরকে দেখার জন্যে চলুন এবং তাদের সাথে সালাম বিনিময় করুন। হুরগণ তখন ছখরার বাম দিকে উপবিষ্ট ছিলেন।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, আমি তাদের কাছে গেলাম এবং সালাম বিনিময় করলাম। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনারা কে? তারা জবাব দিলেন, আমরা "খায়রাত-হেসাতুন" (সুশীলা সুন্দরী রমণীগণ)। আমরা সৎকর্মপরায়ণ ও পূতপবিত্র লোকগণের পত্নী। আমরা সর্বক্ষণ তাদের সঙ্গে থাকব- কখনও বিচ্ছিন্ন হব না। আমরা অনন্তকাল জীবিত থাকব - কখনও আমাদের মৃত্যু হবে না। অতঃপর আমি সেখান থেকে ফিরে এলাম। কিছুক্ষণ পরেই বহুলোক সমবেত হয়ে গেল। তাদের একজনে আযান দিলেন এবং একামত বললেন। আমরা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ইমামের অপেক্ষায় রইলাম। জিবরাঈল আমাকে হাত ধরে অগ্রে বাড়িয়ে দিলেন। আমি সবাইকে নামায পড়ালাম। নামাযান্তে জিবরাঈল বললেন, মোহাম্মদ! আপনার পিছনে কারা নামায পড়েছেন জানেন? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, আল্লাহতায়ালা যত পয়গাম্বর প্রেরণ করেছেন, তাঁরা সকলেই আপনার পিছনে নামায আদায় করেছেন।

এরপর জিবরাঈল আমাকে হাত ধরে আকাশ পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। দরজায় পৌঁছলে ভিতর থেকে প্রশ্ন করা হল, কে? উত্তর হল, জিবরাঈল। জিজ্ঞাসা করা হল, আপনার সঙ্গে কে? উত্তর হল, মোহাম্মদ (সাঃ)। আবার প্রশ্ন হল, তাঁকে কি ডাকা হয়েছে? জিবরাঈল বললেন, হাঁ। অতঃপর দরজা খুলে দেয়া হল এবং বলা হল, আপনাকে এবং আপনার সঙ্গীকে মারহাবা। এই আকাশে ছিলেন হযরত আদম (আঃ)। জিবরাঈল বললেন, আপনি আপন পিতামহকে সালাম করবেন না? আমি বললাম, অবশ্যই। সেমতে আমি হযরত আদম (আঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে সালাম করলাম। তিনি আমার সালামের জবাব দিয়ে বললেন, সুসন্তান ও সৎ নবীকে মারহাবা। এরপর জিবরাঈল আমাকে দ্বিতীয় আকাশে নিয়ে গেলেন। সেখানেও পূর্ববৎ সওয়াল জওয়াব হল। এই আকাশে হযরত ঈসা ও এয়াহইয়া (আঃ) ছিলেন।

অতঃপর আমাকে তৃতীয় আকাশে নিয়ে যাওয়া হল। যথারীতি সওয়াল জওয়াবের পর দরজা খোলা হল। এখানে হযরত ইউসূফ (আঃ) ছিলেন। এরপর

আমাকে চতুর্থ আকাশে নেওয়া হল এবং পূর্ববৎ দরজা খোলা হল। এখানে হযরত ইদরীস (আঃ) ছিলেন। এরপর আমরা পঞ্চম আকাশে গেলাম। দরজা খোলার পর সেখানে হযরত হারুন (আঃ)-কে দেখা গেল। এরপর আমরা গেলাম ষষ্ঠ আকাশে। যথারীতি দরজা খোলার পর দেখা গেল সেখানে হযরত মূসা (আঃ) রয়েছেন। এরপর আমাকে সপ্তম আকাশে নিয়ে যাওয়া হল এবং পূর্ববৎ দরজা খোলা হল। সেখানে ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আঃ)। এরপর আমাকে সপ্তম আকাশের পৃষ্ঠদেশের দিকে নিয়ে যাওয়া হল। অবশেষে আমি এক নহরে পৌঁছলাম, যার তীরে ইয়াকূত, মোতি ও যমররদের তাঁবু ছিল। তাঁবুর উপর সবুজ পাখী ছিল। আমি খুব চমৎকার পাখী দেখলাম। আমি জিবরাঈলকে বললাম, কি চমৎকার এই পাখী! তিনি বললেন, মোহাম্মদ! যারা এই পাখী খাবে, তারা আরও চমৎকার। অতঃপর জিবরাঈল বললেন, আপনি জানেন এটা কোন্ নহর? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, এটা কাওসর, যা আপনার প্রতিপালক বিশেষভাবে আপনাকে দান করেছেন। এরপর আমি নহরে সোনা ও রূপার পাত্র দেখলাম। এগুলো ইয়াকূত ও যমররদের ফেনার উপর ভাসছিল। নহরের পানি দুধ অপেক্ষাও শুভ্র ছিল। আমি একটি পাত্র হাতে নিয়ে নহর থেকে পানি ভরে পান করলাম। পানি মধুর চেয়ে অধিক মিষ্টি এবং মেশকের চেয়ে অধিক সুগন্ধিযুক্ত ছিল। এরপর জিবরাঈল আমাকে শাজারাহ্ (বৃক্ষ) পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। সেখানে একটি মেঘখণ্ড আমাকে ঘিরে নিল। এতে সর্বপ্রকার রঙ-এর সমাহার ছিল। জিবরাঈল সেখানে নিয়ে যেয়ে আমাকে ছেড়ে দিলেন। আমি আল্লাহ পাকের সামনে সিজদায় লুটিয়ে পড়লাম। আল্লাহপাক আমাকে বললেন, মোহাম্মদ! আকাশ ও পৃথিবী সৃজনের দিন থেকে আমি আপনার উপর ও আপনার উম্মতের উপর পঞ্চাশ নামায ফরয করেছি। অতএব আপনিও এ আদেশের অনুবর্তী হোন এবং উম্মতকেও অনুবর্তী করুন। এরপর মেঘখণ্ড আমার থেকে সরে গেল। জিবরাঈল আমার হাত ধরলেন এবং আমি দ্রুতগতিতে সেখান থেকে ফিরে এলাম। হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর কাছে এলে তিনি আমাকে কিছুই বললেন না। এরপর আমি মূসা (আঃ)-এর কাছে এলাম। তিনি বললেন, আপনাকে কি বলা হল? আমি বললাম, আমার প্রতিপালক আমার ও আমার উম্মতের উপর পঞ্চাশ নামায ফরয করেছেন। হযরত মূসা (আঃ) বললেন, আপনি এবং আপনার উম্মত এই নামায আদায় করার শক্তি রাখে না। তাই প্রতিপালকের কাছে যেয়ে হালকা করার আবেদন করুন। আমি দ্রুতগতিতে শাজারাহ পর্যন্ত পৌঁছলাম। মেঘখণ্ড আমাকে ঘিরে নিল। আমি সিজদায় মাথা রেখে আরয করলাম, প্রতিপালক! আমাদের নামায হালকা করুন।

আল্লাহপাক বললেন, আমি দশ নামায হ্রাস করলাম। মেঘখণ্ড আবার সরে গেল। আমি মূসা (আঃ)-এর কাছে এলাম। বললাম, দশ নামায হ্রাস করা হয়েছে।

মূসা (আঃ) বললেন, আবার যেয়ে হালকা করার আবেদন করুন। এরপর রাবী শেষ পর্যন্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। অবশেষে আল্লাহ পাক বললেন, এই পাঁচ নামায দিলাম, যা পঞ্চাশ নামাযের সমান। এরপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিচে এসে গেলেন। হুযূর (সাঃ) জিবরাঈলকে বললেন, আকাশে আমি যার কাছ দিয়ে এসেছি, সেই আমাকে মারহাবা বলেছে এবং আমাকে দেখে হেসেছে। কিন্তু এক ব্যক্তিকে আমি সালাম করলে সে সালামের জবাব দিয়েছে এবং মারহাবা বলেছে, কিন্তু আমাকে দেখে হাসেনি। এই ব্যক্তি কে? জিবরাঈল বললেন, ইনি দোযখের দারোগা মালেক। দোযখ সৃষ্টির পর থেকে তিনি কখনও হাসেন না। কাউকে দেখে হাসলে আপনাকে দেখে অবশ্যই হাসতেন।

হুযূর (সাঃ) বলেন, এরপর আমি ফিরে আসার জন্যে বোরাকে সওয়ার হলাম। পথিমধ্যে কোরায়শদের একটি উটের কাফেলার কাছ দিয়ে আসা হল। কাফেলাটি খাদ্যশস্য বহন করছিল। একটি উটের পিঠে দু'টি বস্তা ছিল– একটি কাল, অপরটি সাদা। রসূলুল্লাহ (সাঃ) কাফেলার মুখোমুখি হলে সেই উটটি উত্তেজিত হয়ে পলায়ন করল। কিছুদূর ছুটে যেতেই হুচট খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল। ফলে উটের হাত পা ভেঙ্গে গেল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) সেখান থেকে চলে এলেন। তিনি ভোরবেলায় মে'রাজের এই ঘটনা ব্যক্ত করলেন। মুশরিকরা শুনে তৎক্ষণাৎ তা উড়িয়ে দিল। তারা হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর কাছে এসে বলল, তুমি চোখ বুজে মোহাম্মদের কথাবার্তা মেনে নাও, সত্যাসত্য যাচাই কর না। আজ সে বলে যে, গতরাতে এক মাসের পথ ভ্রমণ করে ফিরে এসেছে।

আবূ বকর (রাঃ) বললেন, যদি তিনি একথা বলে থাকেন, তবে সঠিক বলেছেন, আমরা তো তাঁর কাছ থেকে আরও দূরের কথাবার্তা শুনে বিশ্বাস করি, আকাশের খবরাদিতে আমরা তাঁর সত্যায়ন করে থাকি।

মুশরিকরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এসে বলল, আপনার কথার প্রমাণ কি? হুযূর (সাঃ) বললেন, তোমাদের একটি কাফেলার কাছ দিয়ে আমি আগমন করেছি। কাফেলাটি অমুক জায়গায় ছিল। কাফেলার উট আমাদের বোরাক দেখে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করতে থাকে। কাফেলার একটি উটের পিঠে দু'টি বস্তা ছিল, একটি কাল, অপরটি সাদা। হুচট খেয়ে মাটিতে পড়ে গেলে উটটির হাত পা ভেঙ্গে যায়। অতঃপর কাফেলাটি মক্কায় ফিরলে মুশরিকরা জিজ্ঞাসা করল। জবাবে কাফেলার লোকেরা তাই বলল, যা হুযূর (সাঃ) বলেছিলেন।

বলাবাহুল্য, হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর উপরোক্ত অকুণ্ঠ সমর্থনের কারণেই তিনি "ছিদ্দীক" (পরম সত্যায়নকারী) উপাধিতে ভূষিত হন।

মুশরিকরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করল, যে সকল পয়গাম্বরের সাথে আপনার সাক্ষাৎ হয়েছে, তাঁদের মধ্যে হযরত মূসা ও হযরত ঈশাও ছিলেন কি? হুযূর (সাঃ) বললেন, হাঁ, ছিলেন।

মুশরিকরা বলল, তাদের দেহাবয়ব বর্ণনা করুন। হুযূর (সাঃ) বললেন, হযরত মূসার (আঃ) শরীরের রঙ গোধূম। মনে হচ্ছিল যেন তিনি ইযদ গোত্রের একজন। হযরত ঈসা (আঃ) মাঝারি গড়নের এবং সোজা চুলবিশিষ্ট। তাঁর গাত্রবর্ণে লালিমার ঝলক আছে। মনে হয় যেন তাঁর দাড়ি থেকে মোতি ঝরে পড়ছে।

ইবনে জরীর, ইবনে মরদুওয়াইহি ও বায়হাকী আবদুর রহমান ইবনে হাশেমের তরিকায় হযরত আনাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, জিবরাঈল যখন নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে বোরাক নিয়ে আসেন, তখন বোরাক তার কান খাড়া করে নেয়। জিবরাঈল বললেন, বোরাক, শান্ত থাক। আজিকার মত মহান ব্যক্তি তোমার পিঠে কখনও সওয়ার হয়নি।

হুযূর (সাঃ) বোরাকে সওয়ার হয়ে রওয়ানা হলেন। হঠাৎ পথিপার্শ্বে এক বৃদ্ধাকে দেখতে পেয়ে জিবরাঈলকে জিজ্ঞাসা করলেন, সে কে? জিবরাঈল বললেন, আপনি চলুন তো। তিনি আল্লাহতায়ালার ইচ্ছানুযায়ী চললেন। হঠাৎ পথের এক পার্শ্ব থেকে এক বস্তু তাঁকে ডেকে বলল, মোহাম্মদ, আসুন। জিবরাঈল বললেন, আপনি চলতে থাকুন। তিনি আরও চললেন। অকস্মাৎ আল্লাহতায়ালার এক সৃষ্টি বলে উঠল, আসসালামু আলাইকা ইয়া আউয়ালু, আসসালামু আলাইকা ইয়া আখেরু। আসসালামু আলাইকা ইয়া হাশের।" জিবরাঈল বললেন, তাঁর সালামের জবাব দিন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) সালামের জবাব দিলেন। এরপর দ্বিতীয়বার ও তৃতীয়বার তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হল এবং প্রত্যেকবার অনুরূপভাবে সালাম করল। অবশেষে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বায়তুল-মোকাদ্দাসে পৌছলেন। সেখানে পানি, শরাব ও দুধ উপস্থিত ছিল। হুযূর (সাঃ) দুধ হাতে নিলেন এবং পান করলেন। জিবরাঈল বললেন, আপনি স্বভাবধর্ম বেছে নিয়েছেন। যদি আপনি পানি পান করতেন, তবে আপনার উম্মত ডুবে যেত। আর যদি শরাব পান করতেন, তবে আপনার উম্মত পথভ্রষ্ট হয়ে যেত। এরপর হুযূর (সাঃ)-এর জন্যে হযরত আদম (আঃ)সহ সকল পয়গাম্বরকে সমবেত করা হল। তিনি সে রাতে সকলের ইমামতি করলেন। এরপর জিবরাঈল বললেন, পথিমধ্যে যে বৃদ্ধার সাথে আপনার দেখা হয়েছিল, সে ছিল আল্লাহর দুশমন ইবলীস। তার উদ্দেশ্য ছিল আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করা। এ থেকে আরও বুঝতে হবে যে, দুনিয়ার আয়ুষ্কাল এখন এই বৃদ্ধার আয়ুষ্কাল পরিমাণই বাকী রয়ে গেছে। পথিমধ্যে যারা আপনাকে সালাম করেছেন, তারা হলেন হযরত ইবরাহীম, মূসা ও ঈসা (আঃ)।

আহমদ, ইবনে জরীর, তিরমিযী, বায়হাকী ও আবূ নয়ীম, আবূ কাতাদাহ থেকে এবং তিনি হযরত আনাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, মে'রাজের রাত্রিতে নবী করীম (সাঃ)-এর খেদমতে একটি বোরাক আনা হয়। তার উপর জ্বিন আটা ছিল এবং লাগাম ছিল। বোরাক ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে লাগল। জিবরাঈল তাকে

বললেন, হে বোরাক! তুমি মোহাম্মদ (সাঃ)-এর সামনে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করছ? আল্লাহর কাছে তাঁর চেয়ে মহানতম ব্যক্তি কখনও তোমার উপর সওয়ার হয়নি। একথা শুনে বোরাক ঘামে পানি পানি হয়ে গেল।

আহমদ ও আবূ দাউদ আবদুর রহমান ইবনে জুবায়র থেকে এবং তিনি হযরত আনাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, মে'রাজে আমি এমন একদল লোকের কাছ দিয়ে গেলাম, যাদের নখ ছিল তামার। তারা এই নখ দিয়ে আপন মুখমণ্ডল ও বক্ষ আঁচড়াচ্ছিল। আমি জিবরাঈলকে জিজ্ঞাসা করলাম, এরা কারা? তিনি বললেন, এরা সেই সব লোক, যারা মানুষের গোশত খায়; অর্থাৎ একে অপরের গীবত করে এবং একে অপরের মানহানি করে।

ইবনে মরদুওয়াইহি, কাতাদাহ, সোলায়মান তায়মী, ছুমামা ও আলী ইবনে যায়দ থেকে হযরত আনাস (রাঃ)-এর তরিকায় রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, মে'রাজের রাত্রিতে আমি এমন লোকদের দেখা পেলাম, যাদের ঠোঁট কাঁচি দিয়ে কাটা হচ্ছিল। যখনই ঠোঁট কাটা হত, তখনই আবার পূর্ববৎ হয়ে যেত। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, জিবরাঈল! এরা কারা? তিনি বললেন, এরা আপনার উম্মতের বক্তা, যারা এমন বিষয় বয়ান করে, যা নিজেরা আমলে আনে না।

ইবনেমাজা, তিরমিযী, ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে মরদুওয়াইহি হযরত আনাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, মেরাজের রাত্রিতে আমি জান্নাতের দরজায় লিখিত দেখেছি- দান খয়রাতের দশগুণ এবং কর্জের আঠারো গুণ ছওয়াব। আমি জিবরাঈলকে জিজ্ঞাসা করলাম, কর্জ দান-খয়রাত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হওয়ার কারণ কি? তিনি বললেন, কেন না, দান খয়রাতে সওয়ালকারী নিজের কাছে মাল থাকা অবস্থায়ও সওয়াল করে। আর কর্জগ্রহণকারী একান্ত প্রয়োজনেই কর্জ গ্রহণ করে।

ইবনে মরদুওয়াইহি হযরত আনাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) সিদরাতুল-মুনতাহায় পৌঁছে স্বর্ণের পতঙ্গ দেখতে পান, যেগুলো সিদরাতুল-মুনতাহাতে লেপ্টে ছিল।

ইবনে মরদুওয়াইহি আবূ হাশেম থেকে হযরত আনাস (রাঃ)--এর তরিকায় রেওয়ায়েত করেছেন যে, মে'রাজের সময় রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খোশবু নববধূর মত; বরং আরও বেশি পবিত্র ছিল।

বাযযার কাতাদাহর তরিকায় হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (সাঃ) মে'রাজে স্বীয় প্রতিপালককে দেখেছেন।

ইবনে সা'দ ইবনে মরদুওয়াইহি, ইবনে আসাকির, বাযযার, হারেছ ইবনে ওবায়দ ও আবূ এমরান জওফী থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, রসূলুল্লাহ বলেছেন

- আমি নিদ্রিত ছিলাম, এমন সময় জিবরাঈল এসে আমার স্কন্ধদ্বয়ের মাঝখানে চাপ দিলেন। এরপর আমি বৃক্ষের দিকে উঠে এলাম। সেখানে পাখীর দু'বাসার মত জায়গা ছিল। একটিতে আমি এবং অপরটিতে জিবরাঈল বসে গেলেন। আমরা উঁচু থেকে উঁচুতে যেতে লাগলাম। অবশেষে আকাশ ও পৃথিবীর প্রান্তে চলে গেলাম। আমি চতুর্দিকে দৃষ্টি ফিরাচ্ছিলাম। আমি ইচ্ছা করলে আকাশ স্পর্শ করতে পারতাম। জিবরাঈলকে দেখলাম তিনি জড়সড় হয়ে বসে আছেন। আল্লাহ সম্পর্কে তার অপরিসীম জ্ঞানই তাঁকে এরূপ করতে বাধ্য করেছিল। এই অবস্থায় আমি তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় পেলাম। আমার জন্যে আকাশের একটি দ্বার উন্মুক্ত করা হলে অকস্মাৎ একটি বিরাট নূর দেখতে পেলাম। পর্দার অপর পারে মোতি ও ইয়াকূত নির্মিত একটি রফ্‌রফ্‌ ছিল। অতঃপর আল্লাহতায়ালা আমার প্রতি যা ওহী করার ওহী করলেন।

ইমাম বায়হাকী বলেন, হারেছ ইবনে ওবায়দ এমনিভাবে রেওয়ায়েত করেছেন। এ রেওয়ায়েতটি হাম্মাদ ইবনে সালামাহ আবূ এমরান জওফীর মধ্যস্থতায় মোহাম্মদ ইবনে ওমায়র থেকে এভাবে বর্ণনা করেছেন- নবী করীম (সাঃ) সাহাবায়ে-কেরামের একটি দলের মধ্যে বিরাজমান ছিলেন। এমন সময় জিবরাঈল এসে তাঁর পিঠে অঙ্গুলি রাখলেন। অতঃপর তাঁকে এক বৃক্ষের দিকে নিয়ে গেলেন। সেখানে পাখীর বাসার মত দু'টি আসন ছিল। হুযূর (সাঃ) বলেন, আমি একটিতে ও জিবরাঈল অপরটিতে বসে গেলেন। বৃক্ষটি আমাদের নিয়ে দৌড় দিল। অবশেষে আমি আকাশের প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছে গেলাম। আমি হাত বাড়ালে আকাশকে স্পর্শ করতে পারতাম। একটি রশি ঝুলানো হল এবং নূর নিচে নেমে এল। জিবরাঈল অজ্ঞান হয়ে গেলেন। তিনি স্বস্থানেই ছিলেন; কিন্তু কোন অনুভূতি ও নড়াচড়া ছিল না। আমার যতটুকু আল্লাহর ভয় ছিল, আমি তদ্বারা জিবরাঈলের খোদাভীতির শ্রেষ্ঠত্ব অনুমান করতে পারলাম। তখন আমার কাছে ওহী এল যে, বাদশাহর নবী, না আবদের নবী? জিবরাঈল শায়িত অবস্থায় আমার দিকে বিনয় করার ইশারা করলেন। আমি আরয করলাম, না; বরং আমি আবদের নবী।

শায়খ এমাদুদ্দীন ইবনে কাছির বলেন, এটা মে'রাজের ঘটনা নয়; বরং অন্য এক রাতের ঘটনা।

ইবনে মরদুওয়াইহি ওবায়দ ইবনে ওমায়রের তরিকায় উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেছেন - মে'রাজের রাত্রিতে আমি শুভ্র মোতিনির্মিত জান্নাত দেখেছি। আমি জিবরাঈলকে বললাম, মানুষ আমাকে জান্নাত সম্পর্কে প্রশ্ন করবে। জিবরাঈল বললেন, আপনি তাদেরকে বলে দিবেন যে, জান্নাতের ভূমি বিস্তীর্ণ সমতল এবং এর মাটি মেশক।

ইবনে মরদুওয়াইহি কাতাদাহ্র তরিকায় মুজাহিদ, ইবনে আব্বাস ও উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, মে'রাজ রজনীতে আমি পবিত্র সুগন্ধি অনুভব করে জিবরাঈলকে জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কিসের সুগন্ধি? তিনি বললেন, এটা হচ্ছে চিরুনীকারিনী, তার স্বামী ও তার কন্যার সুগন্ধি। এই চিরুনীকারিনী ফেরাউনের কন্যার চিরুনী করছিল। এমন সময় চিরুনী তার হাত থেকে পড়ে গেল। সে বলল, ফেরাউন ধ্বংস হোক। ফেরাউনের কন্যা এই ধৃষ্টতা সম্পর্কে তার পিতাকে অবহিত করলে সে চিরুনীকারিনীকে হত্যা করল।

তিরমিযী, হাকেম, আবূ নয়ীম, ইবনে মরদুওয়াইহ ও বাযযার হযরত বুরায়দা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন - মে'রাজ রজনীতে জিবরাঈল বায়তুল-মোকাদ্দাসস্থিত পাথরের কাছে আসেন এবং তাতে অঙ্গুলি রেখে ছিদ্র করে দেন। অতঃপর সেই পাথরে বোরাক বেঁধে রাখেন।

বুখারী ও মুসলিম জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন - কোরায়শরা আমার মে'রাজের ঘটনা মিথ্যা বলে ঘোষণা করে। আমি তখন হাতীমে দণ্ডায়মান ছিলাম। আল্লাহতায়ালা আমার দৃষ্টির সামনে বায়তুল-মোকাদ্দাসকে পরিষ্কাররূপে তুলে ধরলেন। আমি দেখে দেখে বায়তুল-মোকাদ্দাসের চিহ্নসমূহ কোরায়শদেরকে বলতে লাগলাম।

ইবনে মরদুওয়াইহি জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন - মে'রাজ রজনীতে আমি ঊর্ধ্ব জগতের কাছ দিয়ে গমন করার সময় জিবরাঈলকে দেখলাম যে, তিনি আল্লাহর ভয়ে সেই পুরাতন কম্বলের মত হয়ে যাচ্ছেন, যা উটের কোমরে লেগে থাকে।

আহমদ, ইবনে আবী শায়বা হযরত হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) বোরাকের উপরই ছিলেন। অবশেষে তাঁর জন্যে আকাশের দ্বারসমূহ খোলা হয় এবং তিনি জান্নাত ও জাহান্নাম প্রত্যক্ষ করেন। তাঁকে আখেরাতের ওয়াদা দেয়া হয়। এরপর তিনি ফিরে আসেন।

নাসায়ী, ইবনে জরীর, ইবনে মরদুওয়াইহি, বায়হাকী, হাকেম ও তিরমিযীও এই রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করেছেন এবং একে ছহীহ্ বলেছেন। ইবনে মরদুওয়াইহির ভাষা এরূপ, আমি আকাশ ও পৃথিবীস্থিত সব কিছু প্রত্যক্ষ করলাম। হুযুর (সাঃ)-কে প্রশ্ন করা হল, এই বোরাক জন্তুটি কেমন? তিনি বললেন, দীর্ঘদেহী সাদা রঙ্গের চতুষ্পদ জন্তু। সে চলার সময় দৃষ্টিসীমার শেষ প্রান্তে পা রাখে।

ইবনে মরদুওয়াইহি সামুরাহ্ ইবনে জুন্দুব (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, মে'রাজ রজনীতে আমি এক ব্যক্তিকে দেখলাম, সে নদীতে হাবুডুবু খাচ্ছে এবং প্রস্তর ভক্ষণ করছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ কে? আমাকে বলা হল, সে হল সুদখোর।

ইবনে সা'দ হযরত সহল ইবনে সা'দ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন- মে'রাজ রজনীতে আমি ঊর্ধ্বাকাশে তসবীহ শুনতে পাই। এতে আমার প্রাণ ধড়ফড় করতে থাকে। জিবরাঈল বললেন, মোহাম্মদ! সামনে চলুন। কোন ভয় করবেন না। আল্লাহর আরশে আপনার মোবারক নাম লিখিত আছে - লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ।

ইবনে আবী হাতেম, তিবরানী, বাযযার, ইবনে মরদুওয়াইহি ও বায়হাকী হযরত শাদ্দাদ ইবনে আউস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেন, আমরা আরয করলাম- ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনার মে'রাজ কিরূপে হল?

তিনি বললেন, আমি পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় মক্কায় সাহাবীগণকে নিয়ে এশার নামায আদায় করলাম। অতঃপর জিবরাঈল আমার কাছে একটি সাদা চতুষ্পদ জন্তু নিয়ে এলেন, যা গাধা অপেক্ষা উঁচু এবং খচ্চর অপেক্ষা নিচু ছিল। জিবরাঈল বললেন, সওয়ার হয়ে যান। জন্তুটি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে শুরু করল। জিবরাঈল কান ধরে তাকে ঠিক করলেন এবং আমাকে সওয়ার করিয়ে দিলেন। সে আমাদেরকে উপরে নিয়ে যেতে লাগল। সে তার পা দৃষ্টিসীমার শেষ প্রান্তে রাখত। অবশেষে আমরা এক ভূখণ্ডে পৌছলাম, যেখানে খর্জুর বৃক্ষ ছিল। জিবরাঈল আমাকে নামিয়ে বললেন, নামায পড়ুন। আমি নামায পড়লাম এবং পুনরায় সওয়ার হলাম। জিবরাঈল বললেন, আপনি কোথায় নামায পড়েলেন জানেন? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, আপনি ইয়াসরিবে নামায পড়েছেন, আপনি তাইয়েবায় নামায পড়েছেন।

বোরাক আমাদেরকে নিয়ে যাচ্ছিল। আমরা এক ভূখণ্ডে পৌছলাম। জিবরাঈল বললেন, নামুন। আমি নামলাম। তিনি বললেন, নামায পড়ুন। আমি নামায পড়লাম। আবার আমরা সওয়ার হলাম। জিবরাঈল বললেন, আপনি কোথায় নামায পড়েছেন জানেন? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, আপনি মূসাবৃক্ষের কাছে নামায পড়েছেন। এরপর আমরা এক অট্টালিকাময় স্থানে পৌছলাম। জিবরাঈল নেমে নামায পড়তে বললে আমি তাই করলাম এবং পুনরায় সওয়ার হলাম। জিবরাঈল বললেন, আপনি কোথায় নামায পড়েছেন জানেন? আমি বললাম, না। জিবরাঈল বললেন, আপনি বেথেলহামে নামায পড়েছেন। এখানে হযরত ঈসা (আঃ) জন্মগ্রহণ করেন।

এরপর জিবরাঈল আমাকে নিয়ে চললেন এবং একটি শহরে দ্বিতীয় দরজা দিয়ে প্রবেশ করলেন। তিনি এক মসজিদের সামনে এসে সেখানে বোরাক বেঁধে দিলেন। আমরা মসজিদের সেই দরজা দিয়ে প্রবেশ করলাম, যেখানে সূর্য ও চন্দ্র ঢলে পড়ে। আমি মসজিদে যেখানে আল্লাহর ইচ্ছা ছিল নামায পড়লাম। এ সময় আমার তীব্র পিপাসা হল- যেমনটি কোন দিন হয়নি। আমার কাছে দু'টি পাত্র আনা

হল। একটিতে দুধ ও অপরটিতে মধু ছিল। আমি উভয়টিকে সমান মনে করলাম। এরপর আল্লাহ পাক আমাকে তওফীক দিলেন। আমি দুধ বেছে নিলাম এবং তা পান করলাম। এমন কি আমার কপাল পাত্রে লেগে গেল। আমার সামনে এক বৃদ্ধ মিম্বরে ঠেস লাগিয়ে বসে ছিল। সে বলল, আপনার সঙ্গী স্বভাবধর্ম বেছে নিয়েছেন। তিনি মানব জাতিকে পথ প্রদর্শন করবেন।

এরপর জিবরাঈল আমাকে এক উপত্যকায় নিয়ে গেলেন। সেখানে একটি শহর ছিল। হঠাৎ দোযখ আমার সামনে একটি বিছানো ফরশের ন্যায় প্রকাশ পেল।

রাবী বলেন, আমি হুযূর (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি দোযখকে কেমন দেখলেন? তিনি বললেন, ফুটন্ত ঝরণার মত।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, এরপর জিবরাঈল আমাকে নিয়ে ফিরে এলেন। আমরা কোরায়শদের একটি কাফেলার নিকট দিয়ে গমন করলাম, যা অমুক অমুক জায়গায় ছিল। তাদের একটি উট হারিয়ে গিয়েছিল। অমুক ব্যক্তি সেটা খুঁজে আনে। আমি তাদেরকে সালাম করলে তারা বলাবলি করে, মোহাম্মদের কণ্ঠস্বর মনে হয়।

এরপর মক্কায় ভোর হওয়ার পূর্বেই আমি আমার সাহাবীদের মধ্যে ফিরে এলাম।

সকালে আবূ বকর ছিদ্দীক আমার কাছে এল এবং বলল, ইয়া রসূলাল্লাহ! রাতে আপনি কোথায় ছিলেন? সম্ভাব্য সকল স্থানেই আমি তালাশ করেছি। আমি বললাম, তোমাদের জানা উচিত যে, আজ রাতে আমি বায়তুল-মোকাদ্দাসে গিয়েছিলাম।

আবূ বকর আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বায়তুল-মোকাদ্দাস তো এক মাসের দূরত্বে অবস্থিত। আপনি এর কিছু অবস্থা বর্ণনা করুন।

হুযূর (সাঃ) বললেন, আমার জন্যে রাস্তা উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। আমি যেন সেটি দিব্যি দেখতে পাচ্ছি।

আবূ বকর আমাকে যা যা জিজ্ঞাসা করল, আমি সব বলে দিলাম। অতঃপর আবূ বকর বলল, আমি সাক্ষ্য দেই যে, আপনি আল্লাহর রসূল।

মুশরিকরা একথা শুনে বলল, ইবনে আবী কাবশার কাণ্ড শুনেছ? সে নাকি আজ রাতে বায়তুল-মোকাদ্দাস গিয়েছিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, আমি যা বলছি তার প্রমাণ এই যে, অমুক অমুক স্থানে তোমাদের কাফেলার কাছ দিয়ে আমি গমন করেছি। তাদের একটি উট হারিয়ে গিয়েছিল, যাকে অমুক ব্যক্তি খুঁজে আনে। তাদের শিবির অমুক অমুক স্থানে ছিল। তারা অমুক দিন তোমাদের কাছে পৌছবে। তাদের অগ্রে থাকবে একটি গোধূম রঙের উট, যার পিঠে থাকবে কাল

কম্বল ও দু'টি বস্তা। সেমতে হুযূর (সাঃ)-এর বর্ণনা অনুযায়ীই কাফেলা মক্কায় ফিরে এল।

তিবরানী ও ইবনে মুরদুওয়াইহি হযরত সোহায়ব (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করছেন যে, রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর সামনে প্রথমে পানি ও শরাব এবং এর পরে দুধ পেশ করা হয়। তিনি দুধ বেছে নিলেন। জিবরাঈল বললেন, আপনি ভাল কাজ করেছেন- স্বভাবধর্ম বেছে নিয়েছেন। দুধ প্রতিটি প্রাণীর খাদ্য। আপনি শরাব বেছে নিলে আপনার উম্মত বিপথগামী হয়ে যেত। জিবরাঈল জাহান্নামের উপত্যকার দিকে ইশারা করে বললেন, আপনি এতে দাখিল হয়ে যেতেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) জাহান্নামের দিকে তাকালেন। সেটা ছিল এক কুণ্ডলী বিশিষ্ট অগ্নিময়।

ইমাম আহমদ, আবূ নয়ীম ও ইবনে মুরদুওয়াইহি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) শবে মে'রাজে জান্নাতে গমন করেন। তিনি জান্নাতের এক পাশে একটি হালকা আওয়াজ শুনতে পান। তিনি জিবরাঈলকে জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কিসের আওয়াজ? জিবরাঈল বললেন, এটা বেলাল মুয়াযযিনের কণ্ঠস্বর। রসূলুল্লাহ (সাঃ) মে'রাজ থেকে ফিরে এসে ছাহাবায়ে-কেরামকে বললেন, বেলাল সাফল্য অর্জন করেছে। আমি তার জন্যে এমন সব মর্তবা দেখেছি।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত মূসা (আঃ)-এর সাথেও সাক্ষাৎ করেন। তিনি তাঁকে "মারহাবা ইয়া নবী উম্মী" বলেন। হযরত মূসা (আঃ) দীর্ঘদেহী গোধূম রঙের ছিলেন। তাঁর মাথার কেশ কান পর্যন্ত ঝুলন্ত ছিল কিংবা কানের উপরে ছিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) জিবরাঈলকে জিজ্ঞাসা করলেন, ইনি কে? জিবরাঈল বললেন, ইনি মূসা (আঃ)।

রসূলুল্লাহ (আঃ) সম্মুখে অগ্রসর হলে এক মহীয়ান ব্যক্তিত্বের সাথে তাঁর মোলাকাত হল। তিনি তাঁকে মারহাবা ও সালাম বললেন। তিনি জিবরাঈলকে প্রশ্ন করলেন, ইনি কে? জিবরাঈল বললেন, ইনি আপনার পিতামহ হযরত ইবরাহীম (আঃ)।

হুযূর (সাঃ)-এর দৃষ্টি পড়ল দোযখের উপর। তিনি একদল মানুষকে মৃত ভক্ষণ করতে দেখে জিবরাঈলকে জিজ্ঞাসা করলেন, এরা কারা? তিনি বললেন, এরা সেইসব লোক, যারা মানুষের মাংস খায় (অর্থাৎ গীবত করে)। রসূলুল্লাহ (সাঃ) একজন লাল রং এবং খুব বেশি নীল চোখা ব্যক্তিকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, এ কে? জিবরাঈল বললেন, সে হযরত ছালেহ (আঃ)-এর উষ্ট্রীর পা কর্তনকারী।

হুযূর (সাঃ) মসজিদে-আকসায় আগমন করে নামাযের জন্যে দাঁড়িয়ে গেলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই পয়গাম্বরগণ সকলেই তাঁর সাথে নামায পড়ার জন্যে সমবেত হয়ে গেলেন। নামাযান্তে তাঁর খেদমতে দু'টি পিয়ালা আনা হল একটি ডানদিক থেকে ও একটি বাম দিকে থেকে। একটিতে দুধ অপরটিতে মধু ছিল। হুযুর (সাঃ) দুধের পিয়ালা নিয়ে তা থেকে পান করলেন। পিয়ালা বাহক বললেন, আপনি স্বভাবধর্ম বেছে নিয়েছেন।

আহমদ, আবূ ইয়ালা ও ইবনে মরদুওয়াইহি ইকরামার তরিকায় হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, নবী করীম (সাঃ)-কে রাতারাতি বায়তুল মোকাদ্দাসে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তিনি সে রাতেই মক্কায় ফিরে আসেন। তিনি কাফেরদের কাছে নিজের বায়তুল-মোকাদ্দাস যাওয়া, সেখানকার চিহ্নসমূহ এবং তাদের কাফেলার কথা বর্ণনা করলেন। কাফেররা বলল, আমরা মোহাম্মদের কথা সত্য বলে মেনে নিতে পারি না। সে ধর্মত্যাগ এবং কুফরের পথ বেছে নিয়েছে। আল্লাহতায়ালা আবূ জহলসহ এসব কাফেরের গর্দান কাটিয়েছেন।

কোরআন পাকে আছে -

وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِىْٓ اَرَيْنَاكَ اِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ

আমি আপনাকে যা দেখিয়েছি, তা কেবল মানুষকে পরীক্ষা করার জন্যে।

বুখারীর রেওয়ায়েতে এই আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, এই 'রু'ইয়া (দেখা) হুবহু সেই প্রত্যক্ষকরণ, যা শ'বে-মে'রাজে নবী করীম (সাঃ) অর্জন করেন। বুখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন- শবে মে'রাজে আমি হযরত মূসা ইবনে এমরান (আঃ)-এর কাছ দিয়ে গমন করি। তিনি ছিলেন একজন দীর্ঘদেহী মানুষ। সানওয়া গোত্রের লোকদের মত কোঁকড়ানো চুল বিশিষ্ট। হযরত ঈসা (আঃ)-কে দেখলাম। তিনি ছিলেন মাঝারি গড়নের, সাদা ও লাল রঙবিশিষ্ট। তার চুল ছিল সোজা ও চাকচিক্যময়।

আল্লাহতায়ালা হযরত নবী করীমকে (সাঃ) যে সকল নিদর্শন প্রত্যক্ষ করান, সেগুলোর মধ্যে ছিল জাহান্নামের দারোগা মালেক ও দাজ্জালকে দেখা। অতএব এসব দেখা সাক্ষাতের ব্যাপারে সন্দেহ করা উচিত নয়।

فَلَا تَكُنْ فِىْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَائِهٖ

আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে কাতাদাহ বলেন যে, নবী করীম (সাঃ) হযরত মূসা (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন।

আহমদ, নাসায়ী, বাযযার, তিবরানী, বায়হাকী ও ইবনে মরদুওয়াইহি সায়ীদ ইবনে জুবায়রের তরিকায় ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন- শবে মে'রাজে আমি এক পবিত্র খোশবুর কাছ দিয়ে গেলাম। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কিসের খোশবু? ফেরেশতারা বলল, এটা ফেরাউন তনয়ার কেশ বিন্যাসকারিনী ও তার সন্তানদের খোশবু। তার হাত থেকে চিরুনী পড়ে গেলে সে বিসমিল্লাহ বলেছিল। ফেরাউন-তনয়া বলল, আমার পিতা আল্লাহ। মহিলা বলল, আমার প্রতিপালক তিনি, যিনি আপনার ও আপনার পিতার প্রতিপালক। ফেরাউন-তনয়া বলল, তোমার প্রতিপালক কি আমার পিতা ছাড়া অন্য কেউ? মহিলা বলল, হাঁ। এরপর ফেরাউন মহিলাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল, আমি ছাড়া তোর আরও প্রতিপালক আছে কি? সে বলল, হাঁ, আমার তোমার প্রতিপালক আল্লাহ।

ফেরাউন তামা নির্মিত একটি বড় পাত্রে তেল ভরে খুব গরম করার আদেশ দিল। এরপর আদেশ দিল যে, এই মহিলা ও তার সন্তানদেরকে এতে নিক্ষেপ করা হোক। তার লোকেরা এক একজন করে তাতে নিক্ষেপ করতে শুরু করল। অবশেষে মায়ের কোলের শিশুটিকেও নিক্ষেপ করার পালা এল। শিশু বলল, মা! এতে নেমে পড়, পিছপা হয়ো না। কেননা, তুমি সত্যের উপর আছ। কথিত আছে, চারটি দুগ্ধপোষ্য শিশু মায়ের কোলে কথা বলেছে, এক, এই শিশু, দুই ইউসূফ (আঃ)-এর পক্ষে সাক্ষ্যদাতা, তিন, জুরায়জের সঙ্গী এবং চার, হযরত ঈসা (আঃ)।

আহমদ, ইবনে আবী শায়বা, নাসায়ী, বাযযার, তিবরানী ও আবূ নয়ীম যুরারা ইবনে আওফার তরিকায় ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, শবে মে'রাজের সকালে আমি মনে মনে ভাবছিলাম যে, মে'রাজের কথা প্রকাশ করলে মানুষ আমাকে মিথ্যাবাদী ঠাওরাবে। সেমতে আমি চিন্তিত মন নিয়ে একান্তে বসা ছিলাম। ইতিমধ্যে আবূ জহল সেখান দিয়ে যাওয়ার সময় আমার কাছে এসে বসল এবং বিদ্রূপের ছলে বলতে লাগল, কোন ব্যাপার আছে না কি? আমি বললাম, হাঁ। আবূ জহল জিজ্ঞাসা করল, কি? আমি বললাম, আজ রাতে আমার মে'রাজ হয়েছে। আবূ জহল বিস্ময় সহকারে বলল, কতদূর যাওয়া হয়েছিল? আমি বললাম, বায়তুল-মোকাদ্দাস পর্যন্ত।

আবূ জহল বলল, চমৎকার! এরপর সকালেই তুমি আমাদের কাছে এসে গেলে? আমি বললাম, হাঁ।

এরপর আবূ জহল কথা না বাড়িয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, যদি আমি তোমার কওমকে তোমার কাছে নিয়ে আসি, তবে তুমি তাদের কাছেও একথাই বলবে?

আমি বললাম, অবশ্যই।

আবূ জহল বনী লুয়াই ইবনে কা'বকে ডাক দিল। তারা দলে দলে আসতে লাগল। যখন সকলেই এসে গেল, তখন আবূ জহল বলল, তুমি আমার কাছে যা বলেছিলে, এখন পুনরায় সে সব কথা কওমের সামনে বর্ণনা কর।

নবী করীম (সাঃ) বললেন, আজ রাতে আমার মে'রাজ হয়েছে। লোকেরা বলল, কোন পর্যন্ত ? হুযুর (সাঃ) বললেন, বায়তুল-মোকাদ্দাস পর্যন্ত। লোকেরা বলল, এরপর আপনি সকালেই আমাদের মধ্যে আছেন ? তিনি বললেন, হাঁ।

রাবী বর্ণনা করেন, কিছু লোক হাতের উপর হাত রেখে বিস্ময় প্রকাশ করছিল এবং কিছু লোক অবাক হয়ে মাথায় হাত রেখেছিল। অতঃপর তারা বলল, আপনি বায়তুল-মোকাদ্দাসের অবস্থা বর্ণনা করতে পারেন কি? তাদের মধ্যে কিছু লোক এমনও ছিল, যারা পূর্বে বায়তুল মোকাদ্দাসের সফর করেছিল। তারা সেখানকার অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিল। হুযুর (সাঃ) বলেন, আমি তাদের কাছে বায়তুল-মোকাদ্দাসের অবস্থা বর্ণনা করতে লাগলাম। কিছু বিষয় আমার কাছে অস্পষ্ট ছিল। একারণে মসজিদ আমার চোখের সামনে উদ্ভাষিত হল। আমি স্বচক্ষে দেখে দেখে বর্ণনা করতে লাগলাম। উপস্থিত লোকেরা আমার বর্ণনা শুনে মন্তব্য করল, মানচিত্র ও অবস্থা তো সঠিক বর্ণিত হয়েছে।

ইবনে মরদুওয়াইহি আহমদ ও ইবনে আবী শায়বা থেকে এবং তারা হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, শবে মে'রাজে আমি হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর কাছ দিয়ে গমন করলে তিনি বললেন, মোহাম্মদ! আপনার উম্মতকে অবগত করুন যে, জান্নাত সমতল ভূমি এবং এর বৃক্ষ হচ্ছে সোবহানাল্লাহ ওয়ালহামদুলিল্লাহ ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার।

ইবনে মরদুওয়াইহি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, শবে মেরাজে নবী করীম (সাঃ) প্রত্যেক পয়গাম্বরের কাছ দিয়ে গমন করেছিলেন। তাদের সাথে তাদের অনুসারীদের দলও ছিল। কতক পয়গাম্বরের সাথে কেউ ছিল না। অবশেষে একটি বিরাট দল দেখতে পেয়ে নবী করীম (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, এরা কারা? জিবরাঈল বললেন, এরা মূসা (আঃ)-এর উম্মত। কিন্তু আপনি উপরে মাথা তুলে দেখুন। নবী করীম (সাঃ) একটি আযীমুশ শান দল দেখতে পেলেন, যারা দিগন্তের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। জিবরাঈল বললেন, এরা আপনার উম্মত। এদের ছাড়া আপনার উম্মতের আরও সত্তর হাজার দল রয়েছে, যারা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

তিবরানী হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, শবে মেরাজে রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত মূসার (আঃ)-এর কাছ দিয়ে গমন করেন। তিনি তখন স্বীয় কবরে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলেন।

ইমাম আহমদ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, শবে মে'রাজে আল্লাহতায়ালা তাঁর নবীর উপর পঞ্চাশ নামায ফরয করেন। পরে তাঁর আবেদনে সাড়া দিয়ে পাঁচ নামায করে দেয়া হয়।

তিবরানী আরও রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, শবে মে'রাজে আমি সিদরাতুল-মুনতাহা পর্যন্ত পৌঁছি। এর বড়ই মটকার মত বৃহদাকার ছিল।

তিবরানী আওসাতে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সাঃ) স্বীয় প্রতিপালককে দু'বার দেখেছেন। একবার আপন চর্মচক্ষু দিয়ে এবং দ্বিতীয়বার অন্তশ্চক্ষু দিয়ে।

ইকরামা বর্ণনা করেন, আমি ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে প্রশ্ন করলাম, রসূলে করীম (সাঃ) আপন প্রতিপালককে দেখেছেন? তিনি বললেন, হাঁ। মূসা (আঃ)-কে বাক্যালাপ, ইবরাহীম (সাঃ)কে বন্ধুত্ব এবং নবী করীম (সাঃ)-কে দীদার (দর্শন) দান করা হয়েছে।

এ রেওয়ায়েতটি ইমাম বায়হাকীও "কিতাবুর-রুইয়া" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

মুসলিম হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে—

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى

আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) আল্লাহ তায়ালাকে দু'বার অন্তর দ্বারা দেখেছেন।

ইবনে মরদুওয়াইহি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, শবে মেরাজে আল্লাহতায়ালা আমাকে ইয়াজুজ মাজুজের কাছে প্রেরণ করেন। আমি তাদেরকে আল্লাহর দীন ও এবাদতের প্রতি আহবান করলাম। তারা কবুল করতে অস্বীকার করল। আদম (আঃ)-এর নাফরমান সন্তানরা এবং শয়তানের বংশধর এই ইয়াজুজ-মাজুজের সাথে দোযখে প্রবেশ করবে।

তিবরানী "আওসাতে" হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে আকাশে নিয়ে গিয়ে আযান সম্পর্কে ওহী করা হয়। তিনি নিচে আগমন করলে পর জিবরাঈল তাঁকে আযান শিক্ষা দেন।

আবূ দাউদ ও বায়হাকী হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নামায পঞ্চাশ, জানাবতের গোসল সাতবার এবং প্রস্রাব ইত্যাদি থেকে কাপড় চোপড় সাতবার ধোয়ার বিধান ছিল। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) একের পর এক

আবেদন করতে থাকলে নামায পাঁচ, জানাবতের গোসল একবার, কাপড় ধোয়ার বিধান একবার হয়ে গেল।

ইবনে মরদুওয়াইহি হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) হিজরতের এক বছর পূর্বে রবিউল আউয়ালের ১৭ তারিখের রাত্রিতে মে'রাজে গমন করেন।

বায়হাকী ইবনে শেহাব (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, মদীনায় হিজরত করার এক বছর পূর্বে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বায়তুল-মোকাদ্দাস পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়। বায়হাকী ওরওয়া থেকেও এরূপ রেওয়ায়েত করেছেন।

মুসলিম হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, শবে মে'রাজে নবী করীম (সাঃ)-কে সিদরাতুল-মুনতাহা পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়। পৃথিবী থেকে যে সকল বস্তু অথবা রুহ উপরে আরোহণ করে, সেগুলো এখানে পৌঁছে থেমে যায়। অনুরূপভাবে উর্ধ্ব জগৎ থেকে নিম্নে আগমনকারী সব কিছু এখানে এসে থেমে যায়। এরপর সেখান থেকে নিয়ে যাওয়া হয়। আল্লাহ্ বলেন, "যখন সিদরাতুল-মুনতাহাকে আচ্ছন্নকারী বস্তুসমূহ আচ্ছন্ন করে নেয়"। ইবনে মসউদ বলেন, অর্থাৎ স্বর্ণের প্রজাপতি। এখানে রসূলে আকরাম (সাঃ)-কে তিনটি বিষয় দান করা হয়- পাঁচ নামায, সূরা বাকারার শেষ আয়াতসমূহ এবং উম্মতের শিরক থেকে আত্মরক্ষাকারী প্রত্যেক ব্যক্তিকে ভয়াবহ গোনাহ থেকেও ক্ষমা করা।

আবূ নয়ীম, ইবনে আসাকির আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, জিবরাঈল আমার কাছে একটি চতুষ্পদ জন্তু আনলেন, যা গাধা অপেক্ষা উঁচু এবং খচ্চর অপেক্ষা নিচু ছিল। আমাকে তাতে সওয়ার করানো হল। সে আমাদেরকে নিয়ে আকাশ পানে রওয়ানা হয়ে গেল। সে যখন উপর দিকে আরোহণ করত, তখন তার উভয় পা হাতের বরাবর হয়ে যেত। অবশেষে আমরা একজন দীর্ঘদেহী ব্যক্তির কাছে পৌঁছলাম। তাঁর মাথার কেশ ঝুলন্ত ছিল এবং রঙ ছিল গোধূম; যেন শানওয়া গোত্রের লোক।

আমরা দ্রুত তাঁর কাছে পৌঁছলাম এবং সালাম করলাম। তিনি সালামের জবাব দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, জিবরাঈল! আপনার সঙ্গে কে? তিনি বললেন, আহমদ (সাঃ)।

লোকটি বললেন, নবী উম্মী আরবীকে মারহাবা, যিনি স্বীয় প্রতিপালকের নির্দেশাবলী পৌঁছিয়ে দিয়েছেন এবং উম্মতের কল্যাণ সাধন করেছেন। এরপর আমরা সেখান থেকে রওয়ানা হলাম। আমি জিবরাঈলকে প্রশ্ন করলাম, এই ব্যক্তি কে? তিনি জওয়াব দিলেন, হযরত মূসা (আঃ)। আমি বললাম, তিনি কার উপর রাগ করছিলেন?

জিবরাঈল বললেন, আপন প্রতিপালকের উপর। আমি বললাম, প্রতিপালকের উপর রাগতস্বরে কথা বলছিলেন! জিবরাঈল বললেন, আল্লাহতায়ালা তাঁর কড়া মেযাজ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল।

এরপর আমরা এক বৃক্ষের কাছ দিয়ে গেলাম। এর ফল ছিল প্রদীপের মত। এর নিচে একজন সুশ্রী বুযুর্গ ও তাঁর পরিজন ছিল। জিবরাঈল বললেন, আপনি আপনার পিতামহ হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর কাছে চলুন। আমরা তাঁর কাছে গেলাম এবং সালাম করলাম। তিনি বললেন, জিবরাঈল! আপনার সঙ্গে কে? তিনি জওয়াব দিলেন, ইনি আপনার সন্তান আহমদ (সাঃ)।

হযরত ইবরাহীম (আঃ) বললেন, নবী উম্মী মারহাবা। তিনি প্রতিপালকের নির্দেশাবলী পৌঁছিয়ে দিয়েছেন এবং উম্মতের কল্যাণ সাধন করেছেন। বৎস! তুমি আজ রাতে তোমার প্রতিপালকের সঙ্গে মোলাকাত করবে। তোমার উম্মত সর্বশ্রেষ্ঠ ও দুর্বলতম উম্মত। সম্ভব হলে তুমি তোমার সকল আবেদন-নিবেদন অথবা মুখ্য আবেদন উম্মত সম্পর্কেই করো।

এরপর আমরা রওয়ানা হয়ে বায়তুল-মোকাদ্দাস পৌঁছলাম। আমি মসজিদের দরজায় অবস্থিত বৃত্তের সাথে বোরাককে বেঁধে দিলাম। পয়গাম্বরগণ এই বৃত্তের সাথেই আপন আপন সওয়ারী বাঁধতেন। এরপর আমি মসজিদে প্রবেশ করে পয়গাম্বরগণকে চিনতে পারলাম। তাঁরা দণ্ডায়মান, রুকূ ও সিজদার অবস্থায় ছিলেন। অতঃপর আমার কাছে দুধ ও মধুর দু'টি পিয়ালা আনা হল। আমি দুধ গ্রহণ করে তা পান করলাম। জিবরাঈল আমার কাঁধে হাত মেরে বললেন, আপনি স্বভাবধর্ম গ্রহণ করেছেন। এরপর নামাযের একামত হল এবং সকলের ইমামতি করলাম।

আহমদ, হাকেম, ইবনে মাজা ও সায়ীদ ইবনে মনছুর হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, শবে মে'রাজে আমি হযরত ইবরাহীম, মূসা ও ঈসা (আঃ)-এর সাথে মোলাকাত করেছি। তাঁরা পরস্পরে কিয়ামতের আলোচনা করলেন এবং অবশেষে এ প্রসঙ্গটি হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রতি ন্যস্ত করলেন। হযরত ইবরাহীম (আঃ) বললেন, কিয়ামত সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান নেই। এরপর তাঁরা বিষয়টি হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি ন্যস্ত করলেন। তিনিও নিজের অজ্ঞানতা ব্যক্ত করলেন। অতঃপর বিষয়টি হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রতি ন্যস্ত হল। তিনি বললেন, কিয়ামত কবে হবে, এ সম্পর্কে আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। তবে আমার প্রতিপালক আমাকে যা জ্ঞাত করেছেন, তা এই যে, দাজ্জাল আবির্ভূত হবে। তখন আমার কাছে দু'টি তরবারি থাকবে। সে যখন আমাকে দেখবে, তখন রাঙ-এর মত দ্রবীভূত হয়ে যাবে। আমাকে দেখার পর আল্লাহপাক তাকে ধ্বংস করে দিবেন। তখন প্রত্যেক পাথর ও বৃক্ষ বলবে- হে মুসলমান! আমার নিচে কাফের রয়েছে। তুমি এসে তাকে হত্যা

কর। এরপর সকলেই আপন আপন শহরে ও দেশে ফিরে যাবে। তখন ইয়াজুজ-মাজুজ আত্মপ্রকাশ করবে। তারা প্রতিটি উচ্চ ভূমি থেকে নেমে আসবে। তারা সকল শহর-বন্দরকে পদদলিত করবে। যে বস্তুর কাছ দিয়ে গমন করবে, তাকে উজাড় করে দিবে এবং যে পানির কাছ দিয়ে যাবে, তা পান করে ফেলবে। এরপর মানুষ আমার কাছে ফিরে আসবে এবং ইয়াজুজ-মাজুজের অত্যাচারের কাহিনী বলবে। আমি আল্লাহতায়ালার দরবারে ইয়াজুজ-মাজুজের বিরুদ্ধে বদ দোয়া করব। আল্লাহ তাদেরকে নাস্তনাবুদ করে দিবেন। এমন কি, শবের গলিত দেহের দুর্গন্ধে সমগ্র পৃথিবী দুষিত হয়ে যাবে। এরপর আল্লাহতায়ালা বৃষ্টিবর্ষণ করবেন। বৃষ্টির পানি তাদের দেহাবশেষ ভাসিয়ে নিয়ে যাবে এবং সমুদ্রে ফেলে দিবে। আমার প্রতিপালক আমাকে বিশেষভাবে যা বলেছেন, তা এই যে, যখন এই পরিস্থিতি হবে, তখন কিয়ামত দশ মাসের গর্ভবতী নারীর মত হবে। মানুষ জানবে না যে, তার প্রসব দিনে হবে, না রাতে?

বাযযার, আবূ ইয়ালা, হারেছ ইবনে ওসাকা, তিবরানী, আবূ নয়ীম ও ইবনে আসাকির হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন - আমার কাছে বোরাক আনা হলে আমি সওয়ার হলাম। কোন পাহাড়ের উপর এলে বোরাকের পদদ্বয় উঁচু হয়ে যেত। বোরাক আমাদেরকে এমন এক ভূখণ্ডে নিয়ে গেল, যা ভয়ংকর ও দুর্গন্ধযুক্ত ছিল। এরপরেই সে এক প্রশস্ত ও পবিত্র ভূখণ্ডে পৌছে গেল। আমি জিবরাঈলকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, সেই দুর্গন্ধযুক্ত ভূখণ্ড ছিল দোযখের অংশ, আর এটা জান্নাতের অংশ। আমি এক ব্যক্তির কাছে এলাম। সে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিল। সে বলল, জিবরাঈল! আপনার সাথে এই ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, ইনি আপনার ভাই মোহাম্মদ (সাঃ)। লোকটি আমাকে মারহাবা বললেন এবং কল্যাণের দোয়া করলেন, অতঃপর বললেন, প্রতিপালকের কাছে আপন উম্মতের জন্যে সহজকরণের আবেদন করুন। আমি জিজ্ঞাসা কবলাম, জিবরাইল! এই ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, আপনার ভাই ঈসা (আঃ)।

এরপর আমরা চললাম এবং একটি ক্রুদ্ধ অবস্থার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। পরক্ষণেই আমরা এক ব্যক্তির কাছে এলাম। লোকটি জিজ্ঞাসা করল, জিবরাঈল! আপনার সাথে এই ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, আপনার ভাই মোহাম্মদ (সাঃ)। তিনি আমাকে সালাম ও বরকতের দোয়া করার পর বললেন, আপন উম্মতের জন্যে সহজকরণের আবেদন করুন। আমি জিবরাঈলকে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, ইনি আপনার ভাই মূসা (আঃ)। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি কার প্রতি ক্রুদ্ধ হচ্ছিলেন? উত্তর হল, আপন প্রতিপালকের প্রতি। আমি বললাম, এটা কিরূপে সম্ভব? জিবরাঈল বললেন, আল্লাহতায়ালা তাঁর কঠোর মেযায সম্পর্কে জ্ঞাত আছেন।

আমরা আবার রওয়ানা হলে প্রদীপ ও আলো দেখলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কি? জিবরাঈল বললেন, এটা আপনার পিতামহ হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর বৃক্ষ। এর কাছে যান। আমি কাছে গেলে তিনি আমাকে মারহাবা বললেন এবং বরকতের দোয়া করলেন।

এরপর আমরা রওয়ানা হয়ে বায়তুল-মোকাদ্দাসে পৌছলাম। আমি বোরাককে সেই বৃত্তের সাথে বেঁধে দিলাম, যার সাথে পয়গাম্বরগণ স্ব স্ব সওয়ারী বাঁধতেন। এরপর মসজিদে প্রবেশ করলাম। মসজিদে সকল পয়গাম্বরই সমবেত ছিলেন যাঁদের নাম আল্লাহতায়ালা উচ্চারণ করেছেন এবং যাঁদের নাম উচ্চারণ করেননি। তিনজন অর্থাৎ হযরতই ইবরাহীম, মূসা ও ঈসা (আঃ) ছাড়া আমি সকলেরই নামাযে ইমামতি করলাম।

তিরমিযী ও ইবনে মরদুওয়াইহি হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, শবে মে'রাজে আমার হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সাথে মোলাকাত হয়েছে। তিনি আমাকে বললেন, মোহাম্মদ, আপনার উম্মতকে আমার সালাম বলুন এবং তাদেরকে অবগত করুন যে, জান্নাতের মাটি পবিত্র এবং পানি মিষ্ট। জান্নাত পরিচ্ছন্ন ও সমতল। এর বৃক্ষ হচ্ছে সোবহানাল্লাহি ওয়ালহামদু লিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার ওয়া লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম।

বায়হাকী ও আবূ নয়ীমের রেওয়ায়েতে হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) لَقَدْ رَاٰى نَزْلَةً اُخْرٰى আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সাঃ) জিবরাঈল (আঃ)-কে আসল রূপে দেখেছেন। তাঁর ছয়শ' বাহু ছিল। এই আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে তিনি আরও রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন- আমি জিবরাঈলকে সিদরাতুল-মুনতাহার কাছে দেখেছি। তাঁর ছয় শ' বাহু ছিল এবং তাঁর পাখা থেকে বিভিন্ন রঙের মোতি ও ইয়াকূত ঝরে পড়ছিল।

ইমাম বুখারীর রেওয়ায়েতে হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) সবুজ বৃক্ষ দেখেছেন, যা দিগন্তকে ঘিরে রেখেছিল।

বাযযার, ইবনে কানে ও ইবনে আদী আবদুল্লাহ ইবনে আসআদ ইবনে যুরারাহ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, শবে মে'রাজে আমি মোতির একটি প্রাসাদ পর্যন্ত পৌছলাম। এর স্বর্ণের ফরশ নূরে ঝলমল করছিল। আমাকে তিনটি বস্তু দান করা হয় - আপনি সাইয়্যিদুল-মুরসালিন, ইমামুল-মুত্তাকীন এবং قائد غرالمحجلين

আবূ নয়ীম মোহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) শবে মে'রাজে আকাশের এক জায়গায় পৌঁছে থেমে যান। আল্লাহতায়ালা একজন ফেরেশতা প্রেরণ করলেন। ফেরেশতা এসে এক জায়গায় দাঁড়াল, যেখানে ইতিপূর্বে সে কখনও দাঁড়ায়নি। ফেরেশতাকে বলা হল, তাঁকে আযান শিক্ষা দাও। ফেরেশতা আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার বলল। আল্লাহতায়ালা বললেন, আমার বান্দা সত্য বলেছে। আমি আল্লাহ আকবার। ফেরেশতা বলল, আশহাদু আল্লাহু ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আল্লাহতায়ালা বললেন, আমার বান্দা সত্য বলেছে। আমি আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। ফেরেশতা বলল, আশহাদু আন্না মোহাম্মাদার রসূলুল্লাহ। আল্লাহ বললেন, আমার বান্দা সত্য বলেছে। আমি তাঁকে রসূল করেছি। আমি তাঁকে মনোনীত করেছি। আমি তাঁকে আমীন তথা বিশ্বস্ত করেছি। ফেরেশতা বলল, হাইয়া আলাছ ছালাত। আল্লাহ বললেন, আমার বান্দা সত্য বলেছে। আমার ফরযের দাওয়াত দিয়েছে। এখন যে সওয়াবের নিয়তে নামায পড়বে, নামায তার জন্যে সকল গোনাহের কাফফারা হবে। ফেরেশতা বলল, হাইয়া আলাল ফালাহ্। আল্লাহ বললেন, আমার বান্দা সত্য বলেছে। আমি আমার ফরয, তার সংখ্যা ও তার সময় নির্ধারণ করেছি। এরপর রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলা হল, সম্মুখে অগ্রসর হোন। তিনি অগ্রসর হলেন এবং আকাশের বাসিন্দাদের ইমামতি করলেন। এভাবে সকল উম্মতের উপর তাঁর গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হল।

ইবনে মরদুওয়াইহি যায়দ ইবনে আলী থেকে এবং তিনি আলী (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে শবে মে'রাজে আযান শিক্ষা দেয়া হয় এবং তাঁর উপর নামায ফরয করা হয়।

ইমাম আহমদ ওবায়দ ইবনে আদম থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত ওমর (রাঃ) যখন জাবিয়া নামক স্থানে ছিলেন, তখন বায়তুল-মোকাদ্দাস জয় করার কথা উঠলে তিনি কা'বে আহবারকে বললেন, তোমার মতে কোথায় নামায পড়া উত্তম হবে? কা'ব বললেন, ছখরার পিছনে নামায পড়ুন। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, না; বরং আমি সেই জায়গায় নামায পড়ব, যেখানে রসূলে করীম (সাঃ) নামায পড়েছেন। অতঃপর তিনি কেবলার দিকে অগ্রসর হয়ে নামায পড়লেন।

ইবনে মরদুওয়াইহি হযরত ওমর (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) শবে মে'রাজে দোযখের দারোগা মালেককে দেখেছেন। তার চোখে মুখে কঠোরতা ছিল এবং তার মুখমণ্ডলে ক্রোধের চিহ্ন সুস্পষ্ট ছিল।

ইবনে মরদুওয়াইহি হযরত ওমর (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন– শবে মে'রাজে আমি মসজিদের সম্মুখভাগে নামায পড়ি। এরপর ছখরার দিকে অগ্রসর হই। সেখানে একজন ফেরেশতা দণ্ডায়মান ছিল। তার কাছে

তিনটি পাত্র ছিল। আমি মধুর পাত্র নিয়ে কিছু পান করলাম। এরপর দ্বিতীয় পাত্র নিয়ে তৃপ্ত হয়ে পান করলাম। সেটা ছিল দুধের পাত্র। ফেরেশতা বললঃ এই পাত্র থেকেও কিছু পান করুন। এতে শরাব রয়েছে। আমি বললামঃ না, আমি তৃপ্ত হয়ে গেছি। ফেরেশতা বললঃ যদি আপনি এ থেকেও পান করতেন, তবে আপনার উম্মত কখনও স্বভাবধর্মের উপর সংঘবদ্ধ হত না। এরপর আমাকে আকাশ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হল এবং আমার উপর নামায ফরয করা হল। এরপর আমি খাদিজার কাছে ফিরে এলাম। তিনি তখনও পার্শ্ব পর্যন্ত পরিবর্তন করেননি।

আহমদ, বোখারী, মুসলিম ও ইবনে জরীর হযরত মালেক ইবনে ছা'ছায়া (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে নবী করীম (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামের কাছে মে'রাজের ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেছেনঃ আমি হাতীমে শায়িত ছিলাম। আমার কাছে এক আগন্তুক এসে তার সঙ্গীকে বললঃ তিনজনের মধ্যের জন। অতঃপর সে আমার কাছে এল এবং বক্ষের অগ্রভাগ থেকে চুল পর্যন্ত বিদীর্ণ করল। আমার হৃদপিণ্ড বের করা হল অতঃপর ঈমান ও প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ একটি পাত্র এনে তাতে হৃদপিণ্ড ধৌত করল এবং ঈমান ও হেকমত দিয়ে তা পরিপূর্ণ করে দিল। এরপর অন্তরকে যথাস্থানে স্থাপন করল।

এরপর আমার কাছে খচ্চর অপেক্ষা নিচু ও গাধা অপেক্ষা উঁচু একটি জন্তু আনা হল। জন্তুটি তার দৃষ্টি সীমায় পা ফেলে চলত। আমাকে তাতে সওয়ার করানো হল। অতঃপর জিবরাঈল আমাকে নিয়ে রওয়ানা হলেন এবং দুনিয়ার আকাশে পৌঁছলেন। দরজা খুলতে বললে প্রশ্ন করা হলঃ কে? উত্তর হলঃ জিবরাঈল। প্রশ্ন করল, আপনার সঙ্গে কে? তিনি বললেন, মোহাম্মদ (সাঃ)। ফেরেশতা প্রশ্ন করল, তাঁকে ডাকা হয়েছে কি? উত্তর হল, হাঁ। ফেরেশতা বলল, মারহাবা, আপনার আগমন শুভ হোক। এরপর দরজা খুলে দিল। আমি উপরে পৌঁছে হযরত আদম (আঃ)-কে দেখলাম। জিবরাঈল বললেন, ইনি আপনার পিতা আদম (আঃ)। তাঁকে সালাম করুন। আমি সালাম করলাম। তিনি জওয়াব দিয়ে বললেন, মহান পুত্র ও নবীকে মারহাবা।

এরপর জিবরাঈল উপরে আরোহণ করে দ্বিতীয় আকাশে এলেন এবং দরজা খুলতে বললে উপরোক্ত রূপ প্রশ্ন ও উত্তর সমাপ্ত হয়। এখানে আমি হযরত ইয়াহইয়া (আঃ) ও হযরত ঈসা (আঃ)-কে দেখলাম। তাঁরা একে অপরের খালাত ভাই। জিবরাঈল বললেনঃ ইনারা হচ্ছেন হযরত ইয়াহইয়া ও ঈসা (আঃ)। আপনি তাদেরকে সালাম করুন। আমি সালাম করলে তাঁরা জওয়াব দিয়ে বললেনঃ মহান ভাই ও সৎ নবীকে মারহাবা।

এরপর জিবরাঈল উপরে আরোহণ করে তৃতীয় আকাশে পৌঁছলেন। এখানেও দরজা খুলতে বললে পূর্ববৎ সওয়াল ও জওয়াব সমাপ্ত হল। এখানে আমি হযরত

ইউসূফ (আঃ)-এর সাক্ষাৎ পেলাম। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি জওয়াব দিয়ে বললেনঃ ভাই ও নবীকে মারহাবা।

এরপর জিবরাঈল উপরে উঠে চতুর্থ আকাশে পৌঁছলেন। এখানে আনুষ্ঠানিককতা শেষে আমি ইদ্রিস (আঃ)-কে দেখলাম। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বললেন ঃ ভাই ও নবীকে মারহাবা।

এরপর পঞ্চম আকাশের আনুষ্ঠানিকতা শেষে সেখানে হযরত হারুন (আঃ)-এর সাক্ষাৎ পেলাম। তিনিও যথারীতি আমাকে সাধুবাদ জানালেন।

এরপর ষষ্ঠ আকাশের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হওয়ার পর হযরত মূসা (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ হল। তিনি যথা নিয়মে আমাকে মারহাবা বললেন। আমরা যখন সেখান থেকে সম্মুখে অগ্রসর হলাম, তখন মূসা (আঃ) ক্রন্দন করতে লাগলেন। কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, এই যুবক আমার পরে প্রেরিত হয়েছেন। এতদসত্ত্বেও আমার উম্মতের চেয়ে বেশি তাঁর উম্মত জান্নাতে যাবে। এটাই আমার কান্নার কারণ।

এরপর জিবরাঈল আমাকে নিয়ে সপ্তম আকাশে গেলেন। এখানে পূর্ববৎ সওয়াল-জওয়াব ও মারহাবা পর্ব সম্পন্ন হওয়ার পর হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে দেখতে পেলাম। জিবরাঈল তাঁকে সালাম করতে বললে আমি সালাম করলাম। তিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেনঃ মারহাবা নেক সন্তান ও নেক নবী।

এরপর আমাকে সিদরাতুল-মুনতাহায় পৌঁছানো হল। এই বৃক্ষের ফল হিজরের মটকার মত বড় ছিল এবং এর পাতা হাতীর কানের মত বৃহৎ ছিল। জিবরাঈল বললেনঃএটা সিদরাতুল-মুনতাহা। আমি সেখানে চারটি নদী দেখলাম- দু'টি বাহ্যিক ও দু'টি আভ্যন্তরীণ। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, জিবরাইল! এগুলো কেমন নদী ? তিনি বললেন, অভ্যন্তরীণ নদীগুলো জান্নাতে প্রবাহিত হচ্ছে, আর বাহ্যিক নদীগুলো হচ্ছে নীল ও ফোরাত।

এরপর আমাকে বায়তুল-মামূর পর্যন্ত উঠানো হল, কাতাদাহ বর্ণনা করেন যে, হাসান আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর মধ্যস্থতায় নবী করীম (সাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বায়তুল-মামূর দেখেছেন। এতে প্রত্যহ সত্তর হাজার ফেরেশতা প্রবেশ করে, এরপর তারা কখনও এতে ফিরে আসে না। কতাদাহ এরপর হযরত আনাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হুযূর (সাঃ) বলেছেন- অতঃপর আমার কাছে একপাত্রে শরাব, এক পাত্রে দুধ এবং একপাত্রে মধু আনা হল। আমি দুধের পাত্র নিলাম। এক ফেরেশতা আমাকে বলল, এটা সেই স্বভাবধর্ম, যার উপর আপনি এবং আপনার উম্মত কায়েম আছে। এরপর আমার উপর পঞ্চাশ নামায ফরয করা হল।

আমি সেখান থেকে নেমে হযরত মূসা (আঃ)-এর কাছে এলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার প্রতিপালক আপনার উম্মতের উপর কি ফরয করেছেন? আমি বললাম, প্রত্যহ পঞ্চাশ নামায ফরয করেছেন। হযরত মূসা (আঃ) বললেন, আপনার উম্মত এই আদেশ পালন করতে সক্ষম হবে না। আমি বনী-ইসরাঈলকে পরীক্ষা করেছি এবং তাদের ব্যাপারে আপ্রাণ চেষ্টা করেছি অতএব আপনি প্রতিপালকের কাছে যেয়ে উম্মতের জন্যে সহজ করণের আবেদন করুন। সে মতে আমি তাই করলাম। ফলে দশ নামায হ্রাস করা হল, এরপর আমি মূসা (আঃ)-এর কাছে এলাম এবং দশ নামায হ্রাস করার কথা বললাম। তিনি বললেন, প্রতিপালকের কাছে যেয়ে সহজকরণের আবেদন করুন। আমি আবার গেলাম। ফলে আরও দশ নামায হ্রাস করা হল। পুনরায় মূসা (আঃ)-এর কাছে এসে এ কথা বললে তিনি বললেন, আবার প্রতিপালকের কাছে যেয়ে সহজকরণের আবেদন করুন।

হুযূর (সাঃ) বলেন, আমি এমনিভাবে কয়েকবার আসা যাওয়া করার ফলশ্রুতিতে আমাকে প্রত্যহ পাঁচ নামাযের আদেশ দেওয়া হল। মূসা (আঃ)-এর কাছে এসে একথা বললে তিনি বললেন, আপনার উম্মত প্রত্যহ পাঁচ নামাযও পড়তে সক্ষম হবে না। আমি বনী-ইসরাঈলকে পরীক্ষা করে দেখেছি। অতএব, আবার প্রতিপালকের কাছে যান এবং সহজকরণের আবেদন করুন। আমি বললামঃ বারবার আবেদন করার কারণে এখন আমি লজ্জাবোধ করছি। তাই আমি এ আদেশ মেনে নিতে রাযী। এমন সময় এক ঘোষণা শুনলাম— আমি আমার ফরযকে কার্যকর করে দিয়েছি এবং বান্দাদের জন্যে সহজ করে দিয়েছি।

ইবনে মরদুওয়াইহি হযরত আবূ আইউব (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, শবে মে'রাজে রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর কাছ দিয়ে গমন করলে তিনি বললেন, আপনি আপনার উম্মতকে আদেশ করুন, যাতে তারা জান্নাতে প্রচুর পরিমাণে বৃক্ষ রোপণ করে। কেননা, জান্নাতের মাটি উর্বর এবং এর ভূমি সুবিস্তৃত। নবী করীম (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, জান্নাতের বৃক্ষ কি? তিনি বললেন, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ।

তিবরানী, ইবনে আবী কানে ও ইবনে মরদুওয়াইহি আবুল হামরা থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন— আমি সপ্তম আকাশে পৌঁছে দেখলাম আরশের ডান পায়ায় লিখিত আছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।

বোখারী, মুসলিম, ইউনুস ও যুহরী আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত আবূ যর (রাঃ) বলতেন নবী করীম (সাঃ) বলেছেন— আমার গৃহের ছাদ খোলা হল। জিবরাঈল নামলেন। তিনি আমার বক্ষ বিদীর্ণ করে

যমযমের পানি দিয়ে ধৌত করলেন। এরপর ঈমান ও প্রজ্ঞাপূর্ণ একটি সোনার পাত্র এনে আমার বুকে ঢেলে দিলেন। এরপর বক্ষ বন্ধ করে দিলেন। অতঃপর আমার হাত ধরে আমাকে সঙ্গে নিয়ে আকাশে চলে গেলেন। আকাশে পৌঁছে তিনি আকাশের চাবি বাহককে দরজা খুলতে বললেন। সে জিজ্ঞাসা করল, কে? তিনি জওয়াব দিলেন, জিবরাঈল।

প্রশ্ন হল, আপনার সঙ্গে আরও কেউ আছেন কি ?

উত্তর হল , হাঁ, আমার সঙ্গে মোহাম্মদ (সাঃ) আছেন।

প্রশ্ন হল , তিনি কি আহূত হয়েছেন?

উত্তর হল, হাঁ।

এরপর দরজা খোলা হল। এই আকাশে আমরা এক ব্যক্তিকে দেখলাম, যার ডান দিকেও রুহের ঝাঁক ছিল এবং বাম দিকেও। তিনি ডান দিকে তাকিয়ে হাসতেন এবং বামদিকে তাকিয়ে ক্রন্দন করতেন। তিনি আমাকে দেখে মারহাবা মহান পুত্র ও নবী বললেন।

আমি জিবরাঈলকে জিজ্ঞাসা করলাম, ইনি কে? তিনি বললেন, ইনি আদম (আঃ)। তাঁর ডান ও বাম দিকে যারা রয়েছে, তারা তাঁর আওলাদ। ডানদিকে যারা, তারা জান্নাতী, আর বাম দিকে যারা, তারা দোযখী। তাই তিনি ডান দিকে তাকিয়ে হাসেন এবং বাম দিকে তাকিয়ে কাঁদেন।

এরপর জিবরাঈল আমাকে নিয়ে দ্বিতীয় আকাশে পৌঁছলেন এবং এর দারোগাকে দরজা খুলতে বললেন। তিনিও পূর্বোক্ত চাবি বাহকের পন্থায় সওয়াল ও জওয়াব করার পর দরজা খুলে দিলেন।

হযরত আনাস ইবনে মালেক বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আকাশসমূহে হযরত আদম, ইদরীস, ঈসা, মূসা ও হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সাথে মোলাকাত করেছেন। কিন্তু এ কথা বলেন নি যে, কার সাথে কোন্ আকাশে মোলাকাত হয়েছে। ইবনে শেহাব যুহরীর কাছে ইবনে হযম এবং তাঁর কাছে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও আবূ হাব্বা আনছারী বর্ণনা করতেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন– এরপর আমাকে এক উঁচু সমতল ভূমিতে আরোহণ করানো হয়। সেখানে আমি কলমের আওয়াজ শুনেছি। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন– রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন– এরপর আল্লাহ তায়ালা আমার উম্মতের উপর পঞ্চাশ নামায ফরয করেন। আমি ফিরে মূসা (আঃ)-এর কাছে এলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেনঃ আল্লাহ তায়ালা আপনার উম্মতের উপর কি ফরয করেছেন? আমি পঞ্চাশ নামাযের কথা বললে তিনি বললেন, আপনি প্রতিপালকের কাছে যান। কারণ, আপনার উম্মতের মধ্যে এতটুকু শক্তি নেই। আমি ফিরে গেলাম। আল্লাহ বললেন, এই পাঁচ নামায দেয়া হল, যা (সওয়াবে) পঞ্চাশ নামাযের সমান। আমার কথায় কোন পরিবর্তন হয় না। হুযূর (সাঃ) বলেন, আমি মূসা (আঃ)-এর কাছে এলাম। তিনি আমাকে আবার যেতে বললেন। আমি বললাম, আমি প্রতিপালকের কাছে যেতে লজ্জাবোধ করি। এরপর আমাকে সিদরাতুল-মুনাতাহা পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হল। এর উপর এমন রঙের প্রাধান্য ছিল, যা হৃদয়ঙ্গম করতে আমি অক্ষম হলাম। এরপর আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হল। তাতে মোতির গম্বুজ ছিল এবং তার মাটি ছিল মেশক।

ইমাম সুয়ূতী বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ যাওয়ায়েদুল মসনদে এবং ইবনে মরদুওয়াইহি ও ইবনে আসাকির ইউনুস, যুহরী ও আনাসের তরিকায় উবাই ইবনে কা'ব থেকে হুবহু এমনিভাবে রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। এ কারণে আলেমগণের একটি দল এই রেওয়ায়েতকে মসনদে উবাই ইবনে কা'বের মধ্যে গণ্য করেছেন। ইবনে হজর আসকালানী বলেন, এই রেওয়ায়েতে বিকৃতি হয়ে গেছে। আসলে এটি আবূ যর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। কোন কপি থেকে "যর" শব্দটি বাদ পড়েছে। তাই ভুলক্রমে একে মসনদে উবাই ইবনে কা'বের মধ্যে শামিল করা হয়েছে।

মুসলিম হযরত আবূ যর (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি প্রতিপালককে দেখেছেন? তিনি জওয়াব দিলেন, তিনি তো আপাদমস্তক নূর। তাঁকে কিরূপে দেখতে পারি?

আবূ নয়ীম, আবূ হারুন আবদীর তরিকায় আবূ সায়ীদ খুদরী (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, নবী করীম (সাঃ) বলেছেনঃ আমি এশার সময়ে মসজিদে হারামে নিদ্রিত ছিলাম। জনৈক আগন্তুক এসে আমাকে জাগ্রত করল। আমি একটি কাল্পনিক আকার অনুভব করলাম। আমি চারদিকে দৃষ্টিপাত করে মসজিদের বাইরে এলাম। অতঃপর আমি সওয়ারীর জন্যে একটি জন্তু দেখলাম, যা তোমাদের খচ্চরদের সাথে অধিক সামঞ্জস্যশীল ছিল। তার কর্ণদ্বয় এক নাগাড়ে নড়াচড়া করছিল। একে বোরাক বলা হয়। আমার পূর্বে পয়গাম্বরগণ এতে সওয়ার হতেন। সে আপন দৃষ্টিসীমার শেষ প্রান্তে পা ফেলে চলত। আমি এতে সওয়ার হয়ে যাচ্ছিলাম, এমন সময় হঠাৎ ডানদিক কেউ আমাকে ডেকে বলল, মোহাম্মদ! আমার দিকে তাকান, আমি আপনাকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই। আমি তার প্রতি কর্ণপাত করলাম না। এরপর বাম দিক থেকে কে জানি আওয়াজ দিল, মোহাম্মদ! আমার দিকে দেখুন। আমি আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাই। আমি তার প্রতিও ভ্রুক্ষেপ করলাম না। এরপর বোরাকে চড়ে যেতে যেতে এক নারীর উপর দৃষ্টি পতিত হল। তার উন্মুক্ত কবজিদ্বয়ে দুনিয়ার যাবতীয় সাজসজ্জা ছিল। সে-ও বলল, মোহাম্মদ, আমার দিকে দেখুন। আমি আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা

করতে চাই। আমি তার প্রতিও মনোযোগ দিলাম না। অবশেষে আমি বায়তুল-মোকাদ্দাসে পৌঁছলাম। পয়গাম্বরগণ আপন আপন সওয়ারী যে বৃত্তের সাথে বাঁধতেন, আমি আমার বোরাককে তার সাথে বেঁধে দিলাম। জিবরাঈল আমার কাছে দু'টি পাত্র আনলেন। একটিতে শরাব ও অপরটিতে দুধ ছিল। আমি দুধ পান করলাম এবং শরাব প্রত্যাখ্যান করলাম। জিবরাঈল বললেন, আপনি স্বভাবধর্ম অবলম্বন করেছেন। আমি বললাম, আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর।

জিবরাইল জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি সফরে কি কি দেখলেন? আমি বললাম, আমার চলার পথে এক আহবানকারী ডান দিক থেকে ডেকে বলল, মোহাম্মদ! আমার দিকে দেখুন। আমি কিছু প্রশ্ন করতে চাই। আমি তাঁকে কোন জবাব দেইনি। জিবরাঈল বললেন, এই আহবানকারী ছিল ইহুদী। আপনি তাকে জবাব দিলে আপনার উম্মত ইহুদী হয়ে যেত। এরপর আমি বললাম, আমার চলার পথে অন্য একজন আহবানকারী বাম দিক থেকে আওয়াজ দিল, মোহাম্মদ! আমার দিকে তাকান। আমি কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাই। আমি তাকেও কোন জবাব দেইনি। জিবরাঈল বললেন, এই আহবানকারী খৃষ্টান ছিল। আপনি তাকে জবাব দিলে আপনার উম্মত খৃষ্টান হয়ে যেত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আরও বললেন, আমি চলার পথে এক মহিলাকে দেখলাম। সে আপন কবজিদ্বয় উন্মুক্ত রেখেছিল এবং আল্লাহর সৃষ্টি করা সকল সাজসজ্জায় সজ্জিত ছিল। সে-ও আমাকে বলল, মোহাম্মদ! আমার দিকে দেখুন। আমি কিছু প্রশ্ন করতে চাই। আমি তাকেও কোন জবাব দেইনি। জিবরাঈল বললেন, সে ছিল দুনিয়া। যদি আপনি তার ডাকে সাড়া দিতেন, তবে আপনার উম্মত দুনিয়াকে আখেরাতের উপর অগ্রাধিকার দিত।

হুযুর (সাঃ) বলেনঃ এরপর আমি ও জিবরাঈল উভয়েই বায়তুল-মোকাদ্দাসে গেলাম এবং প্রত্যেকেই দু'দু' রাকাত নামায পড়লাম। অতঃপর আমার সামনে একটি সিঁড়ি আনা হল। এতে বনী-আদমের রুহ আরোহণ করে। এই সিঁড়ির চেয়ে সুন্দর সিঁড়ি কারও নজরে পড়েনি। এই সিঁড়ি দেখে সকলেই আনন্দিত হয়। এরপর আমরা উভয়েই উপরে আরোহণ করলাম। আমি এক ফেরেশতাকে দেখলাম, যার নাম ইসমাঈল। সে দুনিয়ার আকাশের দারোগা। তার সামনে সত্তর হাজার ফেরেশতা রয়েছে। প্রত্যেক ফেরেশতার অধীনে এক লক্ষ ফেরেশতার দল আছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ আপনার প্রতিপালকের লশকর কত, তা একমাত্র তিনিই জানেন।

জিবরাইল আকাশের দরজা খুলতে বললেন। প্রশ্ন হল ঃ কে? উত্তর হলঃ জিবরাঈল। প্রশ্ন হলঃ আপনার সঙ্গে কে? উত্তর হলঃ মোহাম্মদ (সাঃ)। প্রশ্ন হলঃ তাঁকে কি আল্লাহর তরফ থেকে বার্তা পাঠানো হয়েছে? জিবরাঈল বললেনঃ হাঁ।

এরপর দেখি কি, হযরত আদম (আঃ) সেই দিনের আকার আকৃতিতে বিরাজমান আছেন, যেদিন আল্লাহতায়ালা তাঁকে সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর সামনে তাঁর মুমিন সন্তানদের রুহ পেশ করা হচ্ছিল। তিনি তাদেরকে দেখে বলছিলেন– পবিত্র রুহ, পবিত্র মন। এদেরকে ইল্লিয়্যিনে স্থান দাও। এরপর তাঁর সামনে তাঁর কাফের সন্তানদের রুহ পেশ করা হল। তিনি তাদেরকে দেখে বললেন ঃ পাপিষ্ঠ রুহ, পাপিষ্ঠ মন। এদেরকে সিজজীনে নিয়ে যাও। আমি একটু আস্তে চলে অনেকগুলো দস্তরখান দেখলাম, যার উপর রান্না করা গোশত আছে। কিন্তু এর কাছে কেউ উপস্থিত ছিল না। এরপর আমি আরও কিছু দস্তরখানা দেখলাম, যার উপর পঁচা গলিত ও দুর্গন্ধযুক্ত গোশত ছিল। প্রচুর সংখ্যক মানুষ এই গোশ্‌ত ভক্ষণ করছে। আমি জিবরাঈলকে জিজ্ঞাসা করলামঃ এরা কারা? তিনি বললেনঃ এরা আপনার উম্মতের সেই সব লোক, যারা হালাল ছেড়ে হারাম খায়। এরপর আমি কিছুদূর চলে এমন লোকদেরকে দেখলাম, যাদের পেট গৃহের মত ছিল। তাদের কেউ দাঁড়ালে তৎক্ষণাৎ মাটিতে পড়ে যেত। তারা বলত, পরওয়ারদেগার, কিয়ামত কায়েম করো না। তারা ফেরাউনীদের মত ছিল। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক আসত এবং তাদেরকে পদতলে পিষ্ট করে যেত। তারা আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করত। আমি জিবরাঈলকে জিজ্ঞাসা করলামঃ এরা কারা? তিনি বললেনঃ এরা আপনার উম্মতের সুদখোর। এরপর আমি আরও অগ্রসর হয়ে এমন লোকদেরকে দেখলাম, যাদের ঠোঁট ছিল উটের ঠোঁটের মত। তারা মুখ খুলে তাতে পাথর ভরত। অতঃপর সেই পাথর তাদের নিম্নভাগ দিয়ে বের হয়ে যেত। আমি তাদেরকে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করতে শুনলাম। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ এরা কারা? জিবরাঈল বললেনঃ এরা আপনার উম্মতের সেইসব লোক, যারা এতীমের ধনসম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে। "যারা এতীমদের ধনসম্পদ খায়, তারা আসলে আগুন খায়। সত্বরই তারা সর্বগ্রাসী অগ্নিতে প্রবেশ করবে।"

এরপর আমি আরও অগ্রসর হয়ে এমন মহিলাদের দেখলাম, যারা নিজেদের স্তনে বাঁধা অবস্থায় ঝুলছিল। আরও কিছু মহিলা ছিল, যারা উপুড় হয়ে পদদ্বয়ে শিকল বাঁধা অবস্থায় ঝুলছিল। তারা আল্লাহ তায়ালার সামনে কান্নাকাটি করছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ এরা কারা? জিবরাঈল বললেনঃ এরা আপনার উম্মতের সে সব মহিলা, যারা যিনা করে এবং সন্তান হত্যা করে। এরপর আমি অগ্রসর হয়ে কিছু লোককে দেখলাম, যাদের বাহুর গোশত কাটা হচ্ছিল, আর তারা সে গোশত ভক্ষণ করছিল। তাদের প্রত্যেককে বলা হচ্ছিলঃ খা, যেমন তুই তোর ভাইয়ের গোশত খেতে। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ এরা কারা? জিবরাঈল বললেনঃ এরা আপনার উম্মতের সেসব লোক, যারা পশ্চাতে পর নিন্দা করে এবং প্রকাশ্যে তিরস্কার করে।

এরপর আমরা দ্বিতীয় আকাশে গেলাম। সেখানে আমি আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সর্বাধিক সুশ্রী এক ব্যক্তিকে দেখলাম। সমগ্র সৃষ্টির উপর তাঁর এমন শ্রেষ্ঠত্ব ছিল, যেমন সমস্ত নক্ষত্রের উপর পূর্ণিমার চাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ ইনি কে? জিবরাঈল বললেনঃ ইনি আপনার ভাই হযরত ইউসুফ (আঃ)। তাঁর সাথে তার কওমের একটি দল ছিল। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি জবাব দিলেন।

এরপর আমরা তৃতীয় আকাশে আরোহণ করলাম। সেখানে হযরত ইয়াহইয়া ও হযরত ঈসা (আঃ) ছিলেন এবং তাদের সাথে তাদের কওমের একটি দল ছিল। আমি উভয়কে সালাম করলাম। তারা জবাব দিলেন।

এরপর আমি চতুর্থ আকাশে গেলাম। সেখানে হযরত ইদরীস (আঃ) ছিলেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে উচ্চ মর্তবা দান করেছেন। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি জওয়াব দিলেন।

এরপর আমি পঞ্চম আকাশে গেলাম। সেখানে হারুন (আঃ) ছিলেন। তাঁর অর্ধেক দাড়ি সাদা ও অর্ধেক কাল ছিল এবং নাভির কাছাকাছি পর্যন্ত প্রলম্বিত ছিল। আমি জিবরাঈলকে জিজ্ঞাসা করলামঃ ইনি কে? তিনি বললেনঃ ইনি তাঁর সম্প্রদায়ের প্রিয়জন হারুন ইবনে এমরান। তাঁর সঙ্গে তাঁর কওমের একটি দল ছিল। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি জবাব দিলেন।

এরপর আমি ষষ্ঠ আকাশে গেলাম। সেখানে হযরত মূসা (আঃ) ছিলেন। তিনি গোধূম বর্ণের ও অধিক কেশ বিশিষ্ট ছিলেন। শরীরে জামা না থাকলে কেশ বাইরে এসে যেত। তিনি বললেনঃ মানুষ মনে করে যে, আমি আল্লাহর দরবারে তাদের চেয়ে অধিক সম্মানিত। অথচ তারা আল্লাহর দৃষ্টিতে আমার চেয়ে অধিক সম্মানিত। আমি জিবরাঈলকে জিজ্ঞাসা করলামঃ ইনি কে? তিনি বললেনঃ ইনি আপনার ভাই মূসা (আঃ) ইবনে এমরান। তাঁর সঙ্গে তাঁর কওমের একটি দল ছিল। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি জবাব দিলেন।

এরপর আমি সপ্তম আকাশে গেলাম। সেখানে হযরত ইবরাহীম (আঃ) ছিলেন। তিনি বায়তুল-মামূরে ঠেস দিয়ে বসেছিলেন। আমি জিবরাঈলকে জিজ্ঞাসা করলামঃ ইনি কে? তিনি বললেনঃ ইনি আপনার পিতামহ হযরত খলিলুর রহমান। তাঁর সঙ্গে তাঁর কওমের একটি দল ছিল। আমি তাঁকে সালাম করলে তিনি সালামের জবাব দিলেন।

এরপর আমাকে বলা হলঃ এটা আপনার এবং আপনার উম্মতের গৃহ। হঠাৎ আমি আমার উম্মতকে দেখলাম তারা দু'দলে বিভক্ত হয়ে গেছে। এক দলের শরীরে কাগজের ন্যায় শুভ্র পোশাক ছিল এবং অপর দলের শরীরে মলিন বসন ছিল। আমি বায়তুল-মামূরে গেলাম। আমার সাথে শুভ্র পোশাকধারী ব্যক্তিগণও

ছিল। মলিন পোশাক পরিহিত ব্যক্তিদেরকে যেতে নিষেধ করা হল যদিও তারা ভাল অবস্থায় ছিল। আমি এবং শুভ্র পোশাকধারী মুমিনগণ বায়তুল-মামূরে নামায পড়লাম। এরপর আমরা সকলেই বাইরে এলাম।

হুযূর (সাঃ) এরশাদ করেন– বায়তুল-মামূরে প্রত্যহ সত্তর হাজার ফেরেশতা নামায পড়ে। এরপর কিয়ামত পর্যন্ত তাদের পালা আসে না।

এরপর আমাকে সিদরাতুল-মুনতাহা পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হল। এর প্রত্যেকটি পাতা এমন বিশালাকার ছিল যে, এ উম্মতকে ঘিরে নিতে পারে। আমি তাতে একটি প্রবাহিত ঝরণা দেখলাম, যাকে "সালসাবিল" বলা হয়। এই ঝরণা থেকে দু'টি নদী বহমান ছিল। একটি কাওসর ও অপরটি নহরে রহমত। আমি এতে গোসল করলে আমার আগে পিছের সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি মাফ করা হল। এরপর আমাকে জান্নাতে দাখিল করা হল। আমার সামনে একটি বাঁদী এল। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলামঃ তুমি কার বাঁদী। সে বললঃ যায়দ ইবনে হারেছার।

জান্নাতে এমন অনেক নদী রয়েছে, সেগুলোর পানি অপরিবর্তনীয়। অনেক নদী রয়েছে দুধের, যার স্বাদ পরিবর্তন হবে না। আর অনেক নদী আছে শরাবের, যা পান করলে খুব সুস্বাদু মনে হবে। আবার মধুর নদীও অনেক রয়েছে, যা খুবই স্বচ্ছ। সেখানকার ডালিম বালতির মত ছিল। আমি সেখানকার পাখি দেখেছি, যা তোমাদের উটের অনুরূপ ছিল। এরপর আমার সামনে দোযখ আনা হল। এতে আল্লাহ তায়ালার ক্রোধ, আযাব ও গযব ছিল। এতে পাথর লোহা নিক্ষেপ করা হলে দোযখ তাকে খেয়ে ফেলত।

সিদরাতুল-মুনতাহা আমাকে ঘিরে নিল। আমার ও তাঁর মধ্যে দু'ধনুক অথবা আরও কম দূরত্ব রয়ে গেল। এর প্রত্যেক পাতায় একজন করে ফেরেশতা অবতরণ করল। এখানে আমার উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হল এবং বলা হল, আপনি প্রতিটি নেক কাজের জন্যে দশগুণ ছোয়াব পাবেন। নেক কাজের দৃঢ় সংকল্প করার পর তা না করলেও একটি ছোয়াব লিখা হবে। আর করলে দশ ছোয়াব লিখা হবে। পক্ষান্তরে মন্দ কাজের ইচ্ছা করার পর আমল না করলে কিছুই লিখা হবে না। আমল করলে একটি গোনাহ লিখা হবে।

এরপর আমি মূসা (আঃ)-এর কাছে এলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেনঃ আপনার পরওয়ারদেগার আপনাকে কি আদেশ করেছেন? আমি বললামঃ পঞ্চাশ নামাযের আদেশ করেছেন। তিনি বললেনঃ প্রতিপালকের কাছে যেয়ে সহজ করণের আবেদন করুন। কেননা, আপনার উম্মত এ আদেশ পালন করতে সক্ষম হবে না। আমি প্রতিপালকের কাছে এসে আরয করলামঃ পরওয়ারদেগার, আমার উম্মতের জন্যে সহজ করুন। কেননা, তারা দুর্বলতম উম্মত। সে মতে দশ নামায হ্রাস করা

হল। হযরত মূসা (আঃ)-এর কাছে ফিরে এলে তিনি শুনে আবার যেতে বললেন। এভাবে হযরত মূসা (আঃ) ও প্রতিপালকের নিকট বারবার যাওয়ার পর অবশেষে আল্লাহ তায়ালা পাঁচ নামায করে দিলেন। তখন আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে একজন ফেরেশতা ঘোষণা করলঃ আমি আমার ফরয পূর্ণ করেছি এবং বান্দাদের জন্যে সহজ করে দিয়েছি। আমি তাদেরকে এক পুণ্যের বিনিময়ে দশ গুণ ছোয়াব দিয়েছি। মূসা (আঃ) এরপরও যেতে বললে আমি বললামঃ আমি বার বার গিয়েছি। এখন যেতে শরম লাগে।

এরপর সকাল বেলায় হুযূর (সাঃ) মক্কায় এ আশ্চর্য ঘটনা সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করলেন এবং বললেনঃ আমি রাতে বায়তুল-মোকাদ্দাস গিয়েছি এবং আমাকে আকাশমণ্ডলীর ভ্রমণ করানো হয়েছে। আমি এই এই বস্তু দেখেছি। আবু জহল বললঃ মোহাম্মদের কথাবার্তা তোমাদের কাছে আশ্চর্যজনক মনে হয় না? হুযূর (সাঃ) বলেনঃ আমি তাদেরকে কোরায়শদের কাফেলা সম্পর্কে অবগত করলাম যে, আকাশে যাওয়ার সময় আমি তাদেরকে অমুক অমুক জায়গায় দেখেছি। কাফেলার উট পালিয়ে গিয়েছিল। ফিরে এসে আমি তাদেরকে মাটির কাছে দেখেছিলাম। উপস্থিত কাফেরদের মধ্যে এক ব্যক্তি বললঃ আমি বায়তুল-মোকাদ্দাস সম্পর্কে সম্যক অবগত আছি। বলুন, এর অবস্থান আকার-আকৃতি কিরূপ? পাহাড় থেকে এর দূরত্ব কতটুকু? আল্লাহ তায়ালা বায়তুল মোকাদ্দাসের সম্পূর্ণ চিত্র রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর চোখের সামনে প্রস্ফুটিত করে দিলেন। তিনি সেদিকে এমনভাবে দেখছিলেন, যেমন কেউ তার গৃহকে দেখে। তিনি বায়তুল মোকাদ্দাসের নির্মাণকৌশল, অবস্থান এবং পাহাড় থেকে এর দূরত্ব বলে দিলেন। মুশরিক বললঃ আপনি ঠিকই বলেছেন।

ইবনে মরদুওয়াইহি আবূ নযরাহ ও আবূ সায়ীদ থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, শবে মে'রাজে আমি কাওসরের কাছ দিয়ে যাই। জিবরাঈল বললেন, এটা সেই কাওসর, যা আপনার প্রতিপালক আপনাকে দান করেছেন। আমি এর মাটি স্পর্শ করে দেখলাম সেটা ছিল সুগন্ধিযুক্ত মেশক।

আবূ নয়ীম মোহাম্মদ ইবনে কা'ব কুরযী থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) দেহইয়া কলবীকে একটি পত্রসহ রোম সম্রাটের কাছে প্রেরণ করেন। দেহইয়া সম্রাটের সাথে মেছ্ নামক স্থানে সাক্ষাৎ করলেন। পত্রের সূচনা এভাবে ছিল- মোহাম্মদ রসূলুল্লাহর পক্ষ থেকে রোম সম্রাটের নামে। এটা দেখে সম্রাটের ভাই ক্রুদ্ধ হয়ে বললঃ দেখেন না, সে আপনার নামের পূর্বে নিজের নাম দিয়ে পত্র শুরু করেছে এবং আপনাকে কেবল রোম সম্রাট বলেছে! আপনার বিশাল, রাজত্বের উল্লেখ করেনি। সম্রাট বললেনঃ আমি তোমাকে নির্বোধ, কমবয়েসী ও উন্মাদ মনে করি। তোমার অভিপ্রায় এ যে, কারও পত্র পাঠ করার পূর্বেই তা ছিঁড়ে

ফেলতে হবে। আমার জীবনের কসম, লোকটি যদি তার দাবীতে সত্যবাদী হয় যে, সে আল্লাহর রসূল, তবে নিজের নাম দিয়ে পত্র শুরু করাই সমীচীন, সে আমাকে রোম সম্রাট লিখেছে। এটা মিথ্যা নয়- সত্য। আল্লাহ তায়ালা রোমবাসীদেরকে আমার অনুগত করে দিয়েছেন। তিনি ইচ্ছা করলে তাদেরকে আমার প্রতি বিরূপও করে দিতে পারেন। এরপর সম্রাট পত্র পাঠ করলেন এবং বললেনঃ

রোমবাসীগণ! আমি মনে করি ইনি সেই ব্যক্তি, যার সুসংবাদ হযরত ঈসা (আঃ) দিয়েছেন। যদি আমি নিশ্চিতরূপে জানতে পারি যে, ইনিই সেই ব্যক্তি, তবে আমি তাঁর কাছে যাব এবং স্বয়ং তাঁর সেবা করব। তাঁর ওযূর পানি আমার হাত ছাড়া মাটিতে পড়তে দিব না।

রোমকরা বললঃ আমাদের খোদা এরূপ নন যে, তিনি এমন একজন বেদুঈনকে 'রেসালত' দিয়ে দিবেন, যে লেখাপড়া জানে না, আর আমাদেরকে বাদ দিবেন। অথচ আমরা কিতাবধারী।

সম্রাট তাদের কথা শুনে বললেনঃ আসল হেদায়াত আমার কাছে রয়েছে। আমার ও তোমাদের মধ্যে ইনজীল আছে। সেটি এনে খুলে দেখব। যদি তিনি সেই নবী হন, তবে আমরা একান্তভাবে তাঁর অনুসরণ করব। নতুবা আমরা পূর্ববৎ ইনজীল মোহর করে রাখব। এক মোহরের জায়গায় অন্য একটি মোহর লেগে যাবে- এই যা।

রাবী বর্ণনা করেন- সে সময় ইনজীলে বারটি স্বর্ণের মোহর আঁটা ছিল। প্রথমে এতে হিরাক্লিয়াস মোহর লাগিয়েছিল। এরপর যত সম্রাট তার স্থলাভিষিক্ত হত, সে তাতে মোহর লাগিয়ে দিত। প্রত্যেক সম্রাট তার পরবর্তী সম্রাটকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করত যে, আমাদের ধর্মে ইনজীল খোলা বৈধ নয়। যেদিন ইনজীল খোলা হবে, সেদিন খৃষ্টানদের ধর্ম পরিবর্তিত হয়ে যাবে এবং আমাদের বাদশাহী খতম হয়ে যাবে।

মোটকথা, সম্রাট ইনজীল আনালেন এবং তার এগারটি মোহর ভেঙ্গে ফেললেন। মাত্র একটি মোহর বাকী রয়ে গেল। এমন সময় পাদ্রী, তার সহকারীদের নিয়ে সকলেই আহাজারি করতে করতে সম্রাটের কাছে এল। তারা পরনের বস্ত্র ছিন্ন করতে, স্ব স্ব মুখমণ্ডলে আঘাত করতে এবং মাথার চুল ছিঁড়তে শুরু করল। সম্রাট জিজ্ঞাসা করলেনঃ তোমাদের কি হল? এমন করছ কেন? তারা বললঃ আজ আপনার পরিবারের বাদশাহী বরবাদ হয়ে যাবে এবং জাতির ধর্ম বদলে যাবে।

সম্রাট বললেনঃ আসল হেদায়াত আমার কাছে আছে। তারা বললঃ তড়িঘড়ি করবেন না। সে ব্যক্তির অবস্থা অনুসন্ধান করুন, তার সাথে পত্র লেখালেখি করুন

এবং তার সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করুন। সম্রাট বললেনঃ এমন কে আছে, তার কাছে আমরা সেই নবীর অবস্থা জানতে পারব? পাদ্রীরা বললঃ সিরিয়ায় অনেক জাতির লোক রয়েছে। এমন লোক খুঁজে আনতে সম্রাট সিরিয়ায় লোক পাঠালেন।

অবশেষে আবু সুফিয়ান ও তার সঙ্গীবর্গকে রোম সম্রাটের কাছে আনা হল। সম্রাট আবু সুফিয়ানকে প্রশ্ন করলেনঃ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি নিজেকে নবী বলে দাবী করেছেন, তাঁর অবস্থা কি তোমার জানা আছে? জানলে আমাদেরকে অবহিত কর। আবু সুফিয়ান যথাসম্ভব রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ব্যাপারটিকে খাটো করে প্রকাশ করতে ত্রুটি করল না। সে বললঃ

সম্রাট, আপনি নবুওতের দাবীদার এ ব্যক্তির মর্যাদা খুব একটা উঁচু মনে করবেন না। আমরা তাঁকে যাদুকর, কবি, অতীন্দ্রিয়বাদী ইত্যাদি বলি। একথা শুনে সম্রাট বললেন, সেই খোদার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তাঁর আগেও লোকেরা পয়গাম্বরগণকে এ ধরনের কথাই বলত। সম্রাট আবু সুফিয়ানকে বললেনঃ তোমাদের মধ্যে তার যে পারিবারিক প্রভাব, সে সম্পর্কে অবহিত কর। আবু সুফিয়ান বললঃ সে আমাদের মধ্যে মধ্যবিত্ত পরিবারের অন্তর্ভুক্ত।

সম্রাট বললেনঃ সৃষ্টিকর্তা এমনিভাবে প্রত্যেক নবীকে মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আবির্ভূত করেন। এখন তুমি তাঁর অনুসারীদের সম্পর্কে বল।

আবু সুফিয়ান বললঃ আমাদের কওমের মধ্যে যারা অপেক্ষাকৃত অল্প বয়স্ক ও নির্বোধ, তারাই তাঁর অনুসারী। আমাদের নেতৃস্থানীয় কেউ তাঁর অনুসরণ করেনি। সম্রাট বললেনঃ এ ধরনের লোকেরাই পয়গাম্বরগণের অনুসারী হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় লোকদের সামনে একটা বড় বাধা থাকে এবং সেটা হচ্ছে তাদের পদমর্যাদা এবং আত্ম অহঙ্কারবোধ। আচ্ছা বল যে, তাঁর অনুসারীরা তাঁর ধর্মে দাখিল হওয়ার পর আবার তা পরিত্যাগ করে কি? আবু সুফিয়ান বললঃ না, তাদের কেউ এ ধর্ম পরিত্যাগ করে না। সম্রাট বললেনঃ তাঁর ধর্মে প্রতিদিনই কিছু লোক দাখিল হচ্ছে কি? আবু সুফিয়ান উত্তর দিল ঃ হাঁ।

সম্রাট বললেনঃ এ নবী সম্পর্কে তোমরা আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিতই করে যাচ্ছ। খোদার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, সেদিন দূরে নয়, যখন সে আমার পায়ের তলার এ দেশের উপরও প্রাধান্য বিস্তার করবে। রোমকগণ, এ নবীর দাওয়াতের প্রতি ধাবিত হও। এস, আমরা এ দাওয়াত কবুল করে নিই।

এরপর আমরা তার কাছে সিরিয়ার জন্যে আবেদন করব, যাতে আমাদের কালেই সিরিয়া পদদলিত না হয়। কেননা, কোন সম্রাট কোন নবীর দাওয়াত কবুল করার পর নবীর কাছে যে আবেদন করেছে, নবী তা কবুল করেছেন। আমি যা বলি, রোমকগণ, তোমরা তাই কর।

রোমকরা উত্তেজিত হয়ে বললঃ আমরা কখনও আপনার কথা মেনে নিব না।

আবু সুফিয়ান বর্ণনা করেন- রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সম্রাটের দৃষ্টিতে হেয় করার এছাড়া কোন বাধা আমার সামনে ছিল না যে, যদি আমি রোমক সম্রাটের সামনে কোন মিথ্যা কথা বলি, তবে এ জন্যে তিনি আমাকে পাকড়াও করবেন এবং আমাকে সত্যবাদী মনে করবেন না। তাই আমি অগত্যা মে'রাজের বিষয় উত্থাপন করে বললামঃ মহামান্য সম্রাট, আমি কি আপনাকে এমন একটি বিষয় সম্পর্কে অবহিত করব না, যদ্দারা আপনি তার মিথ্যা ভাষণ সহজেই অনুমান করতে পারবেন? সম্রাট জিজ্ঞাসা করলেনঃ সেটি কি? আমি বললামঃ এ নবী সম্প্রতি বলতে শুরু করেছে যে, সে মক্কার হেরেম থেকে রওয়ানা হয়ে এক রাতের মধ্যেই আপনাদের মসজিদে-ইলিয়া পর্যন্ত এসেছে এবং ভোর হওয়ার পূর্বেই আবার মক্কায় ফিরে গেছে!

এ সময় ইলিয়ার প্রধান পাদ্রী সম্রাটের সন্নিকটেই উপস্থিত ছিল। সে বললঃ আমি সে রাত সম্পর্কে জানি। সম্রাট তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেনঃ আপনি সেই রাত সম্পর্কে কি জানেন? পাদ্রী বললঃ আমি রাতে বায়তুল-মোকাদ্দাসের দরজা বন্ধ না করা পর্যন্ত শয্যা গ্রহণ করি না। সে রাতে আমি মসজিদের সকল দরজা বন্ধ করে দেই, কিন্তু একটি দরজা কিছুতেই বন্ধ করা গেল না। সেটি বন্ধ করার জন্যে আমি সকল কর্মচারী ও উপস্থিত লোকদের সাহায্য নেই; কিন্তু সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার পরও দরজা এক ইঞ্চিও নাড়ানো গেল না। মনে হচ্ছিল যেন আমরা পাহাড়কে নাড়া দেয়ার চেষ্টা করছি। এরপর কাঠ মিস্ত্রিদেরকে ডাকা হল। তারা দেখে বললঃ এর উপর দরজার চৌকাঠ পড়ে গেছে কিংবা উপর দিককার প্রাচীর ভেঙ্গে পড়েছে। সকাল হলে আমরা আবার চেষ্টা করে দেখব। এরপর আমি দরজাটি খোলা রেখেই চলে গেলাম। সকালে উঠে আমি দরজায় রক্ষিত পাথরের গায়ে একটি ছিদ্র দেখলাম। এতে কোন সওয়ারীকে বাঁধার চিহ্ন ছিল। আমি আমার সহকর্মীদেরকে বললামঃ গত রাতে কোন মহামানবের কারণেই হয়ত এ দরজা আটকে দেয়া হয়েছিল। আমার বিশ্বাস এ রাতেই সে নবী আমাদের মসজিদে নামায পড়েছেন।

এ কথা শুনে সম্রাট বললেনঃ রোমকগণ! তোমরা জান যে, হযরত ঈসা (আঃ) ও কিয়ামতের মাঝখানে একজন নবী আসবেন। হযরত ঈসা (আঃ) তোমাদেরকে সে নবীর সুসংবাদ দিয়েছেন। আমার মনে হয় তিনি সেই নবী, যাঁর সুসংবাদ যিশু দিয়েছেন। অতএব, এ নবী যে ধর্মের দাওয়াত দেন, তোমরা তা কবুল করে নাও। কিন্তু ইতিমধ্যেই রোমকরা ঘৃণা ও ক্ষোভে উন্মত্ত হয়ে উঠল। তারা সমস্বরে চীৎকার করে এর প্রতিবাদ করল।

সম্রাট রোমকদের এই ক্ষোভ দেখে প্রমাদ গুণলেন এবং নিজের ভবিষ্যতের কথা ভেবে কথার মোড় ঘুরিয়ে বললেনঃ রোমকগণ! শান্ত হও, খৃষ্ট ধর্মের প্রতি তোমাদের নিষ্ঠা ও দৃঢ়তা যাচাই করার জন্যেই আমি তোমাদেরকে ডেকেছি এবং এসব কথা বলেছি। এ কথা শুনে রোমকরা সকলেই সম্রাটের সামনে আভূমি নত হয়ে গেল।

ইবনে মরদুওয়াইহি, তিবরানী, আবু ইয়ালা, ঈসা ও আবদুর রহমান থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, জিবরাঈল নবী করীম (সাঃ)-এর খেদমতে একটি বোরাক নিয়ে আসেন এবং তাকে সওয়ার করিয়ে সঙ্গে নিয়ে যান। এ বোরাক যখন নিম্নভূমিতে চলত, তখন তার হাত লম্বা এবং পা খাটো হয়ে যেত। পক্ষান্তরে যখন সে উচ্চভূমিতে পৌঁছত, তখন হাত খাটো এবং পা লম্বা হয়ে যেত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) পথের ডান দিকে এক ব্যক্তিকে পেলেন। সে দু'বার তাঁকে আওয়াজ দিল এবং বললঃ রাস্তা আমার দিকে। জিবরাঈল বললেনঃ আপনি চলুন এবং কারও সাথে কোন কথা বলবেন না। এরপর এক ব্যক্তিকে পথের বাম দিকে পেলেন। সে বললঃ মোহাম্মদ! পথ আমার দিকে। জিবরাঈল বললেনঃ আপনি চলুন এবং কোন কথা বলবেন না। এরপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) এক পরমা সুন্দরী রমণীকে দেখতে পেলেন। জিবরাঈল বললেনঃ আপনি সে ব্যক্তিকে চিনেন, যে আপনাকে পথের ডানদিক থেকে ডাক দিয়েছিল? হুযূর (সাঃ) বললেনঃ না। জিবরাঈল বললেনঃ সে ছিল ইহুদী। সে আপনাকে ইহুদী ধর্মের প্রতি আহবান করছিল। যে ব্যক্তি পথের বাম দিক থেকে ডাক দিয়েছিল, আপনি তাকে চিনেন? হুযূর (সাঃ) বললেনঃ না। জিবরাঈল বললেনঃ সে ছিল খৃষ্টান। সে আপনাকে খৃষ্ট ধর্মের প্রতি আহবান করছিল। আপনি সে পরমাসুন্দরী রমণীকে চিনেন? হুযূর (সাঃ) বললেনঃ না। জিবরাঈল বললেনঃ সে ছিল দুনিয়া। সে আপনাকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করছিল।

এরপর হুযূর (সাঃ) ও জিবরাঈল বায়তুল-মোকাদ্দাসে উপনীত হলেন। সেখানে একটি জমাত উপবিষ্ট ছিল। তারা সকলেই বললেন ঃ মারহাবা ইয়া নবী উম্মী। জমাতে একজন বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিও ছিলেন। হুযূর (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেনঃ ইনি কে? জিবরাঈল বললেনঃ ইনি আপনার পিতামহ ইবরাহীম (আঃ) আর ইনি মূসা, ইনি ঈসা (আঃ)। এরপর নামাযের একামত হল। সকলেই একে অপরকে অগ্রে দিতে চাইলেন। অবশেষে রসূলুল্লাহকে (সাঃ) অগ্রে বাড়িয়ে দেয়া হল। অতঃপর পানীয় আনা হল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) দুধ গ্রহণ করলেন। জিবরাঈল বললেনঃ আপনি স্বভাবধর্ম অবলম্বন করেছেন। এরপর হুযূর (সাঃ)-কে পরওয়ারদেগারের কাছে যেতে বলা হল। তিনি গেলেন, অতঃপর ফিরে এলেন। প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেনঃ আমার উম্মতের উপর পঞ্চাশ নামায ফরয করা হয়েছে। হযরত মূসা (আঃ) বললেনঃ প্রতিপালকের কাছে যান এবং উম্মতের জন্যে সহজকরণের

আবেদন করুন। কারণ, আপনার উম্মত এত বেশী নামায পড়তে পারবে না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) গেলেন এবং ফিরে এলেন। মূসার (আঃ) প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেনঃ পঁচিশ নামায হ্রাস করা হয়েছে। মূসা (আঃ) আবার যেয়ে সহজকরণের আবেদন করতে বললেন। তিনি আবার গেলেন এবং ফিরে এসে বললেনঃ বার নামায করে দেয়া হয়েছে। হযরত মূসা (আঃ) আবার যেতে বললেন এবং হুযূর (সাঃ) ফিরে এসে বললেনঃ পাঁচ নামায করে দেয়া হয়েছে। হযরত মূসা (আঃ) আবার যেয়ে সহজকরণের আবেদন করতে বললে হুযূর (সাঃ) এরশাদ করলেনঃ আমি বারবার প্রতিপালকের কাছে যেতে লজ্জাবোধ করছি। আমার প্রতিপালক আরও বলেছেন যে, তিনি প্রত্যেক বার যাওয়ার কারণে আমার প্রত্যেক আবেদন কবুল করেছেন।

ইবনে জরীর, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে মরদুওয়াইহি, বাযযার, আবু ইয়ালা ও বায়হাকী হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, জিবরাইল মিকাঈলকে সঙ্গে নিয়ে নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে এলেন। জিবরাঈল মিকাঈলকে বললেনঃ আমার কাছে একটি পাত্র ভর্তি যমযমের পানি নিয়ে এস। তাঁর কলবকে পবিত্র এবং বক্ষকে প্রশস্ত করতে হবে। এরপর জিবরাঈল রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উদর বিদীর্ণ করে তিনবার ধৌত করলেন। বক্ষ বিদীর্ণ করে বক্রতা ইত্যাদি প্রকারের যা কিছু ছিল সব বের করে দিলেন। অতঃপর তাতে সহনশীলতা, জ্ঞান, ঈমান ও ইসলাম ভরে দিলেন। তার উভয় কাঁধের মাঝখানে মোহরে নবুয়ত লাগিয়ে দিলেন। এরপর একটি ঘোড়া এনে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সওয়ার করালেন। এ ঘোড়ার নাম ছিল বোরাক। সে দৃষ্টিসীমার শেষ প্রান্তে পা ফেলে চলত। চলতে চলতে তাঁরা এমন এক সম্প্রদায়ের কাছে এলেন, যারা একই দিনে চাষাবাদ করে একই দিনে ফসল কাটত। ফসল কাটার পর ক্ষেত পূর্ববৎ হয়ে যেত। হুযূর (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেনঃ এরা কারা? জিবরাঈল বললেনঃ এরা আল্লাহর পথে জেহাদকারী। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে একটি নেকীর জন্যে সাত'শ প্রতিদান দেন। এরপর তারা এমন লোকদের কাছ দিয়ে গমন করলেন, যাদের মাথা ভেঙ্গে চুরমার করা হচ্ছিল। চুরমার করার পর মুহূর্তেই মাথা পূর্ববৎ হয়ে যেত। এ কার্যধারা অহরহ চলছিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেনঃ এরা কারা? উত্তর হলঃ এরা ফরয নামাযের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করত। এরপর তারা এমন লোকদের কাছ দিয়ে গেলেন, যাদের লজ্জাস্থানে অগ্রে ও পিছনে তালি লাগানো ছিল। তারা গৃহপালিত পশু ও উটের মত ঘাস খাচ্ছিল। যাক্কুম, নূড়ী, এবং জাহান্নামের পাথর চিবাচ্ছিল। হুযূর (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেনঃ এরা কারা? জিবরাঈল বললেনঃ এরা মালের যাকাত দিত না। আল্লাহ তাদের উপর কোন জুলুম করেননি। এরপর তাঁরা এক সম্প্রদায়ের কাছ দিয়ে গেলেন, যাদের সম্মুখে এক পাতিলে রান্না করা গোশত ছিল এবং এক

পাতিলে কাঁচা ও পচা গোশত রাখা ছিল। তারা পচা গোশত খেয়ে যাচ্ছিল। রান্না করা গোশত খাচ্ছিল না। হুযূর (সাঃ) তাদের পরিচয় জানতে চাইলে জিবরাঈল বললেনঃ এরা আপনার উম্মতের সে সব পুরুষ, যাদের গৃহে হালাল ও পবিত্রা স্ত্রী রয়েছে; কিন্তু এরপরও তারা নাপাক নারীদের কাছে যায় এবং রাত্রি যাপন করে। এমনিভাবে এরা সেসব মহিলা, যারা আপন হালাল পবিত্র স্বামীর কাছ থেকে উঠে কোন নাপাক পুরুষের কাছে আসে এবং সকাল পর্যন্ত সেখানেই থাকে।

এরপর তারা এক কাষ্ঠখণ্ডের কাছ দিয়ে গেলেন। এটি রাস্তায় পতিত ছিল। যে কোন কাপড় তার কাছ দিয়ে যেত, সে তা ছিন্ন করে দিত এবং প্রত্যেক বস্তুকে চিরে দিত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এটা কি জানতে চাইলে জিবরাঈল বললেনঃ এটা আপনার উম্মতের সেইসব লোকের অবস্থা, যারা রাস্তায় বসে রাহাজানি করে। এরপর তারা এক ব্যক্তির নিকট দিয়ে গেলেন। সে লাকড়ির একটি বড় বোঝা জমা করে রেখেছিল এবং তা বহন করতে পারছিল না। এতদসত্ত্বেও সে আরও লাকড়ী এনে এনে একত্রিত করছিল। হুযূর (সাঃ) এই ব্যক্তির পরিচয় জানতে চাইলে জিবরাঈল বললেনঃ সে আপনার উম্মতের এমন ব্যক্তি, যার উপর মানুষের অনেক প্রাপ্য ও আমানত রয়েছে। এগুলো শোধ করতে সে সক্ষম নয়; অথচ বোঝা আরও বড় করতে সচেষ্ট থাকে।

এরপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) এমন সম্প্রদায়ের নিকট দিয়ে গমন করলেন, যাদের জিহ্বা ও ঠোঁট লোহার কাঁচি দিয়ে কাটা হচ্ছিল। কাটার পরই তা আবার পূর্ববৎ হয়ে যেত। হুযূর (সাঃ)-এর জিজ্ঞাসার জবাবে জিবরাঈল বললেনঃ এরা হচ্ছে পথভ্রষ্টকারী ওয়ায়েয (উপদেশদাতা)। এরপর তিনি একটি ছোট পাথরের কাছ দিয়ে গেলেন, যার মধ্য থেকে একটি বড় বলদ সৃষ্টি হয়। এরপর সে বলদ পাথরের ভিতর যেতে চায়; কিন্তু যেতে পারে না। জিবরাঈলকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেনঃ এটা সে ব্যক্তির অবস্থা, যে একটি বড় কথা উচ্চারণ করে, অতঃপর তজ্জন্যে অনুতাপ করে কিন্তু কথাটি ফিরিয়ে নিতে সক্ষম হয় না। অতঃপর হুযূর (সাঃ) একটি উপত্যকা দিয়ে গেলেন। সেখানে পবিত্র শীতল হাওয়া, মেশকের সুগন্ধি এবং একটি আওয়াজ শুনতে পেলেন। জিবরাঈল বললেনঃ এটা জান্নাতের আওয়াজ। এতে বলা হচ্ছে পরওয়ারদেগা!, তুমি আমাকে যে ওয়াদা দিয়েছ, তা পূরণ কর। কেননা, আমার মধ্যে রেশম, মোতি, প্রবাল, রূপা, সোনা, পান, পাত্র, সওয়ারী, মধু, পানি, দুধ ও শরাবের বিশাল ভান্ডার হয়ে গেছে। আল্লাহপাক এরশাদ করলেনঃ তোমার জন্যে মুসলিম পুরুষ ও নারী এবং মুমিন পুরুষ ও নারী মনোনীত করা হয়েছে। এ কথা শুনে জান্নাত বললঃ আমি প্রস্তুত। এরপর তিনি আরও একটি উপত্যকা দিয়ে গেলেন। সেখানে হৃদয়বিদারক শব্দ ও দুর্গন্ধ অনুভূত হল। জিবরাঈল বললেনঃ এটা জাহান্নামের শব্দ। সে বলছে, পরওয়ারদেগার, আমাকে

যে ওয়াদা দিয়েছ, তা পূরণ কর। কেননা, আমার মধ্যে শিকল, বেড়ি, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, উত্তপ্ত পানি, কন্টক, পুঁজ ও আযাবের এক বিশাল ভান্ডার গড়ে উঠেছে। আল্লাহ পাক এরশাদ করলেনঃ তোর জন্যে মুশরিক পুরুষ ও নারী, কাফের পুরুষ ও নারী, দুশ্চরিত্র, দুশ্চরিত্রা এবং বেঈমান ও অহংকারী মনোনীত করা হয়েছে। জাহান্নাম বললঃ আমি সন্তুষ্ট।

এরপর হুযূর (সাঃ) বায়তুল-মোকাদ্দাসে পৌঁছলেন। তিনি ঘোড়া থেকে নেমে ঘোড়াটি পাথরের সাথে বেঁধে দিলেন। অতঃপর ভিতরে গেলেন এবং ফেরেশতাদের সাথে নামায পড়লেন। নামাযান্তে ফেরেশতারা জিবরাঈলকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ আপনার সাথে ইনি কে? তিনি বললেনঃ ইনি মোহাম্মদ। ফেরেশতারা বললঃ তাঁর কাছে আল্লাহ তায়ালার বার্তা প্রেরিত হয়েছে কি? জিবরাঈল বললেনঃ হাঁ। তারা বললঃ আল্লাহ তাঁর প্রতি সালাম নাযিল করুন। তিনি উত্তম ভাই ও উত্তম খলিফা। তাঁর আগমন শুভ হয়েছে। এরপর পয়গাম্বরগণের রূহের সাথে মোলাকাত হল। সকলেই আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করলেন। হযরত ইবরাহীম (আঃ) বললেনঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাকে খলীল করেছেন, অনুসৃত করেছেন এবং অগ্নি থেকে উদ্ধার করেছেন। অগ্নিকে আমার জন্যে শীতলতা ও নিরাপত্তার উপায় করেছেন। এরপর মূসা (আঃ) আল্লাহর হামদ করলেন এবং বললেনঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার, যিনি আমার সাথে বাক্যালাপ করেছেন, ফেরাউনীদের ধ্বংসযজ্ঞ ও বনী ইসরাঈলের মুক্তির জন্যে আমাকে মাধ্যম করেছেন এবং আমার উম্মত থেকে একটি দল সৃষ্টি করেছেন, যারা সত্যের পথপ্রদর্শক ও সত্যের অনুগামী। এরপর দাউদ (আঃ) আল্লাহ তায়ালার প্রশংসাকীর্তন করে বললেনঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার, যিনি আমাকে যবূরের জ্ঞান দিয়েছেন, আমার জন্যে লোহাকে নরম করেছেন, পাহাড়কে বশীভূত করেছেন, ফলে সে আমার সাথে তসবীহ পাঠ করে এবং পক্ষীকুলও তসবীহ পাঠ করে। এরপর হযরত সোলায়মান (আঃ) বললেনঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার, যিনি বায়ুকে আমার করতলগত করেছেন, শয়তানদেরকে আজ্ঞাবহ করেছেন, তারা আমি যা চাই, তাই তৈরী করে দেয়; যেমন বড় বড় অট্টালিকা, চৌবাচ্চা, ডেগ ইত্যাদি এবং যিনি আমাকে পাখীদের বুলি সম্পর্কে জ্ঞান দিয়েছেন আমার জন্যে শয়তান, মানুষ, জিন ও পক্ষীদের লশকরকে বশীভূত করেছেন, আমাকে এমন রাজত্ব দান করেছেন, যা আমার পরে কারও জন্যে সম্ভবপর হবে না এবং এ রাষ্ট্র পরিচালনার কোন হিসাবও আমার কাছে চাওয়া হবে না।

এরপর ঈসা (আঃ) আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করে বললেনঃ সমস্ত তওফীক আল্লাহর, যিনি আমাকে আপন কলেমা করেছেন, আমাকে আদম (আঃ)-এর

অনুরূপ বানিয়েছেন, আমাকে লেখা এবং তওরাত ও ইনজীলের জ্ঞান দান করেছেন। আমি মাটি দিয়ে পাখির পুতুল তৈরী করতাম, এরপর তাতে ফুঁক মারতাম, অতঃপর আল্লাহ্ তায়ালার নির্দেশে জ্যান্ত পাখি হয়ে যেত। আমি আল্লাহর নির্দেশে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে সুস্থ করে দিতাম এবং মৃতকে জীবিত করতাম। তিনি আমাকে উচ্চ মর্তবা দান করেন, পবিত্র করেন। আমাকে ও আমার জননীকে বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় দেন। ফলে আমরা শয়তানের কলাকৌশল থেকে মুক্ত ছিলাম।

এরপর হুযূর (সাঃ)ও আপন প্রতিপালকের প্রশংসা করলেন এবং বললেনঃ আপনারা সকলেই আল্লাহ্ পাকের প্রশংসা করেছেন। এখন আমিও আল্লাহপাকের প্রশংসা করছি। আল্লাহ আমাকে সমগ্র বিশ্বের জন্যে রহমত করেছেন। আমাকে সমগ্র মানবজাতির জন্যে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছেন। আমার উপর ফোরকান নাযিল করেছেন, যা সবকিছুর বর্ণনাকারী। আমার উম্মতকে সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত করেছেন। যারা মানুষের উপকারের জন্যে সৃজিত হয়েছে। আমার উম্মতকে আওয়ালও করেছেন, আখেরও করেছেন। আমার বক্ষকে প্রশস্ত করেছেন। আমার বোঝা হালকা করেছেন এবং আমার আলোচনাকে উচ্চে তুলে ধরেছেন। এ কথা শুনে হযরত ইবরাহীম (আঃ) বললেনঃ এসব গুণসৌকর্যের কারণেই আপনি সকলের সেরা হয়ে গেছেন।

এরপর তিনটি পাত্র আনা হল, যেগুলোর মুখ বন্ধ ছিল। যে পাত্রে পানি ছিল, সেটি পেশ করে পান করতে বলা হলো। হুযূর (সাঃ) কিছু পান করলেন। এরপর দুধের পাত্র পেশ করা হল। তিনি পেট ভরে দুধপান করলেন। অতঃপর তৃতীয় পাত্র পেশ করা হল, যাতে শরাব ছিল। হুযূর (সাঃ) বললেনঃ আমি এটা পান করি না। আমি তৃপ্ত হয়ে গেছি। জিবরাঈল বললেনঃ সত্বরই আপনার উম্মতের উপর শরাব হারাম হয়ে যাবে। আপনি এ শরাব পান করলে আপনার উম্মতের খুব কমসংখ্যক লোক আপনার অনুসরণ করত।

এরপর হুযূর (সাঃ)-কে আকাশে নিয়ে যাওয়া হল এবং দরজা খুলতে বলা হল। প্রশ্ন হলঃ কে? উত্তর হলঃ জিবরাঈল। আরও কিছু সওয়াল-জওয়াবের পর হুযূর (সাঃ) ভিতরে চলে গেলেন।

সেখানে একজন পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিকে দেখলেন। তাঁর ডান দিকে একটি দরজা রয়েছে, যেখান থেকে সুগন্ধি ভেসে আসছে এবং বাম দিকে একটি দরজা রয়েছে, সেখান থেকে দুর্গন্ধ ছুটে আসছে। তিনি যখন ডানদিকের দরজার দিকে তাকান, তখন আনন্দিত হন এবং হাসেন। আর যখন বাম দিকের দরজার দিকে তাকান, তখন কাঁদেন এবং বিষণ্ন হয়ে যান। জিবরাঈল বললেনঃ ইনি আপনার পিতামহ আদম (আঃ)। তাঁর ডান দিকের দরজাটি জান্নাতের। তিনি যখন আপন সন্তানদের

মধ্য থেকে জান্নাতীদেরকে দেখেন, তখন হাসেন, এবং আনন্দিত হন। আর বাম দিকের দরজাটি হচ্ছে দোযখের। আপন সন্তানদের মধ্যে যারা দোযখে প্রবেশ করবে, তিনি তাদেরকে দেখে কাঁদেন এবং বিষণ্ন হন।

এরপর জিবরাঈল হুযূর (সাঃ)-কে দ্বিতীয় আকাশে নিয়ে গেলেন। সেখানে আগের মতই সওয়াল-জওয়াবের পর তিনি ভিতরে প্রবেশ করলেন। সেখানে একজনকে দেখলেন, যিনি রূপ ও সৌন্দর্যে সকল মানুষের উপর শ্রেষ্ঠ; যেমন পূর্ণিমার চাঁদ সকল নক্ষত্রের উপর শ্রেষ্ঠ। হুযূর (সাঃ)-এর প্রশ্নের উত্তরে জিবরাঈল বললেনঃ ইনি আপনার ভাই হযরত ইউসুফ (আঃ)।

এরপর তৃতীয় আকাশে পৌঁছে পূর্বোক্তরূপ সওয়াল-জওয়াবের পর দু'খালাতো ভাই হযরত ঈসা ও হযরত যাকারিয়া (আঃ)কে দেখলেন। জিবরাঈল তাঁকে তাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। অতঃপর চতুর্থ আকাশে পৌঁছে হযরত ইদরীস (আঃ)-কে দেখলেন। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে সুউচ্চ মর্যাদা দান করেছেন। অতঃপর তাঁকে পঞ্চম আকাশে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে এক ব্যক্তিকে উপবিষ্ট দেখতে পেলেন। তাঁর চারপাশে সমবেত একদল লোকের কাছে তিনি কিছু বর্ণনা করছিলেন। জিবরাঈলকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেনঃ ইনি হারুন (আঃ), যাকে মানুষ খুব মহব্বত করত। তাঁর আশেপাশে উপবিষ্টরা হচ্ছে বনী-ইসরাঈল।

এরপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) ষষ্ঠ আকাশে গেলেন। সেখানে এক ব্যক্তি উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি তাকে অতিক্রম করতেই তিনি কাঁদতে লাগলেন। জিবরাঈল বললেনঃ ইনি মূসা (আঃ)। ক্রন্দনের কারণ এই যে, তিনি বলেনঃ বনী-ইসরাঈল মনে করে যে, আদমসন্তানদের মধ্যে আমি সর্বাধিক সম্মানিত। এ আগন্তুকও আদম সন্তানদের একজন। তিনি আমার পরে দুনিয়াতে এসেছেন; কিন্তু আখেরাতে অগ্রগামী হয়ে গেছেন। এটা তাঁর বিশেষ ব্যক্তিগত ব্যাপার হলে আমি পরওয়া করতাম না। কিন্তু প্রত্যেক নবীর সঙ্গে তাঁর উম্মতও থাকবে।

এরপর হুযূর (সাঃ)-কে সপ্তম আকাশে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানেও উপরোক্ত রূপ সওয়াল জওয়াব ও সাদর সম্ভাষণের পর একজন সাদা কেশধারী ব্যক্তিকে জান্নাতের দরজার কাছে উপবিষ্ট দেখলেন। তাঁর কাছে কাগজের মত শুভ্র মুখমন্ডলবিশিষ্ট একদল লোক বসাছিল। আরও একদল ছিল, যাদের গায়ের রঙ কিছুটা মলিন ছিল। তারা সেখান থেকে উঠে এক নদীতে গেল এবং গোসল করে এল। ফলে তাদের রঙ সামান্য পরিষ্কার হয়ে গেল। এরপর তারা একের পর এক তৃতীয় নদীতে গোসল করে এলে তাদের রঙ পূর্ণরূপে উজ্জ্বল হয়ে গেল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেনঃ এ সাদা কেশধারী ব্যক্তি কে এবং উজ্জ্বল চেহারাবিশিষ্ট লোকগুলো কারা?

জিবরাঈল বললেনঃ ইনি আপনার পিতামহ হযরত ইবরাহীম (আঃ)। ভূপৃষ্ঠে তাঁর কেশই সর্বপ্রথম সাদা হয়েছে। শুভ্র মুখমণ্ডল বিশিষ্ট লোকগুলো হচ্ছে সে সব লোক, যাদের ঈমানে লেশমাত্র শিরক নেই। আর যাদের গায়ের রঙ কিছুটা মলিন, তারা উম্মতের সেসব লোক, যারা সৎকর্ম ও অসৎকর্ম উভয়ই করেছে। এরপর তারা আল্লাহতায়ালার কাছে তওবা করেছে। আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করেছেন। আর নদীগুলো হচ্ছে প্রথমটি নহরে-রহমত, দ্বিতীয়টি নহরে-নেয়ামত এবং তৃতীয়টি এই আয়াতের প্রতীক وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا তাদের প্রতিপালক তাদেরকে পাক-পবিত্র শরাব পান করাবেন।

এরপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) সিদরাতুল-মুনতাহায় গেলেন। তাঁকে বলা হলঃ আপনার উম্মতের যারা আপনার সুন্নতের অনুসারী হবে, তারা প্রত্যেকেই এখানে পৌঁছবে। এ বৃক্ষের মূল শিকড় থেকে এমন এমন নদী প্রবাহিত, যাতে কোন পরিবর্তন নেই। দুধের নদীতে দুধের স্বাদে পরিবর্তন হয় না।

শরাবের নদীতে এমন শরাব রয়েছে,যা খুবই সুস্বাদু। আরও রয়েছে স্বচ্ছ মধুর নদী। এ বৃক্ষের ছায়ায় সওয়ার ব্যক্তি সত্তর বছর চলেও তা অতিক্রম করতে পারে না। এর পাতা এত বড় যে, সমগ্র উম্মতকে ঘিরে নিতে পারে। সৃষ্টির নূর ও ফেরেশতারা এ বৃক্ষকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

এখানে আল্লাহ তায়ালা রসূলে করীম (সাঃ)-এর সাথে কথা বললেন এবং এরশাদ করলেনঃ আবেদন করুন। হুযূর (সাঃ) বললেনঃ পরওয়ারদেগার, আপনি হযরত ইবরাহীমকে খলীল করেছেন এবং বিশাল রাজত্ব দান করেছেন। মূসা (আঃ)-এর সাথে কালাম করেছেন। দাউদ (আঃ)-কে বিশাল সাম্রাজ্য দান করেছেন। তাঁর জন্যে লোহাকে নরম এবং পাহাড়কে বশীভূত করেছেন। সোলায়মান (আঃ)-কে আজিমুশশান সাম্রাজ্য দান করেছেন। তাঁর জন্যে জিন, মানব, শয়তান ও বায়ুকে করতলগত করেছেন এবং অভূতপূর্ব রাজত্ব দান করেছেন, যা তাঁর পরেও কেউ লাভ করতে পারবে না। ঈসা (আঃ)-কে তওরাত ও ইনজীলের জ্ঞান দিয়েছেন। তিনি আপনার নির্দেশে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে আরোগ্যদান ও মৃতকে জীবিত করতেন। তাঁকে ও তাঁর জননীকে শয়তান থেকে নিরাপদ করেছেন। আল্লাহ পাক এরশাদ করলেনঃ আমি আপনাকে খলীল ও হাবীব করেছি। তওরাতে আপনার নাম হাবিবুর রহমান লিখিত আছে। আপনাকে সমগ্র মানব জাতির জন্যে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি। আপনার বক্ষ উন্মোচিত করেছি। আপনার বোঝা হালকা করেছি এবং আপনার আলোচনা উচ্চ করেছি। ফলে আমাকে স্মরণ করার সাথে আপনাকে স্মরণ করা হয়। আপনার উম্মতকে সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত করেছি। তারা মানুষের উপকারের জন্যে সৃজিত হয়েছে। আপনার উম্মতকে ন্যায়পরায়ণ করেছি। আপনার উম্মত আওয়ালও, আখেরও।

তারা যদি সাক্ষ্য দেয় যে, আপনি আমার বান্দা ও রসূল, তবে তাদের কোন গোনাহ বাকী থাকবে না। তাদের অন্তর তাদের ইনজীল। সৃষ্টির দিক দিয়ে পয়গাম্বরগণের মধ্যে আপনি সর্বপ্রথম এবং আবির্ভাবের দিক দিয়ে সর্বশেষ। আমি আপনাকে سبع مثانی দান করেছি, যা আপনার পূর্বে কাউকে দেইনি। আপনাকে খাওয়াতীমে সূরা বাকারা সেই বিশেষ ভান্ডার থেকে দান করেছি, যা আরশের নিচে অবস্থিত। এটাও আপনার পূর্বে কেউ পায়নি। আপনাকে কাওসার দিয়েছি। আমি আপনাকে আটটি খন্ড দিয়েছি; অর্থাৎ ইসলাম, হিজরত, জেহাদ, নামায, ছদকা, রোযা, আমর বিল মারুফ ও নাহী আনিল মুনকার। আপনাকে ফাতেহ্ (বিজয়ী) এবং খাতেম (খতমকারী) ও করেছি।

নবী করীম (সাঃ) বলেনঃ আমার প্রতিপালক আমাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তিনি আমাকে "রহমাতুল্লিল-আলামীন" করে প্রেরণ করেছেন এবং সমগ্র মানব জাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী করে প্রেরণ করেছেন। আমার শত্রুর মনে এক মাসের দূরত্ব থেকে আমার ভয়ভীতি ঢুকিয়ে দিয়েছেন। আমার জন্যে গনীমত (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) হালাল করেছেন। আমার পূর্বে কারও জন্যে এটা হালাল ছিল না। সমগ্র ভূপৃষ্ঠকে আমার জন্যে মসজিদ ও পাক হওয়ার উপকরণ করে দিয়েছেন। আমার উম্মতকে আমার সামনে পেশ করা হয়েছে। তাদের অনুসারী ও অনুসৃত আমার কাছে গোপন থাকেনি। আমি আমার উম্মতকে এমন লোকদের কাছে আসতে দেখলাম, যারা চুলের জুতা পরিধান করে। আমি তাদেরকে এমন লোকদের কাছেও আসতে দেখলাম, যাদের মুখমণ্ডল প্রশস্ত এবং চক্ষু এমন ছোট, যেন সুই দিয়ে স্থাপন করা হয়েছে। আমার উম্মত আমার পরে যেসব বিষয়ের সম্মুখীন হবে, সেগুলো আমার কাছে গোপন থাকেনি।

হুযূর (সাঃ)-কে অতঃপর পঞ্চাশ নামাযের আদেশ দেয়া হয়। তিনি মূসা (আঃ)-এর কাছে এলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন। আপনাকে কি আদেশ দেয়া হয়েছে। হুযূর (সাঃ) বললেনঃ পঞ্চাশ নামায। মূসা (আঃ) বললেনঃ প্রতিপালকের কাছে যেয়ে সহজ করণের আবেদন করুন। কেননা, আপনার উম্মত অতিশয় দুর্বল। আমি বনী-ইসরাঈলের তরফ থেকে অনেক যাতনা ভোগ করেছি। হুযূর (আঃ) তাই করলেন। ফলে দশ নামায হ্রাস করা হল। আবার মূসা (আঃ)-এর কাছে এসে এ কথা বললে তিনি পুনরায় যেয়ে সহজকরণের আবেদন করতে বললেন। তিনি তাই করলেন। এভাবে কয়েকবার আবেদন করার পর অবশেষে পাঁচ নামায রয়ে গেল। মূসা (আঃ) আরও হ্রাস করাতে বললে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ এখন আমার লজ্জাবোধ হচ্ছে। তাই আর যাব না। তাঁকে বলা হলঃ আপনি পাঁচ নামায মেনে নিয়েছেন। তাই এ পাঁচ নামাযই আপনার জন্যে পঞ্চাশ নামাযের সমান। কেননা, প্রত্যেক নেক কাজের ছোয়াব দশগুণ। অতঃপর নবী করীম (সাঃ) পূর্ণরূপে সম্মত হয়ে গেলেন।

বোখারী, মুসলিম ও ইবনে জরীর সায়ীদ ইবনে মুসাইয়িব ও আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন- শবে মে'রাজে আমি মূসা (আঃ)-এর সাথে মোলাকাত করি। তিনি শানওয়া গোত্রের লোকদের মত লম্বা, ছিপছিপে ও সোজা চুলবিশিষ্ট ছিলেন। আমি হযরত ঈসা (আঃ)-এর সাথেও সাক্ষাৎ করি। তিনি মাঝারি গড়নের লাল বর্ণ বিশিষ্ট ছিলেন। আমি হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কেও দেখেছি। তাঁর সন্তানদের মধ্যে আমি সর্বাধিক তাঁর সাথে মিল রাখি। এরপর আমার কাছে দু'টি পাত্র আনা হয়। একটিতে দুধ ও অপরটিতে শরাব ছিল। আমাকে বলা হল, যেটি ইচ্ছা গ্রহণ করুন। আমি দুধের পাত্র নিয়ে পান করলাম। বলা হলঃ আপনি স্বভাবধর্ম পেয়ে গেছেন। শরাব পছন্দ করলে আপনার উম্মত গোমরাহ হয়ে যেত।

মুসলিম হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ আমি হাতীমে দন্ডায়মান ছিলাম, আর কোরায়শরা আমাকে মে'রাজের ঘটনাবলী জিজ্ঞাসা করছিল। তারা বায়তুল-মোকাদ্দাসের এমন কিছু বিষয় জিজ্ঞাসা করল, যা আমার মনে পড়ছিল না। তাই আমি যারপর নেই উদ্বিগ্ন হলাম। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা বায়তুল-মোকাদ্দাসকে আমার সামনে তুলে ধরলেন। আমি স্বচক্ষে দেখতে লাগলাম। এখন কোরায়শরা যা যা জিজ্ঞাসা করল, আমি নিঃসংকোচে তা বলে দিলাম। মে'রাজে আমি পয়গাম্বরগণের মধ্যেও ছিলাম। আমি দেখলাম মূসা (আঃ) দাঁড়িয়ে নামায পড়ছেন। তিনি ছিলেন ছিপছিপে দেহের অধিকারী। তাঁর চুল ছিল কোঁকড়ানো। মনে হচ্ছিল যেন শানওয়া গোত্রের একজন। আমি হযরত ঈসা (আঃ)-কেও দন্ডায়মান হয়ে নামায পড়তে দেখলাম। তাঁর আকার-আকৃতি ওরওয়া ইবনে মসউদ ছকৃফীর সাথে অনেকটা মিল রাখে। ইবরাহীম (আঃ)ও নামাযরত অবস্থায় দৃষ্টিগোচর হলেন। তাঁর দেহাবয়ব আমার সাথে অনেক বেশী সামঞ্জস্যশীল। ইতিমধ্যে নামাযের সময় হয়ে যায়। আমি সকলের ইমামতি করলাম। নামাযান্তে কেউ বললঃ মোহাম্মদ (সাঃ)! ইনি জাহান্নামের দারোগা মালেক। তাঁকে সালাম করুন। আমি তাঁর দিকে তাকালে তিনি নিজেই আমাকে সালাম করলেন।

আহমদ, ইবনে মরদুওয়াইহি, ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে মাজা হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ শবে মে'রাজে আমি সপ্তম আকাশে উঠে উপরে তাকাই। হঠাৎ গর্জন শুনলাম ও আগুন দেখতে পেলাম। আমি এমন লোকদের মধ্যে এলাম, যাদের পেট এক একটি গৃহের মত ছিল। পেটের ভিতরে সর্প ছিল, যেগুলি বাইরে থেকেই দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। জিবরাঈলকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেনঃ এরা সুদখোর। দুনিয়ার আকাশে এসে আমি নিচে দৃষ্টিপাত করলাম। ধুলাবালি ও ধোঁয়া দৃষ্টিগোচর হল এবং বিভিন্ন আওয়াজ অনুভব করলাম। জিবরাঈল বললেনঃ এরা শয়তান, মানুষের

দৃষ্টিপথে চক্রাকারে ঘুরাফেরা করে, যাতে মানুষ উর্ধ্বজগতের বিষয়াদি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করতে না পারে। এ বাধা না থাকলে মানুষ অনেক আশ্চর্য বিষয়াদি প্রত্যক্ষ করত।

আহমদ ইবনে মরদুওয়াইহি হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ শবে মে'রাজে আমি বায়তুল-মোকাদ্দাসে সেই জায়গায় পা রাখি, যেখানে পয়গাম্বরগণ পা রাখতে। আমার সম্মুখে হযরত ঈসা (আঃ)-কে পেশ করা হয়। তার সাথে সর্বাধিক মিল রাখে, এমন ব্যক্তি হচ্ছে ওরওয়া ইবনে মসউদ ছকফী। আমার সামনে হযরত মূসা (আঃ)-কে পেশ করা হয়। তিনি ছিপছিপে ছিলেন এবং চুল ছিল কোঁকড়ানো। হযরত ইবরাহীম (আঃ)-ও আমার নযরে পড়েন। আমিই তার সাথে অধিক মিল রাখি।

ইবনে মরদুওয়াইহি সোলায়মান তাইমীর তরিকায় আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন- রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন- আমি আকাশে পৌঁছে হযরত মূসা (আঃ)-কে তাঁর কবরে নামায পড়তে দেখেছি।

ইবনে সা'দ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবীকরীম (সাঃ) শবে মে'রাজে ফেরার পথে যীতুয়া নামক স্থানে পৌঁছে জিবরাঈলকে বললেনঃ আমার কওম আমাকে সত্য বলে বিশ্বাস করবে না। জিবরাঈল বললেনঃ আপনি চিন্তিত হবেন না। আবূ বকর অবশ্যই করবে এবং এ কারণেই তিনি ছিদ্দিক।

মে'রাজ সম্পর্কে হযরত আয়েশার (রাঃ) হাদীস

ইবনে মরদুওয়াইহি, হাকেম ও বায়হাকী হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বায়তুল-মোকাদ্দাস পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়। পরদিন সকালে তিনি মানুষের সামনে এ ঘটনাবলী বর্ণনা করলেন। এতে মুমিনদের মধ্যে কিছু লোক ইসলামত্যাগী মুরতাদ হয়ে গেল। তারা দ্রুত আবু বকর (রাঃ)-এর কাছে এসে বললঃ আপনি আপনার সঙ্গীর কোন খবর রাখেন কি? তিনি বলে যাচ্ছেন যে, গত রাতে তাঁকে বায়তুল-মোকাদ্দাস ভ্রমণ করানো হয়েছে। আবু বকর (রাঃ) বললেনঃ তিনি কি সত্য সত্যই এ কথা বলেছেন? তারা বললঃ হাঁ। হযরত আবূ বকর (রাঃ) বললেনঃ তাহলে সেটা নিঃসন্দেহে সত্য ঘটনা। আমি বিশ্বাস করি যে, তিনি সত্যবাদী। আমি এর চেয়ে অনেক দূরের খবর সম্পর্কে তাঁকে সত্যবাদী বলে বিশ্বাস করি। তিনি সকালে কিংবা বিকালে আকাশের খবরাদি দিয়ে থাকেন। বলাবাহুল্য, এ কারণেই হযরত আবু বকর (রাঃ) ছিদ্দীক উপাধিতে ভূষিত হন।

ইবনে মরদুওয়াইহি হেশাম ইবনে ওরওয়া থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেনঃ আমাকে আকাশে নিয়ে যাওয়ার পর জিবরাঈল আযান

দিলেন। ফেরেশতারা মনে করল যে, জিবরাঈল তাদেরকে নামায পড়াবেন। কিন্তু জিবরাঈল আমাকে অগ্রে বাড়িয়ে দিলেন। আমি ফেরেশতাগণকে নামায পড়ালাম।

ইবনে মরদুওয়াইহি ইয়াহইয়া ইবনে এবাদ, এবাদ ইবনে আবদুল্লাহ এবং আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়রের বরাত দিয়ে রেওয়ায়েত করেন যে, আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) বর্ণনা করেন- আমি হুযূর (সাঃ)-এর কাছে শুনেছি যে, সিদরাতুল-মুনতাহায় সোনালী প্রজাপতি আছে। এর ফল মটকার মত বৃহৎ এবং এর পাতা হাতির কানের মত। আমি আরয করলামঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি সিদরাতুল-মুনতাহার কাছে কি দেখেছেন? তিনি বললেনঃ আমি সেখানে পরওয়ারদেগারকে দেখেছি।

হযরত উম্মে হানীর (রাঃ) হাদীস

ইবনে ইসহাক ও ইবনে জরীর আবু ছালেহ-এর বরাত দিয়ে রেওয়ায়েত করেছেন যে, উম্মেহানী বিনতে আবু তালেব (রাঃ) বর্ণনা করেন- শবে মে'রাজে নবী করীম (সাঃ) আমার গৃহে নিদ্রিত ছিলেন। এর আগে তিনি এশার নামায পড়েন। এরপর তিনিও ঘুমিয়ে পড়েন এবং আমরাও ঘুমিয়ে পড়ি। ভোরের আগে তিনি আমাদেরকে জাগ্রত করলেন। তাঁর সাথে আমরাও যখন ভোরের নামায পড়ে নিলাম, তখন তিনি বললেনঃ উম্মেহানী! আমি তোমাদের সাথে এখানে এশার নামায পড়েছিলাম, যা তুমি নিজে দেখেছ। এরপর আমি বায়তুল-মোকাদ্দাসে চলে যাই। আমি সেখানে নামায পড়েছি। এখন আবার তোমাদের সাথে ফজরের নামায পড়লাম, যা তুমি নিজেই দেখতে পাচ্ছ।

তিবরানী, ইবনে মরদুওয়াইহি হযরত উম্মে হানী (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, শবে মে'রাজে নবী করীম (সাঃ) আমার গৃহে নিদ্রিত ছিলেন। আমি রাতে তাঁকে পেলাম না। ফলে এ আশংকায় সারারাত আমার ঘুম হল না যে, কোথাও কোরায়শরা তাঁকে অপহরণ করে নি তো।

পরে হুযূর (সাঃ) বললেনঃ জিবরাঈল আমার কাছে এলেন এবং আমার হাত ধরে বাইরে নিয়ে গেলেন। আমি দরজার বাইরে একটি চতুষ্পদ জন্তু দেখলাম, যা খচ্চর অপেক্ষা নিচু ও গাধা অপেক্ষা উঁচু ছিল। জিবরাঈল আমাকে তাঁর উপর সওয়ার করিয়ে বায়তুল-মোকাদ্দাস নিয়ে গেলেন। আমাকে হযরত ইবরাহীম (সাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করালেন। তাঁর দৈহিক গড়ন আমার গড়নের অনুরূপ ছিল। জিবরাঈল মূসা (আঃ)-এর সাথে দেখা করালেন। তিনি গোধূম বর্ণের, লম্বা গড়নের এবং সোজা চুলওয়ালা ছিলেন। শানওয়া গোত্রের পুরুষদের সাথে তার বহুলাংশে মিল ছিল। হযরত ঈসা (আঃ)-এর সাথেও সাক্ষাৎ হয়। তিনি মাঝারি গড়নের সাদা চুলওয়ালা ছিলেন। তাঁর রঙে লালিমার ঝলক ছিল। ওরওয়া ইবনে মসউদ ছকফীর সাথে তাঁর মিল ছিল। আমাকে দাজ্জালও দেখানো হয়। তার ডান চক্ষু নিশ্চিহ্ন ছিল। সে কুতুন ইবনে আবদুল ওযযার অনুরূপ ছিল।

উম্মে হানী বর্ণনা করেন- অতঃপর হুযূর (সাঃ) দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেনঃ আমি মে'রাজের ঘটনা বলার জন্যে কোরায়শদের কাছে যেতে চাই। উম্মে হানী বলেনঃ আমি হুযূর (সাঃ)-এর কাপড় ধরে ফেললাম এবং বললামঃ আল্লাহর কসম, যারা আপনাকে মিথ্যারোপ করে এবং আপনার কথা মেনে নিতে অস্বীকার করে, আপনি তাদের কাছে যাবেন না। তারা আপনার সাথে বাড়াবাড়ি করবে। কিন্তু তিনি আমার কথায় কর্ণপাত করলেন না এবং আমার হাত থেকে কাপড় ছাড়িয়ে নিয়ে চলে গেলেন। কয়েকজন কোরায়শ নেতা এক জায়গায় সমবেত ছিল। হুযূর (সাঃ) সেখানে যেয়ে মে'রাজের ঘটনা বর্ণনা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে মুতয়িম ইবনে আদী দাঁড়িয়ে গেল এবং বললঃ মোহাম্মদ! যদি তুমি সুস্থ চিন্তা-ভাবনার অধিকারী হতে, তবে এমন আজগুবী কথা বলতে না। এরপর উপস্থিত লোকদের একজন বললঃ মোহাম্মদ! আপনি অমুক অমুক জায়গায় আমাদের উটদের কাছে গিয়েছিলেন?

হুযূর (সাঃ) এরশাদ করলেনঃ হাঁ, আমি যখন তাদেরকে পাই, তখন তাদের একটি উট হারিয়ে গিয়েছিল। তারা সেটি তালাশ করছিল। অতঃপর লোকটি বললঃ আপনি অমুক গোত্রের উট দেখেছেন? তিনি বললেনঃ হাঁ, দেখেছি। তাদেরকে অমুক অমুক জায়গায় পেয়েছি। তাদের একটি লাল উষ্ট্রীর হাত পা ভেঙ্গে গিয়েছিল। তাদের কাছে একটি পানির পিয়ালা ছিল। আমি পিয়ালার সমস্ত পানি পান করেছি।

উপস্থিত লোকেরা বললঃ সেখানে কয়টি উট ছিল এবং কয়জন রাখাল ছিল বলুন? হুযূর (সাঃ) বললেনঃ তাদের সংখ্যার প্রতি আমি মনোযোগ দেইনি। এরপর তিনি ফিরে এসে যখন নিদ্রা গেলেন, তখন তাঁর সামনে সব উট উপস্থিত করা হল। তিনি উট ও সেগুলির রাখাল গণনা করে নিলেন। অতঃপর তিনি কোরায়শদের কাছে গমন করলেন এবং বললেনঃ তোমরা আমাকে অমুক গোত্রের উট ও রাখাল সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলে। এখন শুন তাদের উট এতগুলো এবং রাখালদের সংখ্যা এতজন। রাখালদের মধ্যে ইবনে আবী কুহাফাও (অর্থাৎ আবু বকরও) রয়েছেন। আরও অমুক অমুক রয়েছে। আগামীকাল সকালে তোমরা তাদেরকে এক টিলায় দেখতে পাবে। সে মতে পরদিন সকলেই সেই টিলায় যেয়ে বসে রইল। হুযূর (সাঃ)-এর কথা সত্য কিনা, তা যাচাই করার জন্যে।

তারা উটের সারিকে আসতে দেখল। তারা কাফেলার লোকজনকে জিজ্ঞাসা করল যে, তাদের কোন উট হারিয়ে ছিল কি না। তারা বললঃ হাঁ।

এরপর তারা দ্বিতীয় কাফেলাকে জিজ্ঞাসা করলঃ তোমাদের কোন লাল উটের হাত পা ভেঙ্গে গিয়েছিল কি? তারা বললঃ হাঁ। তারা আরও জিজ্ঞাসা করলঃ তোমাদের কাছে পানির কোন পিয়ালা ছিল? আবুবকর (রাঃ) বললেনঃ আল্লাহর

কসম, আমি সেটি রেখেছিলাম। আমাদের কেউ এ পানি পান করেনি এবং তা মাটিতেও ঢেলে দেয়া হয়নি। সে মতে আবুবকর (রাঃ) ঘটনার সত্যায়ন করলেন এবং তৎপ্রতি ঈমান ব্যক্ত করলেন। সেদিনই তাঁকে ছিদ্দীক উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

আবু ইয়ালা ও ইবনে আসাকিরের রেওয়ায়েতে হযরত উম্মে হানী (রাঃ) বলেনঃ নবী করীম (সাঃ) ভোর বেলায় আমার কাছে আগমন করলেন। আমি তখন শয্যায় ছিলাম। তিনি বললেনঃ তুমি তো জান আমি আজ রাতে মসজিদে হারামে নিদ্রিত ছিলাম। জিবরাইল আমার কাছে এসে আমাকে মসজিদের দরজা পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। আমি একটি সাদা চতুষ্পদ জন্তু দেখলাম, যা গাধার চেয়ে উঁচু এবং খচ্চরের চেয়ে নীচু ছিল।

তার উভয় কান স্থির ছিল না –কেবলি আন্দোলিত হচ্ছিল। আমি তাতে সওয়ার হলাম। জিবরাঈল আমার সঙ্গে ছিলেন। জন্তুটি আপন পা দৃষ্টির শেষ সীমায় রেখে রেখে চলতে লাগল। যখন সে নিম্নভূমিতে চলত, তখন তার হাত লম্বা এবং পা খাটো হয়ে যেত, আর যখন উঁচু জায়গায় আরোহণ করত, তখন পা লম্বা ও হাত খাটো হয়ে যেত।

আমরা বায়তুল-মোকাদ্দাসে পৌঁছলাম। আমি জন্তুটি সেই বৃত্তের সাথে বেঁধে দিলাম, যেখানে পয়গাম্বরগণ আপন আপন সওয়ারী বাঁধতেন। পয়গাম্বরগণকে আমার সামনে প্রকাশ করা হল। তাঁদের মধ্যে হযরত ইবরাহীম, মূসা ও ঈসা (আঃ) ছিলেন। আমি তাঁদেরকে নামায পড়ালাম এবং তাঁদের সাথে কথাবার্তা বললাম। এরপর আমার সামনে লাল ও সাদা দু'টি পাত্র আনা হল। আমি সাদা পাত্রটি পান করলাম। জিবরাঈল বললেন ঃ আপনি দুধ পান করেছেন এবং শরাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। শরাব পান করলে আপনার উম্মত মুরতাদ হয়ে যেত। এরপর আমি সওয়ারীতে সওয়ার হয়ে মসজিদে-হারামে এসে ফজরের নামায পড়েছি।

উম্মে হানী বর্ণনা করেন–একথা শুনে আমি হুযুর (সাঃ)-এর চাদর ধরে ফেললাম এবং বললাম ঃ ভাই! আমি আপনাকে আল্লাহর কসম দিচ্ছি, যদি আপনি কোরায়শদের সামনে একথা প্রকাশ করেন, তবে যারা এখন ঈমানদার, তারাও বেঈমান হয়ে যাবে। হুযুর (সাঃ) চাদরের উপর হাত মেরে সেটি আমার হাত থেকে ছাড়িয়ে নিলেন। চাদর তার পেট থেকে সরে গেল। আমি তার লুঙ্গির উপর পেটের ভাজকে জড়ানো কাগজের ন্যায় দেখতে পেলাম। আমি আরও দেখলাম, তাঁর হৃদপিণ্ডের জায়গা থেকে নূর বিচ্ছুরিত হচ্ছিল এবং আমার দৃষ্টি ছিনিয়ে নেয়ার উপক্রম হচ্ছিল। আমি অভিভূত হয়ে সিজদায় পড়ে গেলাম। যখন মাথা তুললাম, তখন দেখি হুযুর (সাঃ) চলে গেছেন। আমি কালবিলম্ব না করে বাঁদীকে বললাম ঃ জলদি তাঁর পিছনে পিছনে যা। তিনি কি বলেন এবং শ্রোতারা কি জওয়াব দেয়, তা শুনে তাড়াতাড়ি আমার কাছে ফিরে আয়।

বাঁদী ফিরে এসে বলল ঃ হুযুর (সাঃ) কোরায়শদের একটি দলের কাছে আছেন। এই দলে রয়েছে মুতায়িম ইবনে সাদী, আমর ইবনে হেশাম এবং ওলীদ ইবনে মুগীরা। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদেরকে বললেন ঃ আমি রাতে এশার নামায এবং ফজরের নামায এই মসজিদে পড়েছি। এশা ও ফজরের মধ্যবর্তী সময়ে বায়তুল-মোকাদ্দাস গিয়েছি। পয়গাম্বরগণের একটি দলকে আমার সামনে প্রকাশ করা হয়। তাদের মধ্যে ছিলেন ইবরাহীম, মূসা ও ঈসা (আঃ)। আমি তাঁদেরকে নামায পড়িয়েছি এবং তাঁদের সাথে কথাবার্তা বলেছি।

আমর ইবনে হেশাম ঠাট্টাচ্ছলে বলল ঃ আপনি আমাদের কাছে এই পয়গাম্বরগণের দেহাবয়ব বর্ণনা করুন।

হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ ঈসা (আঃ) মাঝারি গড়নের কিছু উপরে, দীর্ঘদেহী থেকে কম এবং প্রশস্ত ললাট বিশিষ্ট। তাঁর মুখমণ্ডল লালিমা মিশ্রিত। মাথার কেশ কোঁকড়ানো। মুখমণ্ডলে গোলাপী আভা প্রবল। তিনি যেন ওরওয়া ইবনে মসউদ ছকফী। মূসা (আঃ) দীর্ঘকায় সুঠাম দেহী, গোধূম বর্ণ। তিনি যেন শানওয়া গোত্রের একজন। মাথায় অনেক চুল এবং উভয় চক্ষু কোটরাগত। দাঁত সমান এবং ঠোঁট উপরে উত্থিত। মাড়ি প্রকাশমান। তাঁর গড়ন থেকে কঠোরতা প্রকাশ পায়। আর ইবরাহীম (আঃ) গড়নে ও চরিত্রে আমার সাথে বেশি সামঞ্জস্যশীল।

একথা শুনে কোরায়শরা হৈ চৈ শুরু করল এবং ব্যাপারটিকে অশুভ মনে করল। মুতয়িম বলল ঃ তোমার ইতিপূর্বেকার সকল কথাবার্তা আজকের দিনের খেলাফ। আমি সাক্ষ্য দেই যে, তুমি একজন মিথ্যাবাদী। আমরা অতি কষ্টে বায়তুল-মোকাদ্দাস যাই। এ পথের চড়াইয়ে একমাস লেগে যায় এবং উতরাইয়ে এক মাস অতিবাহিত হয়। আর তুমি কি না বলছ যে, রাতের মধ্যেই গিয়ে ফিরে এসেছে। লাত ও ওযযার কসম, আমি তোমাকে সত্যবাদী বলে মেনে নিব না। হযরত আবূ বকর (রাঃ) মুতয়িমকে বললেন ঃ তুমি তোমার ভাতিজা সম্পর্কে অশোভন কথা বলেছ। তুমি তাঁর প্রতি মিথ্যারোপ করছ। আমি সাক্ষ্য দেই যে, তিনি সত্যবাদী।

কাফেররা বলল ঃ আচ্ছা, আপনি বায়তুল-মোকাদ্দাসের অবস্থান সম্পর্কে কিছু বর্ণনা করুন। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ আমি রাতের বেলায় বায়তুল মোকাদ্দাস গিয়েছি এবং রাতেই ফিরে এসেছি। তৎক্ষণাৎ জিবরাঈল আগমন করলেন এবং আপন বাহুতে বায়তুল মোকাদ্দাসের চিত্র ফুটিয়ে তুললেন। হুযূর (সাঃ) তা দেখে বলতে লাগলেন যে, বায়তুল-মোকাদ্দাসের অমুক দরজা এমন এমন বর্ণের এবং এমন জায়গায় অবস্থিত। আবূ বকর (রাঃ) সাথে সাথে এই বর্ণনার সত্যায়ন করে যাচ্ছিলেন। সেদিন নবী করীম (সাঃ) বললেন, আবূবকর! আল্লাহতায়ালা তোমার নাম ছিদ্দীক রেখেছেন।

উপস্থিত লোকেরা বলল ঃ মোহাম্মদ! আমাদের কাফেলা সম্পর্কে বলুন। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ আমি অমুক গোত্রের কাফেলার সাক্ষাত রাওহা নামক স্থানে পেয়েছি। তাদের একটি উষ্ট্রী হারিয়ে গিয়েছিল। তারা সেটির খোঁজে বের হয়েছিল। আমি তাদের অবস্থান স্থলে এলে সেখানে কেউ ছিল না। আমি সেখানে একটি পানির পিয়ালা দেখে তা থেকে পানি পান করলাম। এরপর আমি অমুক গোত্রের উটের কাছে গেলাম।

উটগুলো আমাকে দেখে ইতস্ততঃ ছুটতে লাগল। একটি লাল রঙের উট বসে রইল। সেটির উপর সাদা রেখা বিশিষ্ট বস্তা ছিল। উটটি আহত ছিল কি না আমি জানি না। এরপর আমি অমুক গোত্রের উটের কাছে তানয়ীম নামক স্থানে পৌছলাম। এই কাফেলার অগ্রে একটি মেটে রঙের উট রয়েছে। এখন তোমরা টিলার উপর এই কাফেলা দেখতে পাবে।

একথা শুনে ওলীদ ইবনে মুগীরা বলল ঃ আপনি একজন যাদুকর। লোকেরা কাফেলা দেখার জন্যে টিলার দিকে গেল। তারা বাস্তবিকই কাফেলা দেখতে পেল। এরপর তারা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি যাদুর অপবাদ লাগিয়ে বলল ঃ ওলীদ ইবনে মুগীরার কথাই ঠিক। এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহতায়ালা এই আয়াত নাযিল করলেনঃ

وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ

ঃ আমি যে স ববিষয় আপনাকে দেখিয়েছি, সেটাকে কেবল মানুষের জন্যে পরীক্ষার উপায় করেছি।

হযরত উম্মে সালামাহর (রাঃ) হাদীস

ইবনে আসাকির ও ইবনে সা'দ বিভিন্ন মাধ্যমে বিভিন্ন সাহাবী থেকে বিভিন্ন রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। সবগুলো রেওয়ায়েতের ভাষ্য এই যে, রসূলে করীম (সাঃ) হিজরতের এক বছর পূর্বে ১৭ রবিউল আউয়াল তারিখের রজনীতে শো'আবে আবূ তালেব থেকে বায়তুল-মোকাদ্দাস পর্যন্ত মে'রাজে গমন করেন। হুযূর (সাঃ) বলেন ঃ আমাকে একটি শুভ্র সওয়ারীতে সওয়ার করানো হয়, যা গাধা ও খচ্চরের মাঝামাঝি ছিল। তার উরুদ্বয়ে দু'টি পাখা ছিল। একারণে তার পা দ্রুত মাটিতে পড়ত। আমি যখন সওয়ার হওয়ার জন্যে তার কাছে গেলাম, তখন সে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে লাগল এবং হাত পা মারতে লাগল। জিবরাঈল তার লেজের গোড়ায় হাত রেখে বললেন ঃ বোরাক! তোর ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে লজ্জা হয় না? আল্লাহর কসম! মোহাম্মদের পূর্বে তোর পিঠে আল্লাহর এমন কোন বান্দা সওয়ার হননি, যিনি আল্লাহর দৃষ্টিতে তাঁর চেয়ে অধিক সম্মানিত। একথা শুনে বোরাক লজ্জায় পানি পানি হয়ে গেল এবং ঔদ্ধত্য বন্ধ করে দিল। আমি সওয়ার হয়ে তার দু'টি কান ধরে নিলাম। সে দ্রুতগতিতে পথ অতিক্রম করতে শুরু করল। দৃষ্টির শেষসীমা ছিল তার এক একটি পদক্ষেপ। বোরাকের কোমর লম্বা এবং কর্ণদ্বয় দীর্ঘ ছিল। জিবরাঈল আমার সঙ্গে ছিলেন। মাটি থেকে পৃথক হয়ে জিবরাইল আমাকে নিয়ে বায়তুল-মোকাদাসে পৌছলেন। বোরাক তার দাঁড়ানোর জায়গায় এলে জিবরাঈল তাকে বেঁধে দিলেন। সেটা ছিল পয়গাম্বরগণের সওয়ারী বাঁধার জায়গা। আমি পয়গাম্বরগণকে আমার জন্যে সমবেত দেখতে পেলাম। আমি হযরত ইবরাহীম, মূসা ও ঈসা (আঃ)-কে দেখলাম। আমি ভাবলাম যে তাঁদের জন্যে একজন ইমাম হওয়া জরুরী। জিবরাঈল আমাকে অগ্রে বাড়িয়ে দিলেন। নামাযান্তে তাঁরা বললেন ঃ আমরা তওহীদের পয়গামসহ প্রেরিত হয়েছি।

কোন কোন রাবী বর্ণনা করেছেন যে, সে রাতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে না পেয়ে বনী-আবদুল মুত্তালিব তার খোঁজে বের হয়। হযরত আব্বাস (রাঃ)-ও তাঁকে তালাশ করার জন্যে বের হয়ে পড়েন। তিনি তুয়া উপত্যকা পর্যন্ত পৌছে 'ইয়া মোহাম্মদ, ইয়া মোহাম্মদ' বলে ডাকতে থাকেন। নবী করীম (সাঃ) সাড়া দিয়ে 'লাব্বায়কা' বললেন। আব্বাস (রাঃ) বললেন ঃ ভাতিজা! সারারাত আপনি গোত্রের সকলকে উদ্বেগ ও কষ্টের মধ্যে ফেলে রেখেছেন। আপনি কোথায় গিয়েছিলেন? হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ আমি বায়তুল-মোকাদ্দাস থেকে আসছি। আব্বাস (রাঃ) বললেন ঃ এই এক রাতেই এসেছেন? তিনি বললেন ঃ হাঁ, এরাতেই এসেছি। আব্বাস (রাঃ) বললেন ঃ আপনি কল্যাণপ্রাপ্ত হয়েছেন কি? হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ হাঁ, কল্যাণই অর্জিত হয়েছে।

উম্মে হানী (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ নবী করীম (সাঃ) মে'রাজের জন্যে আমার গৃহ থেকেই রওয়ানা হন। তিনি এশার নামায পড়ে ঘুমিয়ে পড়েন। ভোরের নামাযের পূর্বে আমরা নামাযের জন্যে তাঁকে জাগ্রত করি। তিনি গাত্রোত্থান করেন এবং নামায শেষে বলেন ঃ উম্মেহানী! তুমি দেখেছ যে, আমি তোমাদের সাথে এশার নামায পড়েছি। এরপর আমি বায়তুল-মোকাদ্দাস গমন করেছি এবং সেখানে নামায পড়েছি। এরপর আমি ফজরের নামায তোমাদের সাথে পড়েছি। এরপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) বাইরে যেতে উদ্যত হলে আমি বললাম ঃ এ কথাটি মানুষের কাছে বলবেন না। তারা আপনাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করবে এবং যন্ত্রণা দিবে। তিনি বললেন ঃ আল্লাহর কসম, আমি একথা বলবই। সেমতে তিনি বললেন। তারা শুনে বিস্ময়াভিভূত হল এবং বলল ঃ এমন কথা আমরা কখনও শুনিনি। হুযূর (সাঃ) জিবরাঈলকে বললেন ঃ আমার কওম আমার কথা সত্য বলে বিশ্বাস করবে না। তিনি বললেন ঃ আবূ বকর সত্য বলে বিশ্বাস করবেন। তিনি হচ্ছেন ছিদ্দীক। এ ঘটনার ফলশ্রুতিতে অনেক নামাযী মুসলমানও ভীষণ পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে গেল। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ আমি হিজর নামক স্থানে দাঁড়িয়ে গেলাম। আল্লাহতায়ালা

আমার সামনে বায়তুল-মোকাদ্দাস প্রকাশ করে দিলেন। আমি দেখে দেখে তাদেরকে তাদের প্রার্থিত নিদর্শনাবলী বর্ণনা করতে লাগলাম। কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করল ঃ বায়তুল মোকাদ্দাসের দরজা কয়টি? আমি এক একটি দরজা গনে গনে তাদেরকে বলতে লাগলাম। পথিমধ্যে তাদের যেসব কাফেলা পেয়েছিলাম, সেগুলোর কথাও নিদর্শনাবলীসহ বললাম। আমি যেরূপ বলেছিলাম, পরে তারা তেমনই পেয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক এই আয়াত নাযিল করেন–

وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِىْٓ اَرَيْنَاكَ اِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ

আমি যে সব বিষয় আপনাকে দেখিয়েছি, সেগুলোকে কেবল মানুষের জন্যে পরীক্ষার উপায় করেছি।

মে'রাজ সম্পর্কে মুরছাল রেওয়ায়েত

আবূ নয়ীম ওরওয়া (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) বায়তুল-মোকাদ্দাস যাওয়া সম্পর্কে কোরায়শদেরকে অবগত করলে তারা বলল ঃ বলুন, আমাদের কি হারিয়ে গেছে? আপনি যা বলেন, তার নিদর্শন পেশ করুন। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ তোমাদের মেটে রঙের উষ্ট্রী হারিয়ে গেছে। তার উপর তোমাদের বাণিজ্যিক বস্ত্রসামগ্রী বোঝাই করা হয়েছিল। সেই উষ্ট্রী যখন কাফেলার সাথে ফিরে এল, তখন কোরায়শরা আবার এসে প্রশ্ন করল ঃ বলুন, উষ্ট্রীর পিঠে কি কি সামগ্রী বোঝাই করা হয়েছিল? জিবরাঈল রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে সবকিছু প্রকাশ করে দিলেন। তিনি সেগুলো দেখে দেখে যা কিছু ছিল বলে দিলেন। তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল। কিন্তু এরপরও কাফেরদের সন্দেহ ও মিথ্যারোপের মাত্রা আরও বেড়েই গেল।

বায়হাকী ইসমাঈল ইবনে আবদুর রহমান থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, মে'রাজের সময় নবী করীম (সাঃ) স্বজাতির কাফেলা সম্পর্কে কোরায়শদেরকে অবগত করলে তারা বলল ঃ এই কাফেলা কবে আসবে? তিনি বললেন ঃ বুধবারে।

সেমতে বুধবার এলে কোরায়শরা একটি উঁচু জায়গায় আরোহণ করে কাফেলার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। যখন দিন প্রায় শেষ হয়ে এল, কিন্তু কাফেলা এল না, তখন হুযূর (সাঃ) দোয়া করলেন। ফলে তাঁর খাতিরে দিনের বেলায় এক ঘন্টা বৃদ্ধি করে দেয়া হল এবং সূর্যকে থামিয়ে রাখা হল। রাবী বলেন ঃ দু'দিন সূর্যের গতি থামিয়ে দেয়া হয় – এক, এই দিনে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জন্যে এবং দুই, ইউশা' ইবনে নূনের জন্যে যখন তিনি জাব্বারীন তথা প্রতাপশালী কওমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন।

ইবনে আবী শায়রা "আল মুছান্নাফ" গ্রন্থে এবং ইবনে জরীর আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, শবে-মে'রাজের সময় রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে একটি সওয়ারী আনা হয়, যা খচ্চরের চেয়ে নীচু এবং গাধার চেয়ে উঁচু ছিল। সে তার পা দৃষ্টির শেষ সীমায় রাখত। এর নাম ছিল বোরাক। হুযূর (সাঃ) মুশরিকদের কাফেলার কাছ দিয়ে গমন করেন। কাফেলার উট ছুটাছুটি করতে লাগল। কাফেলার লোকেরা পরস্পরে বলাবলি করল ঃ

ব্যাপার কি? কিছুই তো দেখা যাচ্ছে না। মনে হয় বাতাসের কারণেই উট এরূপ করছে। হুযূর (সাঃ) বায়তুল-মোকাদ্দাস গেলেন। তাঁর খেদমতে দু'টি পাত্র আনা হয়। একটিতে শরাব ও অপরটিতে দুধ ছিল। তিনি দুধ নিয়ে নিলেন। জিবরাঈল বললেন ঃ আপনার এবং আপনার উম্মতের হেদায়াত অর্জিত হয়েছে। এরপর তিনি মিসরের দিকে চলে গেলেন।

ইবনে সা'দ ওয়াকেদী এবং অন্যান্য রাবীগণ বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সাঃ) পরওয়ারদেগারের কাছে জান্নাত ও জাহান্নাম দেখার আবেদন করতেন। সেমতে হিজরতের আঠার মাস পূর্বে সতের রবিউল আউয়াল তারিখে শনিবার রাত্রে তিনি আপন গৃহে নিদ্রিত ছিলেন। এ সময়ে তাঁর কাছে জিবরাঈল ও মিকাঈল আগমন করেন এবং তাঁকে বলেন ঃ আপনি যে বিষয়ের আবেদন করেছিলেন, তার জন্যে চলুন। অতঃপর জিবরাঈল ও মিকাঈল তাঁকে মকামে-ইবরাহীম ও যমযমের মাঝখানে নিয়ে গেলেন। 'এরপর একটি বিচিত্র ধরনের সিঁড়ি আনা হল। জিবরাঈল ও মিকাঈল নবী করীম (সাঃ)-কে এক এক করে সকল আকাশে নিয়ে গেলেন। তিনি সেখানে পয়গাম্বরগণের সাথে মোলাকাত করেন। সিদরাতুল-মুনতাহায় যান এবং জান্নাত ও জাহান্নাম পরিদর্শন করেন। হুযূর (সাঃ) বলেন ঃ আমি সপ্তম আকাশে পৌঁছে কলম চালনার আওয়াজ শুনতে পাই। এখানে তাঁর উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হয়। এরপর জিবরাঈল এসে তাঁকে সকল নামায নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পড়ান।

হাকেম "কিতাবুর রুইয়া"তে কা'বে আহবার (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, আল্লাহতায়ালা নবী করীম (সাঃ) ও হযরত মূসা (আঃ)-এর মধ্যে দীদার ও বাক্যালাপ ভাগ করে দেন। সেমতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে দু'বার দীদার দান করা হয় এবং মূসা (আঃ) দু'বার আল্লাহতায়ালার সাথে বাক্যালাপ করেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ইমাম সুয়ূতী (রহঃ) বলেন ঃ অধিকাংশ আলেমগণের অভিমত এই যে, মে'রাজের ঘটনা দু'বার সংঘটিত হয়েছে। এই উক্তির দ্বারা বিভিন্ন রেওয়ায়েতের মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয়ে যায় এবং কোন প্রকার বিরোধ অবশিষ্ট থাকে না। যারা

এই উক্তি অবলম্বন করেছেন, তাঁরা হলেন আবুন্নছর কুশায়রী, ইবনে আরাবী ও সোহায়লী।

শায়খ ইযযুদ্দীন ইবনে আবদুস সালাম লিখেছেন– মে'রাজ নিদ্রা ও জাগরণ উভয় অবস্থায় হয়েছে এবং মক্কা ও মদীনা উভয় স্থানে হয়েছে। স্বপ্নযোগে মে'রাজ হওয়ার মধ্যে রহস্য হচ্ছে পূর্ব থেকে মন প্রস্তুত করা এবং ভূমিকা স্বরূপ হওয়া, যাতে সশরীরে মে'রাজ হওয়ার সময় মন অপ্রস্তুত না থাকে। উদাহরণস্বরূপ নবুওয়তের সূচনাতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) সত্যস্বপ্ন দেখতেন। এর উদ্দেশ্য ছিল ওহীর ব্যাপারে অভ্যস্ত হওয়া।

আবূ শাম্মাহ্ বলেন ঃ মে'রাজ একবার দু'বার নয়; বারবার হয়েছে। তিনি এর প্রমাণস্বরূপ সেই রেওয়ায়েত পেশ করেন, যা আমরা বাযযারের বরাত দিয়ে আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি।

হাফেয ইবনে হজর বলেছেন ঃ একাধিকবার মে'রাজ হওয়ার সম্ভাবনা অবান্তর নয়। তবে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে পয়গাম্বরগণের প্রশ্ন করা, নামায ফরয হওয়া ইত্যাদি বিষয় একাধিকবার হওয়া নিঃসন্দেহে অবান্তর। সুতরাং যদি বলা হয় যে, প্রথমে ভূমিকাস্বরূপ স্বপ্নে মে'রাজ হয়েছে, এরপর হুবহু সেইভাবে সশরীরে মে'রাজ হয়েছে, তবে এটা অবান্তর নয়। এমনিতেও মদীনা মুনাওয়ারায় স্বপ্নযোগে বারবার মে'রাজ হয়েছে।

ইবনে মুনীর মে'রাজের রহস্যাবলী সম্পর্কেএকটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করেছেন। বর্ণিত রহস্যাবলীর মধ্যে একটি এই যে, প্রথমে বায়তুল-মোকাদ্দাস পর্যন্ত এবং এরপর উর্ধ্বজগত পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার রহস্য হচ্ছে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জন্যে দু'টি হিজরত অর্জিত হওয়া। কেননা, অধিকাংশ পয়গাম্বরগণ কেবল বায়তুল-মোকাদ্দাস পর্যন্ত হিজরত করেছেন। বায়তুল-মোকাদ্দাস পর্যন্ত যেতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে মোটামুটি সফর করতে হয়েছে। নবী করীম (সাঃ)-যাতে বিভিন্ন ফযিলতের অধিকারী হয়ে যান এবং তাঁর সত্য ভাষণের প্রমাণ সংগৃহীত হয়, এ জন্যেই দ্বিমুখী হিজরতের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পক্ষান্তরে যদি তাঁকে সরাসরি আকাশে নিয়ে যাওয়া হত, তবে বায়তুল-মোকাদ্দাসের নিদর্শনাবলী সম্পর্কে তাঁর সত্য ভাষণ প্রকাশ পেত না।

ইবনে হাবীব বর্ণনা করেন ঃ আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থলে একটি নদী আছে, যাকে "মককূফ" বলা হয়। পৃথিবীর নদীসমূহের অবস্থা এর সামনে প্রশান্ত মহাসাগরের একটি ফোঁটার মত। মককূফ নদী রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পার হওয়ার জন্যে বিভক্ত হয়ে যায়। এটা মূসা (আঃ)-এর পার হওয়ার জন্যে নীলনদের বিভক্ত হওয়ার চেয়ে মহত্তর।

আরও একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, আকাশের দরজা বন্ধ ছিল। জিবরাঈল এসে তা খুলতে বলেন। দরজা পূর্ব থেকে উন্মুক্ত রাখা হয়নি। এর রহস্য এই যে, দরজা পূর্ব থেকে উন্মুক্ত থাকলে নবী করীম (সাঃ) মনে করতে পারতেন যে, আকাশের দরজা সর্বদা উন্মুক্তই থাকে। তাই পূর্ব থেকে খোলা রাখা হয়নি, যাতে তিনি জানতে পারেন যে, কেবল তাঁর সম্বর্ধনার জন্যেই দরজা খোলা হচ্ছে।

এছাড়া আল্লাহ্ তায়ালার এটাও উদ্দেশ্য ছিল যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে অবগত করা যে, আকাশবাসীরা আপনাকে চিনে। কেননা, জিবরাঈল যখন বললেন ঃ আমার সঙ্গে মোহাম্মদ আছেন, তখন প্রশ্ন করা হল যে, তাঁর কাছে আল্লাহ্র পয়গাম প্রেরিত হয়েছে কি? এরূপ প্রশ্ন করা হয়নি যে, মোহাম্মদ কে?

হযরত আয়েশার (রাঃ) সাথে বিবাহ

বোখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ তুমি স্বপ্নে আমাকে দু'বার প্রদর্শিত হয়েছ। আমি স্বপ্নে দেখলাম এক ব্যক্তি তোমাকে একটি রেশমী বস্ত্র পরিধান করিয়ে আমাকে বলছে– ইনি আপনার পত্নী। আমি সেই বস্ত্র একটু ফাঁক করে তোমাকে দেখছিলাম। আমি মনে মনে বলতাম, এই স্বপ্ন আল্লাহতায়ালার পক্ষ থেকে হলে আল্লাহ অবশ্যই তা প্রকাশ করবেন।

ওয়াকেদী ও হাকেম ওরওয়ার মুক্ত ক্রীতদাস হাবীব থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত খাদিজার (রাঃ) ইন্তেকালের কারণে নবী করীম (সাঃ) খুবই মর্মাহত হন। হযরত জিবরাঈল আয়েশা (রাঃ)-কে দোলনায় নিয়ে তাঁর কাছে এলেন এবং বললেন ঃ এই বালিকা আপনার দুঃখ-বেদনা লাঘব করে দিবে। সে খাদিজার (রাঃ) স্থলাভিষিক্ত হবে।

আবূ ইয়ালা, বাযযার, ইবনে ওমর, আদনী ও হাকেমের রেওয়ায়েতে হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে বিয়ে করেননি, যতদিন না জিবরাঈল আমার আকার আকৃতি তাঁর সামনে প্রকাশ করে দেন। তিনি আমাকে এমন অবস্থায় বিয়ে করেন যে, আমি শিশুদের পোশাক পরিহিত ছিলাম। আমার বয়স কম ছিল। তিনি যখন আমাকে বিয়ে করলেন, তখন আল্লাহতায়ালা কম বয়সেই আমার মধ্যে লজ্জা-শরম সৃষ্টি করে দেন।

হযরত সওদা বিনতে যমআর সাথে বিবাহ

ইবনে সা'দ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত সওদা বিনতে যমআ (রাঃ) সুহায়ল ইবনে আমরের ভাই সকরান ইবনে আমরের বিবাহে ছিলেন। তিনি স্বপ্নে দেখলেন যে, রসূলে আকরাম (সাঃ) তাঁর সম্মুখ দিয়ে

আসছেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর ঘাড়ে পা রেখে দিয়েছেন। তিনি স্বীয় স্বামীর কাছে এই স্বপ্ন বর্ণনা করলেন। স্বামী বললেন ঃ এই স্বপ্ন সত্য হলে আমি মারা যাব এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ) তোমাকে বিয়ে করবেন। এরপর সওদা (রাঃ) দ্বিতীয় রাতে স্বপ্ন দেখলেন যে, আকাশ থেকে একটি চাঁদ তাঁর উপর নেমে এসেছে এবং তিনি শায়িত। এ স্বপ্নের কথা স্বামীর কাছে ব্যক্ত করলে স্বামী বললেন ঃ যদি তোমার স্বপ্ন সত্য হয়, তবে আমি আর কয়েকদিন মাত্র জীবিত থাকব, এরপর ইন্তেকাল করব। আমার পরে তুমি বিয়ে করবে। সকরান সেদিনই অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং কয়েকদিন পরেই ইন্তেকাল করেন। এরপর হযরত সওদা (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বিবাহে আসেন।

হযরত রেফায়ার (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ

হাকেমের রেওয়ায়েতে রেফায়া ইবনে রাফে বলেন যে, তিনি এবং তাঁর খালাত ভাই মুয়ায ইবনে আফরা (রাঃ) উভয়েই মক্কা পৌছেন। হুযূর (সাঃ) রেফায়ার সামনে ইসলাম পেশ করেন এবং বলেন ঃ বলতো নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল এবং পর্বতমালা কে সৃষ্টি করেছেন? রেফায়া বর্ণনা করেন– এ প্রশ্নের জওয়াবে আমি বললাম ঃ আল্লাহতায়ালা সৃষ্টি করেছেন। তিনি প্রশ্ন করলেন ঃ তোমাকে কে সৃষ্টি করেছেন? আমি বললাম ঃ আল্লাহতায়ালা। তিনি বললেন ঃ এই প্রতিমাদেরকে কে তৈরী করেছে ? আমি বললাম ঃ আমরা তৈরী করেছি।

হুযূর (সাঃ) এরশাদ করলেনঃ অতএব সৃষ্টিকর্তা এবাদতের অধিক যোগ্য, না সৃষ্টি? এর সরাসরি জওয়াব হচ্ছে সৃষ্টিকর্তা। অতএব প্রতিমাদের উচিত তোমাদের পূজাপাট করা। কেননা, তোমরা তাদেরকে তৈরী করেছ। তোমরা যে প্রতিমা তৈরী করেছ, তাদের চেয়ে আল্লাহতায়ালা তোমাদের এবাদতের অধিক যোগ্য। হুযূর (সাঃ) আরও বললেন ঃ আমি যেসব বিষয়ের প্রতি দাওয়াত দেই, সেগুলো হচ্ছে (১) আল্লাহতায়ালার এবাদত, (২) এ বিষয়ের সাক্ষ্য দান যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং মোহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর রসূল, (৩) আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা এবং (৪) অবাধ্যতা পরিহার করা।

আমি বললাম ঃ আপনি যে ধর্মের প্রতি দাওয়াত দেন, তা বাতিল হলেও তাতে মহান চারিত্রিক গুণাবলী সন্নিবেশিত আছে। রেফায়া বর্ণনা করেন– অতঃপর আমি চলে গেলাম এবং গৃহে পৌছে সাতটি তীর বের করলাম। এগুলোর মধ্যে একটি তাঁর হুযূর (সাঃ)-এর নামে নির্দিষ্ট করলাম। এরপর বায়তুল্লাহর সামনে এসে এসব তীরের মাধ্যমে লটারী করতে মনস্থ করলাম। আমি দোয়া করলাম ঃ পরওয়ারদেগার! মোহাম্মদ (সাঃ) যে ধর্মের দাওয়াত দেন, তা যদি সত্য হয়, তবে

তাঁর নামের তীর সাতবার বের কর। এরপর তীরগুলো লটারীতে দিলাম। আশ্চর্যের বিষয়, সাতবারই হুযূর (সাঃ)-এর নামের তীর বের হয়ে এল। আমি চীৎকার করে বলে উঠলাম, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মোহাম্মাদার রসূলুল্লাহ। হাকেম এ রেওয়ায়েতটি বিশুদ্ধ বলে মত প্রকাশ করেছেন।

গোত্রসমূহের সামনে নিজেকে পেশ করা

বায়হাকী ইবনে শেহাব যুহরী ও মূসা ইবনে ওকবার তরিকায় রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) প্রত্যেক হজ্বের মওসুমে নিজেকে গোত্রসমূহের সামনে পেশ করতেন। একবার তিনি বনী-ছকীফ গোত্রের সামনে নিজেকে পেশ করলেন। তারা তাঁর দাওয়াত কবুল করল না। তিনি ফিরে এসে উদ্বিগ্ন অবস্থায় একটি প্রাচীরের ছায়ায় বসলেন। এই প্রাচীরের নিকটে ছিল ওতবা ইবনে রবিয়া ও শায়বা ইবনে রবিয়া। তারা তাঁকে দেখে আদ্দাস নামীয় এক গোলামকে প্রেরণ করল। সে ছিল নায়নুয়াবাসী খৃষ্টানদের একজন। আদ্দাস রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে আগমন করলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি কোন্‌দেশের লোক হে? সে বলল ঃ আমি নায়নুয়ার অধিবাসী। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ তা হলে তুমি মহাপুরুষ হযরত ইউনুস ইবনে মাত্তা (আঃ)-এর বস্তির লোক। গোলাম প্রশ্ন করল ঃ আপনাকে ইউনুস ইবনে মাত্তা সম্পর্কে কে বলল ঃ তিনি বললেন ঃ আমি আল্লাহতায়ালার রসূল। আল্লাহ আমাকে তার সম্পর্কে অবগত করেছেন।

আদ্দাস এ কথা শুনে রসূলুল্লাহর (সাঃ) সামনে সিজদায় লুটিয়ে পড়ল এবং তাঁর পদচুম্বন করতে লাগল। ওতবা ও শায়বা এ দৃশ্য দেখে দৌড়ে এল এবং গোলামকে বলল ঃ আমরা তোকে আমাদের কারও সাথে এরূপ আচরণ করতে কখনও দেখিনি। ব্যাপার কি?

আদ্দাস বলল ঃ ইনি একজন মহাপুরুষ। তিনি আমাকে এমন এক বিষয় বলেছেন, যা আমি সেই রাসূল (আঃ)- এর মাধ্যমে অবগত হয়েছি, যাকে আল্লাহ তায়ালা আমাদের কাছে প্রেরণ করেছিলেন। তাঁর নাম ইউনুস ইবনে মাত্তা। একথা শুনে ওতবা ও শায়বা হেসে বলল ঃ সে আবার তোকে খৃষ্টধর্ম থেকে বিচ্যুত না করে দেয়! সে বড় প্রতারক। (নাউযুবিল্লাহ)

বোখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে আছে– হযরত আয়েশা (রাঃ) আরয করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! ওহুদ যুদ্ধের চেয়েও কোন কঠিনতম দিন আপনার উপর দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে কি? হুযূর (সাঃ) এরশাদ করলেন ঃ আমি তোমার কওমের তরফ থেকে যে সকল কষ্ট সহ্য করেছি তন্মধ্যে কঠিতম ছিল আকাবা দিবসের কষ্ট। আমি নিজেকে আবদে ইয়ালীল ইবনে আবদে কেলাল গোত্রের সামনে পেশ করেছিলাম। কিন্তু তারা আমার দাওয়াত কবুল করল না। আমি বিষণ্ন মনে